সম্বিতী

অখণ্ড সংস্করণ

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র

সম্বিতী

অখণ্ড সংস্করণ

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র

অবতরণিকা

শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে থাকতে এবং তাঁর কথাগুলি টুকতে বরাবরই ভাল লাগতো, এবং অন্যান্য কাজ-কর্ম্মের ফাঁকে যখনই সময় পেতাম, তাঁর কাছে এসে বসতাম। আর সব সময় মনে ভাবতাম, সর্ব্বক্ষণ তাঁর কাছে যদি থাকতে পারতাম, কত আনন্দই না হ'তো। অন্তর্য্যামী তিনি—১৯৪৮ সালের জানুয়ারী মাসের গোড়ার দিকে একদিন সকাল বেলায় বড়াল-বাংলোর গোল তাঁবুতে ব'সে দয়াপরবশ হ'য়ে আমাকে বললেন—"সব সময় আমার কাছে উপস্থিত যদি থাকতে পারিস্ ভাল হয়, পরমপিতা কত কথা কত সময় মাথায় দেন, কাউকে ডেকে বলতে গেলে ভেঙ্গে যায়, সামনে থাকলে তখন তখন শুনে' লিখে নিতে পারিস।" খুব ভাল লাগলো, তাঁর অহেতুকী কৃপার কথা স্মরণ ক'রে কৃতজ্ঞতায় মন ভ'রে উঠলো—তখন থেকে যথাসম্ভব তাঁর কাছে থাকতাম।

নিত্য সদাসর্ব্বদা তাঁর কাছে লোকের ভিড় লেগেই আছে—আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী, জ্ঞানী তাঁর কাছে অকপটে প্রাণের কথা নিবেদন করে, তাদের অগণিত সমস্যার কথা জানায়, তা' ছাড়া বহুজনপরিবৃত হ'য়ে একটা বিরাট জনসঙ্ঘের মধ্যমণিরূপে, দরদী অভিভাবকরূপে, প্রাণকেন্দ্ররূপে, বিচিত্র ব্যাপার, বিষয়, ঘটনার চলমান প্রবাহের মধ্যেই তাঁকে থাকতে হয়, চতুর্দ্দিকের দুঃখ বিপর্য্যয়ের উত্তাল তরঙ্গাভিঘাত নিরন্তর তাঁর সংবেদনশীল মরমী মনের উপকূলে আছাড় খেয়ে পড়ে, আমাদের দোষ, দুর্ব্বলতা, অক্ষমতার শত চিত্র ক্রমাগত তাঁর কাছে অবারিত, উদঘাটিত, উন্মুক্ত হ'তে থাকে, কিন্তু তাঁর অপরাজেয় প্রেম কিছুতেই স্তব্ধ হয় না, কিছুতেই হার মানে না, আমাদের নির্ম্মল, নিরাবিল ক'রে তুলতে না পারলে যে কিছুতেই তাঁর সোয়াস্তি নাই। দেখেছি, আর্ত্তবেদনায় তিনি ছটফট করেন আমাদের প্রবৃত্তি-পরাভূত অসহায় অবস্থা দেখে'—তাই নিত্য নিরবধি তিনি দিয়ে চলেছেন চলার পথের অমৃত সঙ্কেত। আমাদের ভুল ত্রুটি কোথায় ও কেন, কি জন্য আমরা জীবনের পথে হটে' যাচ্ছি, প্রবৃত্তিপরায়ণতা কত বিচিত্র বেশে আমাদের প্রবঞ্চিত করছে, কেমন ক'রে আমরা স্বাস্থ্যে, সম্পদে, প্রাচুর্য্যে, চারিত্র্যে, কর্ম্মে, জ্ঞানে, প্রেমে, শক্তি, সংহতি ও যোগ্যতায় উদ্ভিন্ন হ'য়ে উঠব, আমাদের শিক্ষা, দীক্ষা, সংসার, সমাজ, রাষ্ট্র কোন্ ছন্দে গড়ে' তুলব—ইত্যাদি কত কথাই যে তিনি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণের ভিতর দিয়ে আমাদের চোখের সামনে জ্বলন্ত ক'রে ফুটিয়ে তুলেছেন তার লেখাজোখা নেই। আর এর

অধিকাংশই বাস্তব ব্যাপার, বিষয়, ঘটনা ও পরিস্থিতিকে অবলম্বন ক'রে। মানুষের সর্ব্বাঙ্গীন কল্যাণের জন্য তাঁর কি অন্তহীন উৎকণ্ঠা। মরণকে স্তব্ধ ক'রে, অবনতিকে রুদ্ধ ক'রে, খতম ক'রে তার বিরুদ্ধে বজ্রকপাট এটে জীবন ও উন্নতির পথকে মর্ম্মরখচিত ক'রে তোলবার জন্য সর্ব্বস্ব পণ ক'রে তিনি যেন দুনিয়ার দরবারে নেমেছেন মহাযোদ্ধৃবেশে—শয়তানের একটি রন্ধ্রও যাতে আমাদের দৃষ্টি-বহির্ভূত ও অনায়ত্ত না থাকে এবং সত্তা-সম্বর্দ্ধনী কলাকৌশল ও বিজ্ঞানের সম্ভাব্য সকল দ্বারই যাতে আমাদের কাছে চিরতরে অর্গলমুক্ত হ'য়ে যায়, সেই জন্যই যেন তিনি দুর্জ্জয় তপস্যা সুরু করেছেন। তাই ব্যক্তির খুঁটীনাটী সমস্যাও তাঁর কাছে বিশ্বসমস্যার অচ্ছেদ্য অঙ্গরূপেই প্রতিভাত হয়, যেটাকে আমরা একটা স্থূল সমস্যা ব'লে মনে করি, সেখানে তিনি অতলতলে চলে যান—কার্য্য-কারণ-পারম্পর্য্যে তিনি দেখিয়ে দেন একটী সমস্যার সঙ্গে কেমন ক'রে অগণিত সমস্যা জড়িত, একটী জায়গায় অসঙ্গতি থেকে কেমন ক'রে জীবনের সর্ব্ব-স্তরে ছন্দ পতন হয়, কেমন ক'রে ব্যষ্টি ও সমষ্টির সমস্যাগুলি পরস্পর অবিচ্ছেদ্য ভাবে গ্রথিত এবং তার সমাধানও বা কোন সূত্রকে অবলম্বন ক'রে হ'তে পারে, তাই একটা ঘটনাকে অবলম্বন ক'রে তিনি হয়ত একের পর এক বহু বাণীই দিয়ে যান। ফল কথা, সমস্যাসমূহ ও তার সমাধান তাঁর কাছে বিচ্ছিন্ন নয়, সেগুলি বৈশিষ্ট্য-সমন্বিত একসূত্র-সঙ্গত হ'য়ে তাঁর বোধের কাছে ধরা দিয়েছে। সেই ভিত্তিভূমি থেকেই তাঁর যা' কিছু বলা করা। জীবন ও জগতের অখণ্ড, সামগ্রিক, কেন্দ্রীভূত একায়িত রূপ তাঁর কাছে উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠেছে—সেই চেতনাতেই তিনি অধিষ্ঠিত—তাই তাঁর চলা, বলা, করা সবই সেই দিব্যচেতনার একটা সহজ স্বতঃস্ফূর্ত্ত লীলায়িত আত্মপ্রকাশ ছাড়া আর কিছুই নয়কো। তাঁর বাণীগুলিকে বুঝতে গেলে তাঁর ভাববাদের মূল সূত্রটীকে অনুধাবন করতে হবে। তাঁর বাদকে বলা যায় জীবনবৃদ্ধিবাদ এবং এর প্রক্রিয়া ও প্রকরণ হচ্ছে—সর্ব্বপূরয়মাণ জীবন্ত ইষ্টানুপূরণে প্রতি ব্যষ্টি কর্ত্তৃক তার বৈশিষ্ট্যানুপাতিক পারিপার্শ্বিকের সেবা। এবং ঠিক এই আদর্শেই ব্যক্তির ব্যথাবেদনার নিরসন করতে গিয়ে ব্যাধিগ্রস্ত বর্ত্তমান জগতের বহু গ্রন্থিই তিনি উন্মোচন করেছেন। অবিরাম অবিশ্রান্ত, অজস্র তাঁর অবদান। সে বিপুল দাক্ষিণ্যের গুরুত্ব ও মূল্যমান আজও আমরা উপলব্ধি করতে পারছি না, কারণ স্বতঃ-প্রভা সূর্য্যের মত তিনি নিরবচ্ছিন্ন আলো বিতরণ ক'রে চলেছেন, তিনি যত দিচ্ছেন আমরা তা' নিয়েও পারছি না, আমরা সেই চিরপ্রবহমান প্রবল অমৃত-তরঙ্গ-ভঙ্গের মাঝখানে পড়ে' হাবুডুবু খাচ্ছি, একটু ফাঁকে দাঁড়িয়ে আত্মস্থ হ'য়ে বিচার বিশ্লেষণ

করবার মত, জাবর কাটবার মত অবকাশ আমাদের মিলছে না। এক নূতন জগতের কথা, নূতন জীবনের বাণী শাশ্বত চির-নবীন সুরে ঝঙ্কৃত হ'য়ে আমাদের মোহিত ক'রে তুলছে—এই মাত্র জানি। সহস্রচক্ষু তিনি—তাঁর প্রখর প্রদীপ্ত দৃষ্টি স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল, ত্রিভুবন পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্য্যবেক্ষণ ক'রে অতীত বর্ত্তমান ও অনাগতের শেষ প্রান্ত পর্য্যন্ত নিয়ত পরিক্রমারত। তাই তাঁর কথার মধ্যে জোড়াতালি, গোঁজামিল, ধামাচাপা দেওয়া বা আশু কাজ সারতে গিয়ে বিপর্য্যয় সৃষ্টির অপপ্রয়াস নেই। তিনি চান আমাদের নকল জীবনের আমূল পরিবর্ত্তন এবং সেটা আবার আমাদের সনাতন সার্ব্বজনীন বৈজ্ঞানিক ধর্ম্ম, কৃষ্টি ও ঐতিহ্যের দৃঢ় বনিয়াদের উপর—বৃত্তি ও সত্তা, ব্যষ্টি ও সমষ্টি, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যত, আধিভৌতিকতা ও আধ্যাত্মিকতা, ইহকাল ও পরকাল, ভাব ও যুক্তি, বৈশিষ্ট্য এবং সাম্য—ইত্যাদি যাবতীয় দ্বন্দ্বের সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ সুসম সমন্বয় ও সামঞ্জস্যের ভিতর দিয়ে।

এই বৈজ্ঞানিক নিরীক্ষা ও বস্তুবাদের যুগে তিনি বাস্তবতার উপর দাঁড়িয়ে বিজ্ঞানসম্মত যুক্তি বিচারের সাহায্যে আমাদের সামনে তু'লে ধরেছেন—ধর্ম্ম, কৃষ্টি, আদর্শ, বৈশিষ্ট্য, দীক্ষা, বর্ণাশ্রম, দশবিধ সংস্কার, নিত্য পঞ্চ মহাযজ্ঞ, প্রতিলোম বিবাহের নিরসন, অনুলোম বিবাহের প্রবর্ত্তন ইত্যাদির প্রয়োজনীয়তা কি; যে কথাই তিনি বলেন তা'র অন্তর্নিহিত মরকোচ তিনি উদঘাটিত ক'রে দেন—আর এ শুধু নীরস যুক্তিজাল নয়। সত্য, তথ্য, অনুভূতি ও তত্ত্বের এমন প্রাণময়, রস-সমৃদ্ধ, সৌন্দর্য্য-মণ্ডিত, বাহুল্য-বর্জ্জিত, পরিমাপিত, যথার্থ প্রকাশ আর কোথাও দেখেছি ব'লে মনে পড়ে না, এ যেন বিজ্ঞান ও সাহিত্যের শুভপরিণয়। তাই এই অবিকল আত্মপ্রকাশের তাগিদেই তাঁকে বহু নূতন শব্দ আবিষ্কার করতে হ'য়েছে। তা'ছাড়া আমরা যে ভাবে শব্দগুলিকে ব্যবহার করতে অভ্যস্ত, তাঁর বেলায় সে ক্ষেত্রে একটা বিশিষ্ট রীতি আছে, তিনি সাধারণতঃ প্রত্যেকটি শব্দের ধাতুগত ব্যুৎপত্তির দিকেই জোর দেন। যাঁরা তাঁর কথিত বাণীর অর্থ সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করতে চান, তাঁরা যদি ধাতুগত ব্যুৎপত্তির দিকে লক্ষ্য দেন তা' হ'লে বিশেষ উপকৃত হবেন। আরো কথা এই যে, বহুপ্রচলিত শব্দ তাঁর কাছে এক বিশিষ্ট অর্থ বহন করে—সেও অবশ্য ঐ ধাতুর উপর দাঁড়িয়েই। আমাদের ইচ্ছা সেই সমস্ত শব্দের বিশিষ্ট অর্থ সহ একটা অনুক্রমণিকা প্রকাশ করবার। তা' করতে পারলে সাধারণত পাঠকের অনেক সুবিধা হবে।

শ্রীশ্রীঠাকুরের গদ্যেরও একটা বিশিষ্ট ছন্দ আছে, স্বকীয় ভঙ্গী আছে,—তা'কে অবিকৃত রাখবার জন্য পঙ্‌ক্তি-বিন্যাস ও বিরাম চিহ্নপ্রকাশ খুব সাবধানতার সঙ্গে

করা প্রয়োজন। অজ্ঞতা ও অনভ্যস্ততার দরুন শ্রুতিলিখন কালে এবং পরে এদিকে দিয়ে এবং অন্য বহু দিক দিয়ে আমার বহু ত্রুটী থেকে যায়। পরমপূজনীয় ঋত্বিগাচার্য্যদেব এবং একান্ত শ্রদ্ধাভাজন শ্রীযুত শরৎ দা, ননী দা, চুনী দা, বীরেন দা, কিরণ দা, নিরাপদ দা প্রভৃতি কঠোর পরিশ্রমে সেগুলি শুদ্ধ ক'রে দিয়েছেন। শ্রীযুত বিমল দা ও অজয় দা সূচী প্রণয়নে সাহায্য করেছেন, শ্রীমান নিখিল ভাই পাণ্ডুলিপি খানিকটা লিখে দিয়েছেন, সূচীও তৈরী করেছেন। সকলের সমবেত প্রয়াস ব্যতীত এ পুস্তকগুলি এত তাড়াতাড়ি প্রস্তুত করা যেত না।

এই ভূমিকা প্রসঙ্গে আরো কয়েকটী বিষয় জানাবার আছে। পূর্ব্বেই বলেছি যখন যেমন বিষয়, ব্যাপার, ঘটনা বা প্রয়োজন উপস্থিত হয়, তখন সেই সূত্র ধ'রে যা' বক্তব্য তাইই শ্রীশ্রীঠাকুর ব'লে যান—তাই বিষয়বস্তু হিসাবে কোন একটা বিষয়ের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে ধারাবাহিক ভাবে ক্রমপারম্পর্য্যে যে বলা তা' কিন্তু এ ক্ষেত্রে তিনি বলেন নি। তবে পাঠক সাধারণের সুবিধার জন্য তাঁর ইদানীন্তন বিভিন্ন সময়কার বিভিন্ন উক্তিগুলিকে আমরা শ্রেণী-সন্নিবিষ্ট ক'রে পর্য্যায়ানুপাতিক পরিবেষণ করেছি মাত্র। গত তিন বৎসরে পূর্ব্বোক্ত প্রকাশে শ্রীশ্রীঠাকুর তিন সহস্রাধিক লেখা দিয়েছেন—তারই ১৫৫৬টী বাণী নিয়ে এখন ছয় খানি বই সঙ্কলিত হ'চ্ছে। বাণীগুলির মধ্যে ছোট বড় দুইরকম ভাগ করা হ'য়েছে। ছোটগুলি থেকে হ'য়েছে তিন খণ্ড বই—তা'র নাম দেওয়া হ'য়েছে "শাশ্বতী" এবং বড়গুলি থেকে হ'য়েছে আর তিন খানা বই—তা'র নাম দেওয়া হ'য়েছে, "সম্বিতী"। শাশ্বতী ও সম্বিতী নাম দু'টী সত্যিই সার্থক, কারণ 'শাশ্বতী'তে আমাদের জীবন চলনার শাশ্বত-নীতিই অল্প কথায় সূত্রাকারে, কার্য্যকারণ সহ বলা হ'য়েছে—শাণিত ক্ষুরধার সে বাণী, চরম কথা মোক্ষম ক'রে বলা। আর 'সম্বিতী'তে আছে জটিল সমস্যাগুলির বিশদ, বিস্তৃত, গূঢ়, গভীর চুলচেরা বিবরণ, বিশ্লেষণ ও সমাধান,—যা' বস্তু, বিষয় বা ব্যাপারের অলিগলি—আনাচ-কানাচ ও গোপন গুহার লুক্কায়িত প্রদেশে আলোক সম্পাত ক'রে আমাদের চকিত চেতনায় সঞ্চালিত ক'রে তোলে।

হ্যাঁ! যে কথা বলছিলাম—তিনি ইদানীং যা' বলেছেন তাইই শ্রেণীবিন্যাস ক'রে যথাসম্ভব পর্য্যায়ানুপাতিক গ্রথিত করা হ'য়েছে—শিক্ষা, শিল্প, স্বাস্থ্য, সমাজ, ধর্ম্ম-কর্ম্ম, সাধনা, রাজনীতি, অর্থ-নীতি, বিধি, নীতি—ইত্যাদি নানা অধ্যায়ে। বিষয়বস্তু হিসাবে প্রশ্নোত্তর ছলে এবং ছড়ায় শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাবধারা 'নানা প্রসঙ্গে', 'কথা প্রসঙ্গে', 'ইস্‌লাম প্রসঙ্গে', 'নারীর নীতি', 'নারীর পথে', 'অনুশ্রুতি' ইত্যাদি পুস্তকে অনেকখানি

বিধিবদ্ধ প্রণালীতে বিষয়ের বিভিন্ন দিকে লক্ষ্য রেখে প্রকাশ করা হ'য়েছে। তাই বর্ত্তমানের এই অধ্যায় বিভাগ দেখে কেউ যেন মনে না করেন ঐ ঐ বিষয়ে শ্রীশ্রীঠাকুরের যা' কিছু উক্তি এখানে সন্নিবিষ্ট আছে। ফল কথা, বিষয় হিসাবে বিষয়ের সুসম্পূর্ণ বক্তব্য এখানে ফুটে' ওঠেনি, তদ্বিষয়ে তাঁর আরো অনেক উক্তি বিভিন্ন পুস্তকে ছড়িয়ে আছে, এবং পরে আরো পাওয়া যাবে। পূর্ব্বে প্রদত্ত ভাবধারার অনেক কিছুর পুনরুল্লেখ, অনুল্লেখ, বিশদ ব্যাখ্যা, গভীরতর ও আরোতর সম্প্রসারণ ও পরিণতি এগুলির ভিতর পরিলক্ষিত হ'বে। সাধারণতঃ এগুলি জীবন চলনার অভিধান-স্বরূপ, সমস্যা-পীড়িত মানুষ এ থেকে পাবে প্রয়োজন মত পথ-নির্দ্দেশ ও দিগ্‌দর্শন, এবং তা'রই জন্য আমরা সূচী সংযোজিত ক'রে দেবার চেষ্টা করছি—যাতে প্রসঙ্গক্রমে যখন যে উক্তিটি প্রয়োজন, তখনই সেটা সহজেই বের করা যায় এই বিপুল বাণী-প্রস্রবণের ভিতর থেকে। যাঁরা বিশিষ্ট বিষয়ে সম্যক্ ভাবধারা সম্বন্ধে পুরোপুরি পরিচয় লাভ করতে চান, তারা বিভিন্ন পুস্তকে সন্নিবিষ্ট তত্তৎ-বিষয়ক উক্তি যদি পাঠ করেন তা' হ'লে উপকৃত হবেন।

এই বইগুলিতে আব্রহ্মস্তম্ব পর্যন্ত কত স্তরের কত কথাই যে তিনি পই পই ক'রে বলেছেন, কত বিষয়ে যে আমাদের ভুল ভাঙ্গিয়েছেন, কত সমস্যাই যে তিনি জলের মত সহজ ক'রে দিয়েছেন—তা' ব'লে শেষ করা যায় না। মানুষের মঙ্গলের জন্য যা' তিনি সত্য ব'লে বোঝেন—অসহ্য সম্বেগে, উগ্র আবেগে, প্রাণের তাড়নায়, নিজস্ব রকমে ব'লে যান, কোন সাহিত্যিক খতিয়ান নেই তাঁর তাতে। সাহিত্য হিসাবে শ্রীশ্রীঠাকুরের এই বাণীগুলির স্থান কোথায় মহাকালই তা' বিচার করবেন। আমরা শুধু এইটুকু জানি—ভাব, ভাষা, ছন্দ, ঝঙ্কার, রূপ, রস, কথা, ছবি, বস্তু, তত্ত্ব, অনুভূতি, আবেগ, গভীরতা ও সলীলতার এমন বিস্ময়কর সঙ্গতি আমাদের কখনও চোখে পড়ে নি। অমিত শক্তিধর, রূপদক্ষ শিল্পী ও স্রষ্টার অমোঘ, অভ্রান্ত স্পর্শ ও নিদর্শন তাঁর লেখার অঙ্কে অঙ্কে ছত্রে ছত্রে ফুটে' উঠেছে। সবারই অজানিতে, লোকচক্ষুর অন্তরালে দুর্ব্বার প্রেরণা-সন্দীপী, বলিষ্ঠ, সমৃদ্ধ এক নবীন সাহিত্য অপূর্ব্ব সুর ঝঙ্কারে, অনুপম রাগরঞ্জনায়, অভিনব ভাববিভঙ্গে উদ্ভিন্ন হ'য়ে উঠছে—বিশ্ব সমস্যা-সমাধানী অমর সম্পদ বুকে নিয়ে। আমরা যত কেন্দ্রায়িত উৎসমুখী চলনে অভ্যস্ত হব, আত্মজিজ্ঞাসা ও আত্মশুদ্ধির আকুতি আমাদের যত পেয়ে বসবে ততই তৎপ্রদত্ত বাণীর মর্ম্মগত মৌলিকতা, গূঢ়তা, গাম্ভীর্য্য ও সৌন্দর্য্য উপলব্ধিতে সমর্থ হব। তিনি যা' কিছু বলেন, তা' তাঁর ভূয়োদর্শন-প্রসূত, প্রত্যক্ষ অনুভূতি ও অভিজ্ঞতা নিঙ্‌ড়ান নির্য্যাস। পুঁথিপড়া

জ্ঞান তাঁর নেই, তাঁর সব কিছু বলা ঐশী ইঙ্গিতে। এত বড় ঋদ্ধ অবদানের কর্ত্তা হ'য়েও তিনি সব সময় অকর্ত্তা—একটা সহজ, নির্লিপ্ত, নিরহঙ্কার ভাব তাঁর মধ্যে সর্ব্বদাই প্রকট হ'য়ে আছে। তিনি বলেন—"আমি যে বলি, কিন্তু এর উপর আমার কোন আধিপত্য নেই, যখন আসে, পরমপিতা যখন দেন, তখন বলতে পারি, ইচ্ছা ক'রে কিছু বলতে পারি না।" ভগবৎ-প্রেরণা-প্রসূত ব'লে এই মুক্ত, দীপ্ত, বলিষ্ঠ, অনন্তাভিমুখী মহাজীবনের বাণী এমন ক'রে আমাদের জীবনের মূলে নাড়া দেয়, জাতির নিরুদ্ধ শক্তিকে শত ধারায় সুচালিত ক'রে তোলে, দৃষ্টি-ভঙ্গী, চিন্তা, চলন, জীবন দর্শন সব কিছুতেই নিয়ে আসে এক মহাভাববিপ্লব। এ যেন ভারতের অন্তরাত্মার বাণী, যা' কি না যুগে যুগে ঋষির কণ্ঠে বিঘোষিত হ'য়েছে—কিন্তু এত খুঁটীনাটী ক'রে এত ব্যাপক ও গভীর ভাবে ব্যষ্টিজীবন হ'তে সমষ্টিজীবন পর্য্যন্ত অনন্ত বিশ্বজীবনের বহু বিস্তৃত সর্ব্বাত্মক পটভূমিতে সর্ব্বাবস্থায় সর্ব্বস্তরে প্রয়োজনীয় যাবতীয় যা'কিছু নির্দ্দেশ সনাতন পরিপ্রেক্ষায় এমন তন্ন তন্ন ক'রে, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আর কোথায়ও দেওয়া আছে ব'লে জানা নেই।

অনেকে ব'লে থাকেন শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাষা কঠিন। আমরাও সেই বুদ্ধিতে অনেক সময় তাঁর ভাষার কাঠিন্য সরল ক'রে তুলতে ব্যর্থ চেষ্টা করতে কসুর করি নি। যেখানেই সরল করতে চেষ্টা করেছি, সেখানেই দেখতে পেয়েছি, তাঁর মূল বক্তব্যের অনেকখানি কথাই বাদ পড়েছে, কিম্বা তাঁর ভাবটা অবিকৃত রাখতে গিয়ে দু'লাইনের লেখাটা পাঁচ লাইনে পরিণত হ'য়েছে—তখন তা' হ'য়ে গেছে নির্জ্জীব—তার ভিতর সে জোর নেই, নেই সে প্রেরণার প্রাণবীজ—সেই উচ্চেতনী মন্ত্র শক্তি, তখন সে পণ্ডপ্রয়াস ছেড়ে দিয়েছি। এমন কি একটা শব্দ পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তন করতে গিয়ে আমরা ব্যর্থকাম হ'য়েছি, হয়ত' আধ ঘণ্টা চেষ্টার পর বুঝতে পেরেছি, ও জায়গায় ঐ বিশিষ্ট শব্দটাই একমাত্র বাচক। কথঞ্চিৎ কাঠিন্যের আর একটা কারণ এই যে, সব জায়গায়ই তিনি মরকোচ উদঘাটিত করতে চেষ্টা করেছেন, কোন একটা জিনিষ কেন ভাল, বা কেন মন্দ, তা' তিনি কার্য্যকারণ সহ চূড়ান্ত বিশ্লেষণ ক'রে দেখিয়েছেন—এর উদ্দেশ্য মানুষের বোধি ও প্রত্যয়কে উদ্বোধিত ক'রে তাকে সৎপ্রণোদনায় প্রদীপ্ত এবং অসৎ নিরোধ ও পরিহারে কৃতসংকল্প ক'রে তোলা।

এত সব গভীর জিনিষ যে কি হৈ-হল্লা, গোলমাল ও বাধা-বিঘ্নের ভিতর দিয়েছেন—তা' ভেবে অবাক্ হ'য়ে যেতে হয়। প্রেরণা বা প্রয়োজনের তাগিদে তিনি হয়ত' একটা বাণী দিতে সুরু করেছেন—এত উচ্চ গ্রামে, এমন মিহি পর্দ্দায় কথা

চলেছে, যে শ্বাস প্রশ্বাসটাকেও একটা বাধা মনে হয়, ঠিক তখনই হয়ত পাশে একটা ছেলে গলা পঞ্চমে চড়িয়ে কেঁদে উঠলো, কিম্বা এক দল শিশু খেলতে খেলতে অট্টহাসি সুরু ক'রে দিল, অবুঝ এক দল অদূরেই তুমুল ঝগড়া লাগাল, অথবা কেউ পট ক'রে এসে বল্‌ল, 'বাবা! আমার ত' এ বেলা খাবার কিছু নেই''—''খোকার নিউমোনিয়া হ'য়েছে, ডাক্তার বল্‌ছে পেনিসিলিন দিতে, কি করব?''—ইত্যাদি। এ ছাড়া ব্যাধিজীর্ণ দেহের ক্লেশ এবং অসংখ্য লোকের শারীরিক ও মানসিক দুঃখ দুর্দ্দৈবের দুর্ব্বহ বোঝা ত' তাঁর মাথার উপর সব সময় চেপেই আছে। এত বিক্ষেপের মধ্যে সূক্ষ্মভাবধারাকে অবলম্বন ক'রে অন্তর্নির্বিষ্ট নিক্ষিপ্ত, বিচিত্র বাক্যাবলি সম্বলিত ২০।২৫ লাইন পর্য্যন্ত দীর্ঘ এক একটি জটিল বাক্য কেমন ক'রে নির্ভুল ভাবে ব'লে যান তা' ভাবতে গেলেও বিস্ময়ের অবধি থাকে না।

স্নেহাতুরা জননীর মত বেদনাদীর্ণ বিহ্বল ব্যাকুলতায় সদা উদ্বিগ্ন হৃদয় নিয়ে তিনি বসবাস করেন—তাঁর একমাত্র ধান্ধা, কেমন ক'রে তিনি পথভ্রান্ত মানব জাতির প্রতিপ্রত্যেকটী ব্যষ্টিকে শতলক্ষ হস্তে আগলে ধ'রে তাকে কলস্রোতা কল্যাণের কিনারায় উত্তীর্ণ ক'রে দেবেন—তাই দেখতে পাই শত ঝঞ্ঝার মাঝখানে ব'সে আত্মসমাহিত যোগেশ্বরের মত তিনি অমরার অমৃত পরিবেষণ ক'রে চলেছেন, তৃষিত মানবকুলকে ধন্য ও তৃপ্ত করার জন্য। ক্লান্তি নেই, ক্ষান্তি নেই। মনে পড়ে একদিন খুব অসুস্থ অবস্থায় একটি বাণী দেবার পর মুখে হাত দিয়ে কাতর কণ্ঠে বল্‌ছিলেন— ''আমার শরীরের অবস্থা এমন, মনে হয়, শেষ নিঃশ্বাস আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে, তবু ভাবি আমার যত কষ্ট হয় হোক, আমার যা' দেবার আছে দিয়ে যাই, এতে যদি একটা লোকেরও উপকার হয়, সেই-ই আমার লাভ।'' আবার কত সময় আত্মপ্রসাদের সঙ্গে বলেন—''যা দিয়ে গেলাম, চলতে যদি চায় মানুষ, এই দেখে চললে, খানা খন্দে, গর্ত্তে আর পড়বে না।''

এই লেখাগুলির নেপথ্যে তরঙ্গায়িত লীলা-চঞ্চল, করুণ-মধুর, ক্ষুব্ধ-উদ্বেল, জীবন্ত বাস্তব, বৈচিত্র্যের যে বিপুল পটভূমি রয়েছে তা' মনে হ'লে স্তম্ভিত হ'তে হয়। কেউ হয়ত' দুরন্ত আক্রোশ, অভিমান ও ঈর্ষায় দিশেহারা উৎক্ষিপ্ত হ'য়ে তাঁর কাছে এসে নানা অভিযোগ সুরু করে দিল, তিনি কান পেতে সব শুনলেন—তারপর টুক্ ক'রে একটি লেখা দিলেন, লেখাটি শুনে সে লজ্জায় ম্রিয়মান হ'য়ে তখন তখনই নিজের ত্রুটি স্বীকার ক'রে আত্মসংশোধনে তৎপর হ'লো। বিশেষ ক্ষেত্রে কারউ ব্যবহার হয়ত' অসমীচীন হ'য়েছে—তিনি একটী লেখা দিলেন যে সেইটী শোনামাত্র তা'র খেয়াল

হ'লো এবং সে বুঝে নিল অমনতর স্থলে তার কি করণীয়। কত জন কত একদেশদর্শী মতবাদ নিয়ে তাঁর সঙ্গে আলাপ আলোচনা সুরু করেছে, সোনার টুক্‌রোর মত তাঁর এক একটা বাণী ঘুচিয়ে দিয়েছে তাদের ভুল, বুঝতে পেরেছে তারা, তাদের মতের অসম্পূর্ণতাই বা কোথায় আর পরিপূর্ণতাই বা কিসে। হতাশায় বুক ভেঙ্গে গেছে যার তাকে দেখে এমন হয়ত' একটা বাণী দিলেন, সে শোনা মাত্র সঞ্জীবিত ও উদ্দীপ্ত হ'য়ে উঠলো; একজন হয়ত' প্রবৃত্তির কোলে গা' ঢেলে দিয়ে চলেছে, সে কিছু না বলতেই একটা লেখা বেরিয়ে এল তাঁ'র ব্যাধির নিদান ও নিরাকরণ সহ, পরস্পর বিদ্বেষপরায়ণ বিরোধী দুই পক্ষ এলো একটা হিংস্র-দ্রোহ-বিদ্ধভাব নিয়ে, তাঁর একটি বাণীই হয়ত' তাদের মধ্যে মিলনসূত্র রচনা ক'রে তুললো, অজান্তে উভয়ের আঁখিপল্লব মমতাদীপ্ত প্রীতির অশ্রু-সায়রে নেমে উঠলো, গাঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ হ'লো পরস্পর। এই ভাবের কত অঘটন যে ঘটতে দেখেছি চোখের সামনে তা' ব'লে শেষ করা যায় না। দু'টি নয়নভরে নিয়ত দেখেছি, দেখ্‌ছি—কেমন ক'রে "পলকে পলকে মৃত্যু ওঠে প্রাণ হ'য়ে ঝলকে ঝলকে"—তাঁরই পুণ্যলীলা-লসিত, মাধুর্য্য-মণ্ডিত, আনন্দঘন মুহূর্ত্তগুলি অক্ষয় হ'য়ে আছে অন্তরের মণিকোঠায়, লেখাগুলি যখন পড়া যায় সেই সব মধুময় স্মৃতি মনের আঙিনায় আবার ভিড় ক'রে আসে।

সুধাবর্ষণ চলেছেই, বিরাম নেই। গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত, বসন্ত, সকাল, দুপুর, সন্ধ্যা, নিশীথ, নিবিড় কালো আঁধার, জ্যোৎস্না-প্লাবিত স্নিগ্ধ রাত্রি, শাওণের অঝোর ঝরা পড়ন্ত বেলা—কখনও তাঁর বিশ্রাম নেই। মহুয়ার গন্ধে ভরা কাঁকর বেছান, পাহাড় ঘেরা, ধূসর দিগন্তের প্রান্তে, লাল মাটীর দেশে, যুগ যুগান্ত সাধু-সেবিত পুণ্যতীর্থ বৈদ্যনাথধামের কোলে, আম, জাম, পেয়ারা, বেল ও অশ্বত্থ গাছের তলায় আমাদের এই বড়াল বাংলো—এইখানেই তিনি থাকেন—সেই পাবনা থেকে আসার পর অবধি—১৯৪৬ সালের ২রা সেপ্টেম্বর থেকে। এখানে ব'সেই লেখাগুলি দেওয়া। শ্রুতিলিখনগুলি ব'লে গিয়ে সেগুলি যে আবার কতজনকে শোনাতে বলেছেন তার অন্ত নেই, যতবার পড়া হ'য়েছে ততবার ঐ প্রসঙ্গে আলোচনা চলেছে, তার ভিতর দিয়ে আবার লেখা বেরিয়েছে। শুধু কি বসে' বসেই লেখা দিয়েছেন? হাঁটতে, চলতে, বেড়াতে বেড়াতে ও কথাচ্ছলে কত লেখা দিয়েছেন, এমন কি স্নানাহারের সময়ও বহু লেখা দিয়েছেন। কি মধুর, মনোমুগ্ধকর, অনবদ্য সুন্দর সে আলাপ আলোচনা! উপমাচ্ছলে গল্প বলা, আর তারই ফাঁকে ফাঁকে বাণী দেওয়া। সত্যি তাঁর পায়ের তলে অপূর্ব্ব মনে হয় জীবনের স্বাদ, এক স্বর্গসুবাসিত সুখবেঘোরে দিনরাত কোথা দিয়ে যায়

ঠাওরই পাওয়া যায় না। দিন যায়, সপ্তাহ আসে, সপ্তাহ যায়, মাস আসে, মাস যায় বর্ষ আসে, মনে হয়—এই ত' সেদিন। তাঁর সান্নিধ্যের তড়িৎ-সংঘাতে ক্ষণে ক্ষণে খুসীতে থর থর ক'রে কাঁপতে থাকে শরীরের প্রত্যেকটি কোষ অনুকোষ, মনে হয় স্বপ্ন-রঙীন এই মোহন পরিবেশে জন্মজন্মান্তর তাঁকে নিয়ে দিব্য আনন্দে মসগুল, মাতোয়ারা হ'য়ে কাটিয়ে দিই।

অসুস্থ অবস্থায় তাঁর কাছে এসে দেখা যায়, লেখা ও আলাপ-আলোচনা যখন সুরু হয়, শরীরের কষ্ট কোথা দিয়ে কোথায় উড়ে যায়! মন খারাপ নিয়ে তাঁর কাছে এসে বসলে আলাপ আলোচনা ও লেখার আবহাওয়ায় কোন্ মুহূর্ত্তে সে ভাব কেটে যায়—মালুমই হয় না। অনেকেই এমনতর অনুভব করেন। বাণীগুলি বহুলাংশে আলোচনায় প্রকাশিত হয়েছে। বিশিষ্ট বহু লোকের মুখে শুনেছি—উচ্ছ্বসিত আবেগে তাঁরা বলেন—"তাঁর এই লেখাগুলি পড়ারই একটা বিশেষ প্রভাব আছে। নিবিষ্ট মনে কিছুক্ষণ পড়তে পড়তে আপনা থেকেই মনটা শান্ত, সমাহিত ও প্রেরণা-সমুজ্জ্বল হ'য়ে ওঠে, কেন্দ্রস্থ হ'য়ে বিমুগ্ধ অন্তরে নিমীলিত নেত্রে ধ্যানে ডুবে যেতে ইচ্ছা করে, কিম্বা সম্বেগোদ্দীপ্ত অনুরাগের উৎসারণায় প্রাণটা মুহূর্ত্তেই মেতে ওঠে, নেচে ওঠে, ঝলমল ক'রে ওঠে, হুঙ্কার দিয়ে ওঠে—মনে হয় এই বিশ্বপ্লাবিনী অমৃতধারায় অভিষিক্ত হ'য়ে বিজলী-জ্যোতির মত দুর্নিবার বেগে ছুটে' চলি দেশে দেশে ঘরে ঘরে, প্রাণে প্রাণে তাঁর আগুন ছোঁয়া পরশ লাগিয়ে দিতে।" প্রকৃত প্রস্তাবে জীবন বৃদ্ধি, সৎচিন্তা, সৎকর্ম্ম, সৎসঙ্কল্প ও বিশ্লেষণাত্মক আত্ম নিয়ন্ত্রণের নেশায় মাতাল ক'রে তুলতে লেখাগুলি অদ্বিতীয়—তাই আমাদের মনে হয় নিত্য বেদাভ্যাস ও স্বাধ্যায় হিসাবে সর্ব্বত্র এগুলির পঠন ও প্রয়োগ একান্ত বাঞ্ছনীয়। তা' যদি চলে, অলক্ষ্যে নিঃশ্রেয়সী অভ্যুদয়ের কনকরেখা দিগন্তকে উদ্ভাসিত ক'রে তুলবে।

আজ জগৎ জুড়ে' দুর্য্যোগের নিবিড় আঁধার ঘনিয়ে এসেছে, বহু দুঃখে আজ দেশের বুক ভারাক্রান্ত, বহু গ্লানিতে জাতির হৃদয় জর্জ্জরিত, ভারত-ভূমি আজ বিচ্ছিন্ন, গৃহহীন, সহায় সম্পদহীন বাস্তুহারা, সর্ব্বস্বান্ত, অগণিত নরনারী আজ বিশ্বের দুয়ারে ভিক্ষুকের বেশে অনির্দ্দেশ যাত্রার মহামিছিলে মিলিয়ে গেছে, তারা আজ নিঃশেষে দেউলিয়া, তাদের সংসার ভেঙ্গে গেছে, সমাজ জীবন এলিয়ে পড়েছে, অর্থনৈতিক ভিত্তি বিপর্য্যস্ত, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বনিয়াদ বিধ্বস্ত ও ধূলিসাৎ। আবার ভারতের দিকে দিকে আজ ধ্বংসের কালভেরী বেজে উঠেছে, তার মনের আকাশে অমানিশার নিকষ কালো থম্ থম্ করছে। ধর্ম্ম, কৃষ্টি, আদর্শ, বৈশিষ্ট্য, সহানুভূতি, সহযোগিতা ও

সংহতির সৃজনী আবেগ তা'দের আজ আর আকৃষ্ট করে না। প্রবৃত্তির হাতছানিতে ছোট বড় সকলে আজ মরণ মহোৎসবে মেতে উঠেছে, এই মৃত্যু-মাতাল ফেনিল উচ্ছ্বসিত তরঙ্গ আজ রোধ করবে কে? এই মহা শ্মশানের বুকে কে শোনাবে আজ জীবনের জয়গান? তাই ত' বলি, নৈশ তিমির যখন মসীকৃষ্ণগাঢ়তায় জমাট হ'য়ে ওঠে, ঠিক সেই লগ্নেই তার বুক চিরে আলোকোজ্জ্বল অরুণোদয়ের আভাস দেখা যায়। আজ নৈরাশ্যের চরম সীমানায় এসে জাতি ও জগৎ, সভ্যতা ও সংস্কৃতি যখন মুমূর্ষু, তার যখন নাভিশ্বাস উঠেছে—সেই মুহূর্ত্তেই বিশ্বসভা যেন এই লোকপাবন বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ সন্তানের বিশিষ্ট সভায় কেন্দ্রীভূত হ'য়ে তিলে তিলে, পলে পলে, দণ্ডে দণ্ডে অজস্র সহস্র ভাবে বাঁচার সঞ্জীবনী মন্ত্র পরিবেষণে, বিপন্ন, বিড়ম্বিত, আশাহত মানবতাকে পাপ ও প্রবৃত্তির পঙ্ককুণ্ড হ'তে উত্তোলিত ক'রে হিংসা, দ্বেষ ও শোষণমুক্ত, বৈশিষ্ট্যবান বিশ্বমৈত্রী ও ব্রাহ্মী মহিমার উদার উদাত্ত লোকে স্বারাজ্যে পুনঃস্থাপিত করতে স্বতঃ-সঙ্কল্পে ব্রতী হ'য়েছেন। বিশ্বের গণচেতনা আপন ধর্ম্ম ও পরিপূর্ণ ব্যক্তিত্বের প্রকাশের জন্য আজও ভারতের মুখাপেক্ষী, যদিও সে এ বিষয়ে সম্যক্ সচেতন নয়। ঋষি কবি রবীন্দ্রনাথ পৃথিবী হ'তে বিদায়ের প্রাক্কালে বর্ত্তমান সভ্যতার এই সংকটের সম্মুখেই ঘোষণা করে গেছেন—"ঐ মহামানব আসে"। আর আগত তিনিই নিখিলের একমাত্র আশ্রয়, নানা বাদ-বিধ্বস্ত পৃথিবীর বুকে মানুষের ত' আর কোন পথ নাই। যাঁ'কে গণমানস বা গণচেতনা আখ্যা দেওয়া হ'য়েছে, তারই প্রপূরণী সংহতরূপ ও মূর্ত্ত প্রকাশ এই "মহামানব"—এবং তিনি এক, অদ্বিতীয়, অনুপম। তাঁর রহস্যঘন অতলস্পর্শ, অপ্রমেয়, অপার মহিমার পরিমাপ করবে কে? পরম প্রেম, চরম তত্ত্ব ও বিশ্ববিধানের অন্তর্নিহিত কারণ-সত্তার রূপায়িত শ্রীবিগ্রহ তিনি, অনন্ত সত্য, শিব, সুন্দরের আত্মরূপ ও জীয়ন্ত স্বতঃ-প্রকাশ তিনি, ক্ষর ও অক্ষর, সীমা ও অসীম, মানবত্ব ও ভগবত্ব, সৎ, চিৎ ও আনন্দের মূর্ত্ত মিলন বেদী তিনি, সৃজন প্রগতির আদ্যন্ত তাঁর নখদর্পণে, সেই জ্যোতির্ম্ময় মহাপ্রকাশ সৃষ্টির এক পরম বিস্ময়, বুদ্ধি তাঁর পার পায় না, লৌকিক বিদ্যা ও বিজ্ঞান তাঁর মর্ম্মকেন্দ্রের সন্ধান না পেয়ে দেউড়ী থেকেই কেঁদে ফিরে আসে, তাই মানুষ তাঁকে ভক্তিবিনম্রচিত্তে লোকপিতা পুরুষোত্তম ব'লে পূজা করে—আর তাঁরই মধ্যে খুঁজে পায় তাদের বাঞ্ছিত স্বর্গ। সর্ব্বময়, সর্ব্বরূপ এই পুরুষোত্তমের অনুবর্ত্তনই হবে ভারত তথা বিশ্বের বিধিনির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য, এবং সেই সাধনার সম্প্রসারণ ও সিদ্ধিই হবে বিংশ শতাব্দীর যুগধর্ম্ম। বিপদ বা প্রলোভন যত বৃহৎই হো'ক, আমরা যেন এই মহা দায় ও দিব্য দায়িত্ব পলকের তরেও বিস্মৃত না হই। মানবের অন্তর-পুরুষ এই পুরুষোত্তম আজ বিশ্বের অন্তর মথিত ক'রে, আকুল আহ্বানে বল্‌ছেন—

"মা ম্রিয়স্ব, মা জহি,
শক্যতে চেৎ মৃত্যুমবলোপয়"

—এবং তারই অভ্রান্ত পন্থা-সম্বলিত এই পরম অবদান শ্রদ্ধাভিনন্দনায় জীবনের পরতে পরতে গ্রহণ ক'রে আমরা যেন ধন্য হ'তে পারি, ভাঙ্গা হাটে আবার যেন নবীন সৃজন-কল্লোলে সঙ্গতির সুষমা ও সমন্বয়ের ছন্দ ফুটিয়ে তুলতে পারি, আবার যেন হারিয়ে যাওয়া জীবন সূত্রটী খুঁজে পেতে পারি, তবেই সেই ব্যথাহারীর বেদনা ঘুচবে, মুখে তাঁর আবার হাসি ফুটবে, সেদিন সপ্তসিন্ধুর কুলে কুলে লক্ষকোটী নরনারী সমস্বরে, উল্লসিত কলকণ্ঠে গেয়ে উঠবে—বন্দে পুরুষোত্তমম্—শান্তি! শান্তি! শান্তি!

বড়াল বাংলো, দেওঘর
রথযাত্রা, ২১শে আষাঢ়, ১৩৫৮
৬ই জুলাই, ১৯৫১, শুক্রবার।

ইতি—
শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাস

ভূমিকা

পরমপ্রেমময় শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র দেওঘরে আসার পরই বিভিন্ন বিষয়ের উপর যেসব বাণী দেন, তা'র মধ্যে ৫৪৩টি বাণী নিয়ে তিন খণ্ডে প্রকাশিত হয় সম্বিতী গ্রন্থ। তাঁর বর্ত্তমান জন্মশতবর্ষে (ইং ১৯৮৭) সম্বিতী তিন খণ্ড একত্রিত ক'রে সম্পূর্ণ অখণ্ড সংস্করণ রূপে প্রকাশিত হ'ল।

মানবজীবনের অপরিহার্য্য বিষয়মালা-সমন্বিত এই গ্রন্থ বহু প্রচারিত হ'য়ে জনসমাজে আনুক স্বস্তি, শান্তি ও প্রগতি, পরমদয়ালের রাতুল চরণে এই আমাদের প্রার্থনা।

সৎসঙ্গ, দেওঘর
১৫ই শ্রাবণ, ১৩৯৪

প্রকাশক

দ্বিতীয় অখণ্ড সংস্করণের ভূমিকা

'সম্বিতী'র অখণ্ড দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হ'ল। মানবজীবন—চলনায় এই মহাগ্রন্থের নব সংস্করণও পূর্ব্ববর্ত্তী সংস্করণের ন্যায় সমাদৃত হোক পরম দয়ালের শ্রীচরণে এই প্রার্থনা।

বন্দে পুরুষোত্তমম্

সৎসঙ্গ, দেওঘর
শুভনববর্ষ, ১৪০৯

প্রকাশক

সূচীপত্র

মা ম্রিয়স্ব,—

মা জহি,—

শক্যতে চেৎ

মৃত্যুমবলোপয়।

মরো না, মেরো না, যদি পার মৃত্যুকে অবলুপ্ত কর।

সত্তা সচ্চিদানন্দময়—
অসৎ-নিরোধী স্বতঃই,
সচ্চিদানন্দের পরিপোষক যা' তা-ই ধর্ম্ম,
ধর্ম্ম মূর্ত্ত হয় আদর্শে—
আদর্শে দীক্ষা আনে অনুরাগ,
অনুরাগ আনে বৃত্তি-নিয়ন্ত্রণ,
বৃত্তি-নিয়ন্ত্রণ আনে ধৃতি,
ধৃতি আনে সহানুভূতি,
সহানুভূতি আনে সংহতি,
সংহতি আনে শক্তি,
শক্তি আনে সম্বর্দ্ধনা;
আর, ধৃতি আনে প্রণিধান,
প্রণিধান হ'তেই আসে সমাধি—
আবার, সমাধি হ'তেই আসে কৈবল্য—
তৃষ্ণার একান্ত নির্ব্বাণ—
মহাচেতন-সমুত্থান!

পঞ্চবর্হিঃ*

একমেবাদ্বিতীয়ং শরণম্
পূর্ব্বেষামাপূরয়িতারঃ প্রবুদ্ধাঃ ঋষয়ঃ শরণম্
তদ্বর্ত্মানুবর্ত্তিনঃ পিতরঃ শরণম্
সত্তানুগুণা বর্ণাশ্রমাঃ শরণম্
পূর্ব্বাপূরকো বর্ত্তমানঃ পুরুষোত্তমঃ শরণম্
এতদেবার্য্যায়ণম্
এষ এব সদ্ধর্ম্মঃ
এতদেব শাশ্বতং শরণ্যম্।

একমেবাদ্বিতীয়ের শরণ লইতেছি
পূর্ব্ব-পূরণকারী প্রবুদ্ধ ঋষিগণের শরণ লইতেছি
তদ্বর্ত্মানুবর্ত্তী পিতৃগণের শরণ লইতেছি
সত্তানুগুণ বর্ণাশ্রমের শরণ লইতেছি
পূর্ব্ব-পূরক বর্ত্তমান পুরুষোত্তমের শরণ লইতেছি
ইহাই আর্য্যায়ণ—
ইহাই সদ্ধর্ম্ম—
আর ইহাই শাশ্বত শরণ্য।

ঃ ঃ ঃ ঃ ঃ ঃ

* হিন্দুমাত্রেরই এই পঞ্চবর্হিঃ বা পঞ্চাগ্নি স্বীকার্য্য—তবেই সে হিন্দু, হিন্দুর হিন্দুত্বের সর্ব্বজন গ্রহণীয়—মূল শরণ মন্ত্র ইহাই।

সপ্তার্চ্চিঃ*

নোপাস্যমন্যদ্ ব্রহ্মণো ব্রহ্মৈকমেবাদ্বিতীয়ম্।
তথাগতাস্তদ্বার্ত্তিকা অভেদাঃ।
তথাগতাগ্র্যো হি বর্ত্তমানঃ পুরুষোত্তমঃ
পূর্ব্বেষামাপূরয়িতা বিশিষ্টবিশেষবিগ্রহঃ।
তদনুকূলশাসনং হ্যনুসর্ত্তব্যন্নেতরৎ।
শিষ্টাপ্তবেদপিতৃপরলোকদেবাঃ শ্রদ্ধেয়াঃ নাপোহ্যাঃ।
সদাচারা বর্ণাশ্রমানুগজীবনবর্দ্ধনা নিত্যং পালনীয়াঃ।
বিহিতসবর্ণানুলোমাচারাঃ পরমোৎকর্ষহেতবঃ
স্বভাবপরিধ্বংসিনস্তু প্রতিলোমাচারাঃ।

ব্রহ্ম ভিন্ন আর কেহ উপাস্য নহে, ব্রহ্ম এক অদ্বিতীয়।
তথাগত তাঁর বার্ত্তাবহগণ অভিন্ন।
তথাগতগণের অগ্রণী বর্ত্তমান পুরুষোত্তম,
পূর্ব্বপূর্ব্বগণের পূরণকারী বিশিষ্ট বিশেষবিগ্রহ।
তদনুকূলশাসনই অনুসর্ত্তব্য—তদিতর কিছু নহে।
শিষ্টাপ্তবেদপিতৃপরলোকদেবগণ শ্রদ্ধেয়—অপোহ্য নহে।
বর্ণাশ্রমানুগ সদাচার জীবনবর্দ্ধনীয় নিত্যপালনীয়।
বিহিত সবর্ণানুলোমাচার পরমোৎকর্ষহেতু,
প্রতিলোমাচার—স্বভাবপরিধ্বংসী।

* পঞ্চবর্হিঃ যেমন প্রত্যেক হিন্দুর স্বীকার্য্য ও গ্রহণীয়—এই সপ্তার্চ্চিঃও তেমন অনুসরণীয় এবং পালনীয়।

তাঁর শঙ্খ তোমাতে গ'র্জ্জে উঠুক,
দুষ্ট বুদ্ধিকে দমন করুক,
মরণকে নিরসন করুক,
সব যাতনার উপশম করুক,
পাপকে নিবৃত্ত ক'রে সবাইকে শান্ত ক'রে তুলুক;
তাঁ'র চক্র তোমাকে সুদর্শন-প্রবুদ্ধ ক'রে
কৃতিবান ক'রে তুলুক,
অন্যায়কে অপসারিত করুক,
শান্তির প্রতিষ্ঠায় তোমাকে নিরবচ্ছিন্ন ক'রে তুলুক;
আর, গদা তোমাকে
গুরুগম্ভীর মেঘবাণীতে বাগ্মী ক'রে তুলুক,
তোমাতে মুগ্ধ হোক সবাই,
পরিপোষণী বিচ্ছুরণে দীপ্ত হোক তোমার
পরিপূরণী প্রকীর্ত্তি;
কৌমোদকী সার্থক ক'রে তুলুক তোমাকে,
আর, পদ্ম আনুক গতি, আনুক স্থৈর্য্য,
প্রাপ্তিতে প্রস্ফুটিত ক'রে তুলুক জন ও জাতিকে;
আর, সব হৃদয় খুলে
উদাত্ত আত্ম-নিবেদনে তুমি ব'লে ওঠ,
গেয়ে ওঠ—"বন্দে পুরুষোত্তমম্"।

আমার কথাগুলি যদি তোমার -
শুধুই কথার-ভেতরের খোরাক মাত্র হয় -
করার বা আচরণের ভেতর দিয়ে
পৌঁছাতে যদি:
বাইরেই ফুরিয়ে-ভেতরে না যায়.
তবে -
পাওয়া যে তোমার
উপলব্ধিই রয়ে যাবে -
তা কিন্তু অতি নিশ্চয় —
তোমারই "আমি"

স্বাস্থ্য ও সদাচার

অনাচারী, অভক্ষ্য-ভোজী,
অগম্যাগামী, বিশ্বাসঘাতক,
চৌর্য্যবৃত্তিরত, দুষ্টকর্ম্মা,
ইষ্টকৃষ্টি-বিমুখ,
সত্তা-সম্বর্দ্ধনার বিরুদ্ধাচারী—
শাস্ত্রে সাধারণতঃ এদেরই অন্ন ও পানীয়
দূষ্য ব'লে বর্ণিত হয়েছে—
উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত
ও শুদ্ধি-অনুষ্ঠান দ্বারা
সদাচারী না হওয়া পর্যন্ত;
এদের দ্বারা জনগণ সহজেই
সংক্রামিত হ'য়ে ওঠে,
স্বাস্থ্য ও নৈতিক জীবন পঙ্কিল হ'য়ে ওঠে—
সত্তা-সম্বর্দ্ধনাও দুঃস্থ হ'য়ে ওঠে ক্রমশঃ,
তাই, স্বতন্ত্রীকরণ ও শুদ্ধির উদ্দেশ্যে
শাস্ত্রের এই শাসন। ১।

ক্ষুধা পেলেই যে লোভ হয়
কেবল তা' নয়কো,
ক্ষুধা না পেলেও লোভ হয়;
সে-লোভ ক্ষুধার নয়,—খাওয়ার,
তা'তে ক্ষয়ই আনে—
তা' পুষ্টির পরিপন্থী;
তেমনি বৈধানিক-আগ্রহান্বিত প্রীতির সাথেও

কাম থাকতে পারে,
কিন্তু ওটা না থাকলেও
মানুষ কাম-প্রলোভী হ'তে পারে—
সেটা কিন্তু স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও উন্নতিপ্রসূ নয়কো। ২।

যদি চিকিৎসকই হ'তে চাও—
ঔষধকে,—তার বিধিনীতিকে
রোগিচর্য্যায় এমন জাগ্রত এস্তামাল ক'রে তোল—
যা'তে রোগই যেন ঔষধ নির্ব্বাচন ক'রে তোলে
তোমার মনে,—অমোঘ সার্থকতায়;
তুমিও সার্থক হবে,
রোগীও স্বস্তি পাবে—আরোগ্যে। ৩।

কর্ম্ম

যখনই কর্ম্ম চলতে থাকে—
ধর্ম্মকে পরিপালনে, পরিপোষণে, পরিপূরণে—
উৎসারিত ক'রে—প্রতিপদক্ষেপে,—
সার্থক হ'য়ে ওঠে তখনই সে—
সমন্বয়ী সামঞ্জস্যের ভিতর-দিয়ে—
চতুর্ব্বর্গে—ধর্ম্মে, অর্থে, কামে, মোক্ষে। ৪।

সাংসারিক কাজই হোক
বা যে-কোন ব্যাপারই হোক,—
যে কোন-কিছু ধ'রে বাস্তবে
সময়মত কৃতকার্য্য হ'তে পারে না,
প্রচেষ্টা যা'র নিরবচ্ছিন্ন নয়কো—
সমুচিত বুদ্ধি নিয়ে,
সে কোথাও কৃতকার্য্যই হ'তে পারে কম—
ধর্ম্ম-কর্ম্ম তো কা কথা। ৫।

যা-ই কিছু কর না কেন,
যে-ব্যাপারেই যাও না কেন,—
সবাই যেন তোমার মূলকেই পরিপুষ্ট করে,
তোমার চলা—বলা—করাও
এমনতরই যেন সার্থক জৌলস-সম্পন্ন হয়,—
সার্থক হবে;
নতুবা, বিক্ষেপেই অবসান কিন্তু,—
মনে রেখো,—বুঝে চ'লো। ৬।

আকাঙ্ক্ষা থাকলেও—যা'তে আগ্রহ না থাকে,
প্রচেষ্টা সেখানে শ্লথ হ'য়েই চলে,
মুহ্যমান সক্রিয়তা
আপশোষের বোঝা টেনে
প্রাপ্তি-আকাঙ্ক্ষাকে উপহাসাস্পদ ক'রে তোলে;
তাই, যা' চাও,—তা'র জন্য বিহিত করণীয় যা'
সাগ্রহে তা' সময়মাফিক কর—
প্রাপ্তিও তোমাকে অভিনন্দিত ক'রে তুলবে,
আকাঙ্ক্ষা উপহাসে পর্য্যবসিত হবে না। ৭।

কী সময়ে কী চাও—
আর, কেমন ক'রে তা' হ'তে পারে—
মনে তা' বেশ ক'রে এঁকে নাও;
যেমনতর চলনে যা' সময়মত সমাধা করা যায়
তার চেয়েও বেশী ক্ষিপ্রতায় লেগে যাও—
তা'র বাস্তবী-করণে—বিহিতভাবে;
আর, এমনি চলনে যদি অভ্যস্ত হ'তে পার—
সব লওয়াজিমা নিয়ে,
তবেই সার্থক হওয়া সম্ভব,
নয়তো, সাফল্য সুদূরপরাহত। ৮।

যা' করতে যা' যা' লাগে—
বা যা' যা' দিয়ে যে-কাজ করতে হয়,
করবার পূর্ব্বাহ্নেই
যথাবিহিত পরীক্ষা ক'রে দেখে নিও—
সেগুলি যথাযথ কার্য্যক্ষম আছে কিনা,
এমনি ক'রে কাজে নেমো—
অনেক ঝঞ্ঝাটের দায় থেকে এড়াবে,

নাকাল হবে কম,
কৃতকার্য্যও হবে—
যদি তেমনি ক'রে কর তা';
সঙ্কল্প মানেই এতখানি। ৯।

যেখানেই যাও—
যে-কোন ব্যাপার বা ঘটনারই
সম্মুখীন হও না কেন—
হুঁসিয়ার থেকে খবর নিও তা'র—
বিশদভাবে,—সপর্য্যায়ে,—স্বল্পে,
বাস্তবের সাথে সংযোগ রেখে—
নিজে রঙ্গীল না হ'য়ে
অর্থাৎ নিজেকে নির্লিপ্ত রেখে;
তোমার কী করতে হবে তা'তে
বা কিছু করা উচিত কিনা—
তোমার আদর্শপোষণী মাপকাঠিতে
তা' হিসেব ক'রে নিয়ে,
পথ খুঁজে নিও তা'র ভিতর দিয়ে;—
নিয়ন্ত্রণে—চেষ্টা ক'রো নির্ভুল হ'তে—যথাসম্ভব,—
পথও হবে নির্ভুল যথাসম্ভব। ১০।

কোথাও গেলে—
তোমার কী কী প্রয়োজন,—
কী কাজে কী কী লাগবে,
নিজ অন্তরে তা' অনুধাবন ক'রে
খবর নিও সবটারই—
যথাবিহিত যোগসূত্রসমেত;
আর, তা'র ভিতর দিয়েই
তোমার পক্ষে বিহিত যা' যা'—
যথাযথ যেমন ব্যবস্থা করতে পার—
তা'র ত্রুটি ক'রো না;—

বিবেচক হ'য়ে চ'লো—
বেকুবও হ'তে যেও না—ব্যর্থও হ'তে যেও না;
সব সময়ই চেষ্টা ক'রো—
সব ব্যাপারের উপরে থেকে
নিয়ন্ত্রণ করতে তা'কে,
নজর রেখো, অবস্থা তোমাকে
বেফাঁস ক'রে না তোলে। ১১।

কোনও উদ্দেশ্য পরিপূরণ-মানসে
যদি কোথাও যাও—
আগেই হিসাব ক'রে নিও,
কোথায় গেলে তার পরিপূরণ হ'তে পারে
বা পরিপূরণী সূত্র মিলতে পারে;
অন্তরে অনুধাবন ক'রে
তোমার প্রয়োজনগুলির এমনতর
বিহিত বিন্যাস ক'রে তুলো—
যা'তে সবাইকে অনুপ্রাণিত ক'রে
তুলতে পার তা'তে—
সিদ্ধির সাথিয়া ক'রে নিতে পার তা'দিগকে;
আর, এমনভাবেই চলবে বা বলবে—
যা'তে তা'র প্রতিক্রিয়া
ব্যর্থতাকে কিছুতেই ডেকে আনতে না পারে;—
চলনে-বলনে এমনতর মিতালি নিয়ে
যতই মানুষের শ্রদ্ধার্হ হ'য়ে চলতে পারবে,
লোকায়ত্ত কৃতিত্বও হবে তেমনতর। ১২।

কোনও ব্যাপার, বিষয়
বা কথাবর্ত্তায়
নিজেকে নিযুক্ত করতে গেলেই
আগেই ভেবে দেখো—

কি ভাবে, কি রকমে বা কেমন ব্যবহারে
তুমি তা'তে নিয়োজিত হবে,—
তা' নিয়ন্ত্রণই বা করবে কেমনতর ক'রে,
স্বাভাবিক প্রীতিসংস্থাপনী
সমাধানী যুক্তি নিয়ে;
তাহ'লে ভুল কমই হবে,
আর, কিছু করার আগে
ভেবে নিজেকে নিয়োজিত করার অভ্যাসও
এস্তামাল হবে ক্রমশঃ;—
ক'রে আপশোষ করার পথ,—
ভেবে আপশোষ-জর্জ্জরিত হওয়ার পথ—
রইবে কম। ১৩।

সব বিষয়েই সব সময়
ওত্ পেতে থাকা লাগে—
কোন্ সময়ে, কখন, কা'কে,
কোন্ জায়গায়,
কেমন ক'রে কি রকমে নাড়া দিলে
অবস্থাকে আয়ত্তে এনে
উপচয়ী ক'রে তোলা যায়—নির্ভুলভাবে;
বোধক্ষুধাতুর হ'য়ে, চেতন সম্বেগে জাগ্রত থেকে
তড়িৎ-সমাধানী তীক্ষ্ণ ধী নিয়েই চলতে হয়,
আর, করতেও হয় তেমনি,
ওর মক্স করতে হয়;
যা'রা এতে যত এস্তামাল
চতুরও তেমনি তা'রা। ১৪।

যা' করবে তা' নিবিষ্টমনেই ক'রো—
সব খুঁটিনাটিগুলিতে অবহিত হ'য়ে—যথাযথ,
যা'তে বিহিতভাবে সমবেত ক'রে,
সেগুলিকে আয়ত্তে এনে

বাস্তব পরিণয়নে মূর্ত্ত ক'রে তুলতে পার;
আরো যা' কিছু করছ
তা'র প্রারম্ভ থেকেই জেনো—
এমনতর কর্ম্মের ভিতর-দিয়ে
ঐগুলির সমন্বিত সহযোগে
নিয়ন্ত্রিত ক'রে চলতে হবে
যা'তে তা'রা ইষ্টার্থ বা আদর্শের
অনুপূরক হ'য়ে ওঠে;—
তবেই তোমার কৃতকার্য্যতা
সার্থক হ'য়ে উঠবে—
সুন্দরে—শিবে—সত্যে। ১৫।

মানুষের কর্ম্মের ভিতর-দিয়ে
তা'র অন্তর্নিহিত গুণের স্বতঃ-অভিব্যক্তি
স্বাতন্ত্র্যে পরিস্ফুট হ'য়ে, অন্বিত হ'য়ে,
সামঞ্জস্যে সার্থক সংহতি লাভ
যদি না করতে পারে,—
সে-মানুষ যান্ত্রিক মানুষ ছাড়া
আর কিছুই নয়কো;
বোধ ও উপভোগের ভিতর দিয়ে
তার গুণব্যঞ্জনা অর্থাৎ তার প্রকাশ
গতি, রূপ, মিশ্রণ, সহন-শক্তি,
অনৌচিত্যের পরিহার-ক্ষমতা ইত্যাদি
ক্রমশঃ অবলুপ্তই হ'তে থাকে,—
সে পায় একটা নিরর্থক, নিনড়,
যন্ত্রবৎ কর্ম্মজীবন। ১৬।

সব সক্রিয়ভাব বা কর্ম্মেরই একটা জ্বল্‌তা আছে;
যা' সৎপ্রধান তা' স্থায়ী—দীপক,
যা' অসৎপ্রধান তা'
সহজেই জ্ব'লে নিঃশেষ হ'য়ে যায়;

তাই, যা' কর—
সৎকে ভিত্তি ক'রেই চল,
ঔজ্জ্বল্যও আরো হ'য়ে চলবে—
সম্বর্দ্ধনায়। ১৭।

ইষ্টার্থপূরণে
বাস্তবতায় দৃঢ়তর হ'য়ে দাঁড়াও,—
যুক্তি ও নীতির বাগ্মিতায়
তা'কে আরো প্রসারী ক'রে তোল—সংবোধনায়,
সমাবেশে শক্ত ও সম্বর্দ্ধিত ক'রে তোল,
সংস্থানও রেখো অজচ্ছল—সক্রিয় সংন্যস্তিতে,—
সামঞ্জস্যে সার্থক হ'য়ে উঠবে তুমি সবাতে,
আর, তোমাতেও সার্থক হ'য়ে উঠবে সকলে—
সুপ্রসারী পূর্য্যমাণতায়। ১৮।

শিক্ষা

শিক্ষার প্রাণই হ'চ্ছে—
জীবন্ত আদর্শে একনিষ্ঠ তৎপরতা,
শরীর ও মনের কেন্দ্রায়িত,
সক্রিয়, সেবাপ্রবণ আত্মনিবেদন;
এ বাদ দিয়ে যে-শিক্ষা—
সে যা-ই হোক, যেমনই হোক,
আর যত বড়ই হোক—
অবিন্যস্ত, অমার্জ্জিত, বিক্ষিপ্ত উপলখণ্ডবৎ
এবং সমাজের বিস্ফোরণী সংবেধক। ১৯।

আদশহীন, অপুষ্ট, অসার্থক,
বিচ্ছিন্ন ও বিকৃত শিক্ষা—
সংস্কৃতি, সংহতি, সৌজন্য
ও সংগঠনের যম। ২০।

বিধানের জন্মগত সুষ্ঠু সংস্কারগুলি
যদি সামাজিক আবহাওয়ায় ও শিক্ষায়
তোমার রকমে প্রবুদ্ধ ও পরিবর্দ্ধিত হ'য়ে না উঠল,
তবে তুমি যাই কেন না হও—
নিরর্থক তোমার জন্ম,
ব্যঙ্গ তুমি সামাজিক পরিবেশে;
সে-শিক্ষা তোমার ব্যর্থই—
তুমি একজন সার্থকতা-বিহীন,
বিভিন্ন-পরিচারী, বৈশিষ্ট্যে-ফাটলওয়ালা, বিকৃতজ্ঞানী—

যতক্ষণ না তোমার সব-কিছু
মূল জন্মসংস্কৃতিকে সার্থক ক'রে তুলছে;
সত্তার ধর্ম্মই বহু হ'তে পরিপুষ্টি লাভ ক'রে
নিজেকে গজিয়ে তোলা—প্রবৃদ্ধিতে,
যেমন যা-ই খাও
তা' যতরকমেরই হোক—
সুস্থ যদি থাক, তা-ই নাও—
যা' তোমার গায়ে লাগে—পুষ্ট হ'তে। ২১।

চিন্তা, বুঝ ও প্রচেষ্টার
বাস্তব পরিণয়ন—
যা' সমন্বয়ী এক-সার্থকতায়
সত্তায় সংহত হ'য়ে ওঠে—
মোটা কথায়, তা'কে শিক্ষা বলা যায়;
এ বাদে উপাধি-ভূষিত, বুঝ-বিশৃঙ্খল,
বায়ুয়ানি, দাম্ভিক বিজ্ঞতায়—
বিদ্যার বাস্তবমূর্ত্তি নিহিত কতটুকু
তা' বোঝা কঠিন। ২২।

অচ্যুত আদর্শনিষ্ঠ, চরিত্রবান শিক্ষক—
তাঁ'তে কেন্দ্রায়িত ছাত্রদের মনে
স্ফটিকদানার মতন,
অনুরক্ত ছাত্রদের বৈশিষ্ট্যমাফিক সক্রিয় ক'রে
তিনি শিক্ষাকে সার্থক সংহতিতে
উন্নত-আলোকী ক'রে তোলেন;
আর, যিনি তা' নন—
তাঁর শিক্ষকতা ছাত্রদিগকে
কেন্দ্রায়িত করা তো দূরের কথা,—
বিচ্ছিন্ন, বিসদৃশ ক'রে
জন ও সমাজের অকল্যাণপ্রসূ ক'রে তোলে। ২৩।

তোমার ছাত্র কী বলে, শোনো—
আগ্রহে, কৌতূহলে;—
তা' যদি তা'র জানার অনুকূলে হয়,
তা'কে উৎসাহ দাও—বুঝিয়ে;
আর, যদি তা' না হয়,
তা'ও বোঝাও তা'কে—
সহজ ক'রে দাও—উদ্দীপনায়,
শিখবার ক্ষুধা বেড়ে যাবে;
শিক্ষা বা শিক্ষকে বীতস্পৃহ হ'তে দিও না কিছুতেই। ২৪।

শিক্ষক যদি ইষ্টনিষ্ঠ না হয়—
আর আচারবান না হয়,—
নিজেকে নিরখ-পরখ ক'রে
পরিশুদ্ধির বালাই হ'তে
বহুদূরে সে থাকে;
আচরণে যদি সে আচার্য্য না হয়—
তা'র চলা, বলা, করার ভিতর-দিয়ে
জানায় যদি সামঞ্জস্য না আসে
ইষ্ট ও কৃষ্টির পরিপোষক হ'য়ে
সত্তা-সম্বর্দ্ধনী হ'য়ে,—
সে-শিক্ষক ছাত্রদের চরিত্রের
ভক্ষক ছাড়া আর কিছুই নয়—
বিপর্য্যয়ী বিধ্বস্তির পরিবেষক-মাত্র;
শিক্ষকে শ্রদ্ধাপ্লুত হ'বার অন্তরায় হ'য়ে দাঁড়ায়—
তা' বীতশ্রদ্ধ, বিশৃঙ্খল, অনাচারী চালচলন—
যা' ব্যষ্টি-জীবন ও সমষ্টি-জীবনকে
ছন্নছাড়া ক'রে তোলে—
জাতিকে সর্ব্বনাশেই এগিয়ে দেয়;
তাই, শিক্ষাকেই যদি কুশল করতে চাও তো
ইষ্টনিষ্ঠ, সশ্রদ্ধ, চরিত্রবান শিক্ষকের আওতায়
পরিপুষ্ট ক'রে তোল তোমার সন্তান-সন্ততিকে,—

গুরুপদে নিয়োগ কর তাঁ'দিগকেই;
আর, চরিত্র মানেই কিন্তু
ইষ্ট বা আদর্শনিষ্ঠ চলন;
শিক্ষকের নিষ্ঠা পরিবেষণ করে শ্রদ্ধা,
চলন পরিবেষণ করে চরিত্র,
বাক্য পরিবেষণ করে বুঝ,
আর, কর্ম্মপটুতা আনে শ্রমশীলতা;
ছেলে-পিলে মূঢ় হ'য়ে থাকে তা'ও ভাল—
কিন্তু অনিয়ন্ত্রিত-চরিত্র শিক্ষকের
সংসর্গে রাখা ভয়াবহ। ২৫।

যেমন স্বামী-স্ত্রীর সংযোগের ফলেই সন্তান,—
তেমন অভিভাবক ও শিক্ষকের
সুসঙ্গত, সহযোগী
বিহিত সন্তান বা ছাত্র-পরিচর্য্যার
ভিতর-দিয়েই জন্মে শিক্ষা;
আর, এই সহযোগ যেখানে যত শিথিল,
শিক্ষাও সেখানে মূঢ় তেমনি,
কারণ, সন্তান বা ছাত্র
ঐ বেফাঁস ফাঁকের ভিতর-দিয়ে
প্রবৃত্তি-পরতন্ত্রী হ'য়ে ওঠে—
সংযত হ'য়ে শিক্ষকে কেন্দ্রায়িত হ'য়ে
শিক্ষায় সম্বর্দ্ধিত হ'য়ে উঠতে পারে না;
শুধু অর্থ খরচ করলেই
শিক্ষা হয় না—
চাই অভিভাবক ও শিক্ষকে
সশ্রদ্ধ সহযোগ,
আর, সন্তান বা ছাত্রের চাই—
শিক্ষার অনুপ্রাণনার ভিতর-দিয়ে
শিক্ষকে অনুরাগ—
তবে তো। ২৬।

কর,—
পাঁতি-পাঁতি ক'রে খোঁজ,
আরো আরো ক'রে জান,
সব দিকটা সার্থক সামঞ্জস্যে নিয়ে এস—
বৈজ্ঞানিক হ'য়ে উঠবে;
আর, অমনি ক'রে জানাই হ'চ্ছে
বিজ্ঞানের তাৎপর্য্য;
তাই, বিজ্ঞানও যেখানে, দর্শনও সেখানে—
তা'র সব রকম সম্ভাব্যতা নিয়ে। ২৭।

ভাল-মন্দ যা'-কিছু
সবকেই অনুধাবন কর,
বিশেষ পর্য্যবেক্ষণে দেখে নাও—
নিজেকে একটু আলগা রেখে
অথচ আগ্রহদীপ্ত সমীক্ষা নিয়ে,—
তা'র মরকোচ কী
অন্তর্নিহিত—
বৈজ্ঞানিক বৈশিষ্ট্য বা বিশেষত্বই বা কী,
আর, তা'কে সত্তা-সম্বর্দ্ধনী ক'রে
কেমন ক'রেই বা নিয়ন্ত্রিত করা যেতে পারে—
বাস্তবভাবে;
অন্ততঃ এতটুকু বোধ যেখানে,
বুঝও সেখানে তেমনি,
আর, তা'কে বাস্তবে
মূর্ত্ত করতে পারলেই
খুঁটিনাটি সমন্বয়ে
বিজ্ঞানও ফুটে উঠবে
তোমার কাছে তেমনি। ২৮।

বস্তুর অন্তর্নিহিত সম্মিলনী আনতিতে
পরস্পর যুক্ত হ'য়ে
যে-বৈশিষ্ট্যের সৃষ্টি হয়—
আস্বাদন-উপভোগ-উদ্দীপনায়,
সংশ্লেষ-বিশ্লেষী চলনে—
সন্ধিৎসার সহিত তা'কে জানা
ও তা'কে আয়ত্ত করাই হ'চ্ছে—রসায়ন
—স্বাদন-সম্মিলনী গতি-পথ;
তাই, পরমকারণকে
'রসো বৈ সঃ' ব'লে
ঋষিরা অভিহিত করেছেন। ২৯।

আদর্শ

পূরয়মাণ পরবর্ত্তী মহাপুরুষে
পূর্ব্বতন মহাপুরুষগণ
আনত-সন্নিবেশে জাগ্রত থাকেন,
তাঁর প্রতি অনুরাগ এবং তাঁকে অনুসরণই
বাস্তব সার্থকতায়
প্রতি পূর্ব্বতনের পুরশ্চারী সাফল্যানুসরণ;
তাই এটা ঠিক জেনো,
যিনি পূর্য্যমাণ বর্ত্তমান,—
তাঁ'র অনুরোগোদ্দীপ্ত অনুসরণই
সাফল্য এনে দিতে পারে—
নতুবা, বিভ্রান্তি ও বিফলতায় ব্যর্থই হ'তে হবে। ৩০।

যে মূর্ত্ত আদর্শের শ্রদ্ধানতিতে বিগত মনীষীরা
ভাবদেহে কেন্দ্রায়িত হন না,—
যতই প্রখ্যাত হোক না কেন—
সে-আদর্শ বিচ্ছিন্ন বিধ্বস্তিরই প্রতিভূ। ৩১।

পরিপূরণী বর্ত্তমান মহাপুরুষ
পূর্ব্বতনদের অবলম্বন করিয়া
বাস্তব প্রাথম্যে জীবনবৃদ্ধির বৈশিষ্ট্য-চলনায়
উদ্বর্দ্ধনশীল—
বিবর্ত্তন-বীজ তাঁ'তেই নিহিত। ৩২।

আগত যিনি উপস্থিত—
তাঁ'তে অচ্যুত, সশ্রদ্ধ আনতির ভিতর-দিয়ে
চাও তো,—বিগতের আরাধনা কর—
বা ঈশ্বরের উপাসনা কর,

কারণ, সমস্ত বিগতের
জমায়েত জাগ্রত চেতনায় আরো—
ঐ আগত,
সার্থক হবে উচ্ছলতায়। ৩৩।

যা'রা মূর্ত্ত-ব্যক্ত-সদ্‌গুরুকে উপেক্ষা ক'রে
তিরোভূত পূর্ব্বতন বা অব্যক্ত-দেবতা বা ঈশ্বর—
যাঁরই উপাসনা করুক না কেন,
ব্যর্থ তো তা'রা হয়ই—
বিগতদিগের জাগ্রত-বিভার
কেন্দ্রায়িত-ব্যক্ত-মূর্ত্তি সদ্‌গুরুকে
উপেক্ষাবদলনে
নিজ-সত্তার মূঢ়-গুণ্ঠিত অভিসম্পাতে
অজ্ঞতাভিভূত হ'য়ে
ব্যর্থতায় আত্মনিমজ্জন করে;
কিন্তু আচার্য্য বা সদ্‌গুরুতে
অচ্যুত-আনত-শ্রদ্ধায়
তাঁদের যাঁরই
উপাসনা করুক না কেন,—
তাই-ই সার্থকতায় উজ্জীবিত হ'য়ে ওঠে। ৩৪।

শাসিত যিনি—সর্ব্বতোভাবে—স্বতঃ,
তিনিই প্রবুদ্ধ, প্রাজ্ঞ,
আর, শাস্ত্র-তাৎপর্য্য তাঁতেই মূর্ত্ত;
তাই, তিনিই অনুসরণীয়। ৩৫।

পূর্ব্বতনদিগের প্রতিভূ
পূর্ব্বপূরয়মাণ বর্ত্তমান পুরুষোত্তম যিনি—

তাঁকে অবজ্ঞা ক'রে স্বার্থ-সংক্ষুধ হ'য়ে,
ভেদদৃষ্টিসম্ভূত বিনীত অনুরাগে
পূর্ব্বতনদিগকে গ্রহণ ক'রে
যা'রা বিভিন্ন গোষ্ঠীর অবতারণা করতে লাগল—
তারাই তখন থেকে
ঐক্য ও কৃষ্টির সমাধি রচনার
সূত্রপাত নিয়ে এল,
আর, ভাঙ্গতে আরম্ভ হ'ল তখন থেকেই—
সেই দৈবী একানুবর্ত্তিতা,
কৃষ্টি-সম্বর্দ্ধনা
ও দৃঢ়-সমন্বয়ী পারস্পরিক বন্ধন—
যা' ছিল ভারতের সংহতি-মুকুট;
তা'র ফলে, জাতটা হ'য়ে উঠল—
ভবিষ্যতের তমসার ভিতর দিয়ে
ধীরে ধীরে—স্বার্থান্ধ, পরপদলেহী,
ঐক্যহারা, পরশ্রীকাতর—আজ যেমন। ৩৬।

পূর্ব্ব-পূরয়মাণ, সৎ-সম্বর্দ্ধনী
যে-কোন দ্বিজাধিকরণই হোক না কেন,—
মনে রেখো—
তা' তোমারও তদ্‌যুগোপযোগী প্রতিষ্ঠান;
সে দ্বিজাধিকরণের প্রবর্ত্তন যা'-হ'তে হয়েছে—
তিনিও তোমার পূর্ব্বতন তথাগত;
তোমার বৈশিষ্ট্যে অচ্যুত থেকে
তাঁদের সবারই অমৃতবাণী কুড়িয়ে নিয়ে
সামঞ্জস্য ও সমাধানে তোমার অনুকূল ক'রে
নিজ সত্তাপোষণী ক'রে তু'লো—
বিদ্বেষ ও বিরোধকে নিরোধ ক'রে—
বর্ত্তমান বরণীয় পূরয়মাণ—যিনি তাঁ'তে দাঁড়িয়ে,
তাৎপর্য্যকে আহরণ ক'রে,

আদর্শে অটুট থেকে;
যে-কোন দ্বিজাধিকরণের যে-কেউ হোক না কেন,
তোমার অনুপ্রাণনায় সংবুদ্ধ হ'য়ে
আপূরণ-সম্বেগে
কেউ যদি শ্রমণত্বের প্রার্থী হয়—অচ্যুত নিষ্ঠায়,
তা'কে কিন্তু ফিরিয়ো না,—
তা'রও কিন্তু দাবী আছে
তোমার কৃষ্টি-সম্পদে। ৩৭।

বিগত-সৎএর জীবিত-কালের
প্রবুদ্ধিপরায়ণ, অনুচর্য্যানিরত,
নৈষ্ঠিক সহচারীরা—ঢের ভালো,—
ঢের প্রাঞ্জল—
মানুষের উৎক্রমণে,—
বিগত-সৎএর বিগত-আলোতে
প্রব্রজ্যানিরত যা'রা—তা'দের চাইতে। ৩৮।

আগত যিনি, উপস্থিত যিনি—
তাঁ'র বিগতিতে বা তিরোভাবে
তাঁর বংশে যদি
তাঁ'তে অচ্যুত—সশ্রদ্ধ—আনতি-সম্পন্ন,
প্রবুদ্ধ-সেবাপ্রাণ,
তৎবিধি ও নীতির সুষ্ঠু পরিচারক ও পরিপালক,
সানুকম্পী-চর্য্যানিরত, সমন্বয়ী সামঞ্জস্য-প্রধান,
পদনির্লোভ, অদ্রোহী, শিষ্ট-নিয়ন্ত্রক,
প্রীতিপ্রাণ—এমনতর কেউ থাকেন—
তাঁরই অনুগমন ক'রো,
কিংবা তা'ও যদি না পাও—
তবে তাঁর কৃষ্টি-সন্ততির ভিতর
অমনতর গুণসম্পন্ন যিনি

তাঁরই অনুগমন ক'রো—পারম্পর্য্যে,—
যতক্ষণ আবার আগতের অভ্যুত্থান না হয়;
ঠকবে না—
শিষ্ট-সমন্বয়ে সম্বর্দ্ধনাও পাবে। ৩৯।

যা'রা নিজের অন্তর্নিহিত
প্রবৃত্তিকে কেন্দ্র ক'রে
অন্য প্রবৃত্তিগুলিকে অন্বিত করতে চায়—তা'তেই,—
সার্থক-সমন্বয়ী সামঞ্জস্যে তা'রা তো আসেই না,
বরং বিক্ষিপ্ত প্রবৃত্তি-গুচ্ছের ভারই
ক্রমশঃ বাড়াতে থাকে,—
এতে বৃত্তি-বিকলন হ'তে পারে,
কিন্তু বিন্যাস হওয়া মুস্কিল;
তাই, ওগুলিকে অন্বিত করতে হ'লেই চাই
তোমার বাহিরে এমনতর একজন প্রিয়পরম—
যাঁর প্রতি অনুরাগ-আবেগে
তুমি স্বতঃই নিয়ন্ত্রিত হ'তে পার—
সামঞ্জস্য-সার্থক-সমন্বয়ে। ৪০।

তথাগত যাঁরা—
তাঁরা স্বভাবতঃই পূর্ব্ব-পূরয়মাণ,
তাঁ'রা কোন সম্প্রদায়
বা দ্বিজাধিকরণের কয়েদ নয়কো;
উপযুক্ত ক্ষেত্রে যেখানে যেমন প্রয়োজন,
তাঁদের আগমনও সেখানে তেমনি;
হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃষ্টান, জৈন
যে-কেউই হোক না কেন—
বা অন্য বর্ব্বর জাতিই হোক না কেন,
প্রয়োজনের আকৃতি-আহ্বানে

তাঁ'রা এসে থাকেন—তেমনতরভাবেই—
সর্ব্ব-সমন্বয়ে, একত্বের আবাহনী নিয়ে—
ঐক্যের অমৃত পরিবেষণে—
বৈশিষ্ট্য-বিধ্বংসী না হ'য়ে—
বরং পূরয়মাণ উৎকর্ষাভিনন্দনে;
তোমরা কেউ যদি ভেবে থাকো,
তিনি তোমাদের মধ্যেই কয়েদ—
সে একটা বর্ব্বর ধারণা ছাড়া
আর কিছুই হবে না কিন্তু,—
বরং বঞ্চনার একটা
ফাঁদ পেতে রাখছ তা'তে;
তিনি গুরু—
তা' সব সম্প্রদায়েরই—
সব ব্যষ্টিরই—
সব সমষ্টিরই,—
সব তিনিই—সেই তিনি—
—একটা সৎ-সম্বর্দ্ধনী, সমন্বয়ী
সমাধানের মূর্ত্ত-বিগ্রহ—
বাস্তব জীবনে—
বাস্তব কর্ম্মে—
বাস্তব প্রজ্ঞায়। ৪১।

অনুরাগ

যে ভালবাসায় অনুবর্ত্তিতা নাই—
তা' ক্লীব তো বটেই—বিকৃতও। ৪২।

আদর্শ-শোষক অনুরাগী অলসকর্ম্মা—
বিশৃঙ্খল, বিপর্য্যয়ী উদ্দেশ্য
ও ব্যবস্থিতির পরিচারক,
অবাধ্য চাহিদা-পরিপূরণে নির্ম্মমপ্রত্যাশী,—
অথচ আদর্শ-প্রতিষ্ঠায় ও উপচয়-বুদ্ধিতে
অন্ধ ও মন্থর-পরিচর্য্যাশীল। ৪৩।

মানুষের কর্ত্তব্য বা নেশা
যখন শ্রেয়-প্রীতিকে অবজ্ঞা করে,—
সেবা-প্রীতি বাচাল কুয়াশায়
সংশয় ও ক্ষোভে উবে যেতে থাকে,
আর, কৃতঘ্নতাবিদ্ধ প্রেষ্ঠ মিলিয়ে যেতে থাকে—
অন্তর থেকে,—তখন থেকেই। ৪৪।

অনুরাগে প্রবৃত্তিগুলি কেন্দ্রায়িত হ'য়ে ওঠে—
স্বতঃ-উৎসারণায়,—সার্থক সমাবেশে,
সংযত-নিয়ন্ত্রণে,—আত্মসমীক্ষায়,
আর, ঈপ্সিত-বীতশ্রদ্ধী যা'—তা'র ত্যাগে
অনুরাগী সোয়াস্তি লাভ করে,—
উৎফুল্ল হ'য়ে ওঠে,
তাই, তা'কে মুক্তি
দাসীর মত সেবা ক'রে থাকে—
অনুরাগের তাৎপর্য্যই ওখানে। ৪৫।

সক্ত হ'লেই—
লেগে থাকতে ইচ্ছা করে,

যোগে থাকতে ইচ্ছা করে,
আর, বিয়োগ-নিরোধ-প্রবৃত্তি
ফুটন্ত হ'য়ে দাঁড়ায়,—
পালন ক'রে, পোষণ ক'রে, পূরণ ক'রে
সার্থক হ'তে ইচ্ছা করে,—
সহৃদয়তা, সহানুভূতি ও সেবার পরিবেষণে
যুক্ত ক'রে তুলতে ইচ্ছা করে—
সবাইকে তাঁতে,—
আর, এই প্রাণতাই হ'চ্ছে আসক্তির বিশেষত্ব। ৪৬।

প্রিয়কে ছেড়ে থাকতে না পারা,
তাঁ'র সংশ্রব-শূন্য হ'তে না পারা,
নিজের স্বার্থকে অবজ্ঞা ক'রেও
দিয়ে বা ক'রে সুখী হওয়া,
তাঁর স্মৃতি সজাগ থাকা,
তাঁর সুখ বা সমৃদ্ধিতে তুষ্ট
ও গৌরবান্বিত হওয়া,
আপদে নিরাকরণ-উদ্যমী হওয়া
ও উদ্গ্রীব থাকা,
তাঁর স্বার্থান্বিত যা'—
তা'তে নিশ্চিন্ত না থাকতে পারা,—সচেষ্ট হওয়া,
তাঁর শুভচিন্তা,—তাঁর সমর্থন ও সংশুদ্ধিপ্রবণ থাকা,
সামান্যমাত্র পাওয়াতেও বিনীত কৃতজ্ঞতা,
উল্লাস—গৌরব—মহিমান্বিত বোধ,—
এই হ'চ্ছে প্রীতি বা অনুরাগের
মৌলিক লক্ষণ। ৪৭।

মমতা যখন আপন ক'রে নেয়
নিরবচ্ছিন্ন আগ্রহে,—
তখনই ঐ মমতার পাত্রটি হ'য়ে পড়ে স্বার্থ,
চাহিদা, চলন, চিন্তা হ'য়ে ওঠে

কেন্দ্রায়িত তাঁ'তেই—
প্রীতি-সংবর্দ্ধন উদগ্র সক্রিয়তায়
সেবা-চর্য্যায় ব্যস্ত পায়ে চলতে থাকে
কুশল-কৌশলী হ'য়ে,
শঙ্কিত—ত্রস্ত সমীহে;
এমনি ক'রেই তা'র পরিণয়ন
সেইদিকেই চলতে থাকে,
চায় না,—ভ্রান্তি তা'কে বিভ্রান্ত ক'রে তোলে,
আবার, মমতার পাত্রটির অবহেলাও
বিদগ্ধ ক'রে তোলে তা'কে—
তবু চায় বেঁচে থাক্—সুখী হোক্—
সুখে থাক্—
আর, তা'ই নিয়েই সুখে থাকতে চায়—
চলে বেদনার বিক্ষুব্ধ অভিসারে। ৪৮।

ইষ্টানুরাগ যখনই তোমার
এমনতর হ'য়ে উঠল—
তাঁকে ছাড়া কিছুতেই আর
চলে না তোমার,
তাঁর সংশ্রব তোমার জীবনে
অকাট্য হ'য়ে উঠেছে,—
গত্যন্তর নাই আর তোমার কিছুতেই
ভালই হোক আর মন্দই হোক—
তখন থেকেই কিন্তু তোমার তপঃ-প্রবৃত্তি
সক্রিয় হ'য়ে উঠতে লাগল
বৃত্তি ও বোধগুলির কেন্দ্রায়িত অন্বয়ে,
প্রত্যেকটি চলনে
তুমি অনন্তের সচিৎযাত্রী হ'য়ে চল্‌লে—
তিনি যদি দ্রষ্ট-পুরুষ হ'য়ে থাকেন
সৎ-বৈশিষ্ট্যে;
কৃতার্থ হোক তোমার অনুরাগ তাঁ'তে। ৪৯।

যাজন

মানুষকে তা'র সাংসারিক অবস্থানের ভিতর-দিয়ে
নীতিকে দেখিয়ে দেওয়া ভাল—
যে-নীতি নিয়ে যায় কৃতকার্য্যতায়—উপচয়ে,—
সত্তাকে ধারণ ক'রে—সম্বর্দ্ধনে—অর্থাৎ ধর্ম্মে;
তবেই তা' বোধগম্য হয় মানুষের সহজে,
প্রবৃত্তিও জন্মে চলবার—
রেহাই পেতে—দুর্দ্দশা থেকে। ৫০।

তোমার বোধ—অনুভবগুলি
বলতে হয় যেখানে ব'লো—
কিন্তু দশের দাঁড়ায় মিলিয়ে,—
দশজনের স্বাভাবিক জীবন-চলনার তালে পা' ফেলে,—
যা'তে বুঝতে পারে তা'রা প্রত্যেকে—
নিজ-নিজ জীবনের সাথে মিলিয়ে—সহজভাবে;—
তাতে বুঝবেও, পথও পাবে—
সুখীও হবে প্রত্যেকে
সমাধান পেয়ে—সুশৃঙ্খলায়। ৫১।

আলাপ করতে যে এসেছে
তা'র কথাগুলি মন দিয়ে শোন,
তারপর তুমি যা' বলতে চাচ্ছ
ঐ-দাঁড়ায় তা'র জবাব দাও,
অমনি ক'রে তা'কে নন্দিত ক'রে তোল—
ভরসায়, সহানুভূতিতে, সহৃদয়তায়,
সেও সুখী হবে, পথ পাবে,—
তুমিও তৃপ্তি লাভ করবে;

তোমার ভাবাগুলি
নিতে পারে না এমনতর ক'রে—
অযথা চাপিয়ে দিতে চেষ্টা করো না কা'রও উপর,
তা'তে তৃপ্তি পায় না কেউ;
এই হ'চ্ছে আলাপের তুক্। ৫২।

মানুষের ভাবানুকম্পিতার বিচ্যুতি ঘটিয়ে
কিছু করতে যাওয়াই হ'চ্ছে—
বিচ্ছিন্নতাকে আমন্ত্রণ করা;
তাই, যদি কাউকে দিয়ে কিছু করতে চাও—
তা'র ভাবানুকম্পিতাকে সুষ্ঠু
এবং দৃঢ়-কেন্দ্রায়িত ক'রেই তা' ক'রো—
অনুপূরণে, তদনুকূল নিয়ন্ত্রণে,
নিজে অমনতর হ'য়ে—
চিন্তায়, কথায়, চলনে, চরিত্রে—
সক্রিয়ভাবে;—
তবেই তা' হবে সহজসাধ্য, সঙ্গতিপূর্ণ,
সুশৃঙ্খল। ৫৩।

যা'রা প্রবৃত্তি-প্ররোচিত,
বৃত্তি-ক্ষুধায় অভিভূত—
বৃত্তিকেই যা'রা স্বার্থ ব'লে মনে করে,
তা'রা সাধারণতঃ শোধরাতেই গররাজি—
হীনমন্যতাই তা'দের প্রভু হ'য়ে দাঁড়ায়,
সত্তাকে বিপাক-বিধ্বস্ত ক'রেও
ঐ পথে চায় তা'র পরিপোষণ জোগাতে,
ফলে, চলে পিচ্ছিল গতিতে
জাহান্নমের দিকেই;
তাই, যদি সৎই করতে চাও তা'দিগকে—
অর্থাৎ সত্তা-সম্বর্দ্ধনী করতে চাও,

অনুধাবন করতে হবে তা'দের,—
বিরক্তি-বিহীন উদ্যম নিয়ে,
হাতে-কলমে দেখিয়ে দিতে হবে
যাজন-পরিচর্য্যার ভিতর দিয়ে,
প্রীতি ও সৌজন্য নিয়ে—
তা'রা সর্ব্বনাশ ক'চ্ছে নিজেদেরই;
সক্রিয়ভাবে সামঞ্জস্যের তালে
সম্বর্দ্ধনার পথে নিয়ে যেতে হবে তাদের,
অভ্যস্ত ক'রে তুলতে হবে—
ঐ পথে চলতে;
বাঘে-ধরা মানুষকে ছাড়াতে হ'লে
বীর্য্যও চাই, কৌশলও চাই—
হুঁসিয়ার রেখে নিজেকে;
মানুষকে সাবধান করা সহজ,
বাঁচান কিন্তু কঠিন,—
চাই অপ্রমেয় ধৈর্য্য, উদ্যম,
কৌশলী অনুধাবন—
নিজেকে অচ্যুত রেখে আদর্শে। ৫৪।

যে যা' বলে—
খুব সহিষ্ণুতার সহিত
মনোযোগ দিয়ে শুনো—
বেশ ক'রে তলিয়ে,—
হিসাব ক'রে,—বুঝে,
খুঁজে নিও তার তল কোথায়;
যেখানে বুঝতে পারছ না—
সৌজন্যের সহিত প্রশ্ন ক'রো,
উত্তরটাও খুঁটিনাটি ক'রে শুনো—
বুঝে নিও;
ফল কথা, বের ক'রে নিও নিশ্চয় ক'রে—
চলায় কী আছে,

সেই হিসাবে তোমার কথা-বার্ত্তা,
যুক্তি, আচার, ব্যবহার দিয়ে
এমনতর নিয়ন্ত্রণ ক'রো
যা'তে সে হৃদয় ঢেলে দিয়ে
তোমাকে সমর্থন ক'রে তৃপ্তি পায়—
এবং অন্তরের আবেগের সহিত
স্বতঃ-প্রণোদনায় লেগে যায়—
ঐ পথে চলতে;
তা'তে সে-ও নিরাকৃত হবে—
তুমিও মঙ্গল পরিবেষণ ক'রে
আত্মপ্রসাদ লাভ করবে;
নইলে, শুধু বাক্-বিতণ্ডার ভিতর-দিয়ে
মানুষের অন্তরকে স্পর্শ করা সুকঠিন। ৫৫।

ঈশ্বর তোমাদিগকে
ভালবাসার অভিধ্যানেই সৃষ্টি করেছেন,—
ভালবাসা তোমাদের অন্তরে
জন্মগতভাবেই অন্তর্নিহিত;
যে-ই হোক না কেন,
আর যা-ই হোক না কেন—
সত্তা-সম্বর্দ্ধনের অন্তরায়ী যা'
তার নিরোধ ক'রে
ভালবাসায় অঢেল ক'রে দাও,
আচারে, ব্যবহারে, সেবায়,
সাহচর্য্যে, চাউনিতে,
কথায়, হাসিতে,
বিচ্ছুরিত হ'য়ে উঠুক তোমার ভালবাসা;
সেই বিচ্ছুরণে
অভিদীপ্ত হ'য়ে উঠুক সবাই,
আকৃষ্ট হ'য়ে উঠুক তোমাতে অচ্যুতভাবে,—
আর, সেই আকৃষ্ট হৃদয়গুলি

তাঁর আকর্ষণে উদ্দীপ্ত, উদ্বুদ্ধ
 হ'য়ে উঠুক তোমার ভিতর-দিয়ে,—
জৌলুস স্মিত-জ্বলনে সবাইকে
 দীপক ক'রে তুলুক,
তুমি বিভোর হ'য়ে থাক তাঁ'তে—
 বিধৃত হোক সবাই—তোমাতে। ৫৬।

চরিত্র

সানুকম্পী সহযোগিতাপূর্ণ
সাধু-চেষ্টাকে বিসর্জ্জন দিয়ে,
দায়িত্বকে অবহেলা ক'রে,
পরের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে
যা'দের বাহাদুরী নেওয়া অভ্যাস,
তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে নজর রেখে দিও—
তারা ধূর্ত্ত;
আস্থা রেখো না তাদের উপর,
নির্ভর করো না সেখানে—
যদি কৃতকার্য্যতা চাও,
পণ্ড প্রত্যাশায় বিধ্বস্ত হবে মাত্র। ৫৭।

অপকৃষ্ট অহং
সামঞ্জস্য বা নিরাকরণ-প্রয়াসী কম,
কারণ তা'র প্রবৃত্তিগুলিই তা' নয়কো;
তাই, দলন বা দমনকেই প্রায়শঃ
একমাত্র প্রতিবিধানরূপে গ্রহণ করে;
আর, ঐ ব্যষ্টি অহং
সমষ্টিকে পরাভূত ক'রে
প্রাধান্য অর্জ্জন করতে চায়,—
যদি না পারে,
সহযোগিতাকে নিকেশ ক'রে
অবুঝের মত গা-ঢাকা দেওয়া ছাড়া
আর কোন গত্যন্তর আছে, তা-ই মনে করে না,
সমষ্টিকে পরিপূরণ ক'রে বা সংহত ক'রে
নিজেকে উদ্বুদ্ধ করার কায়দাই সে পায় না,—

বুঝবার প্রয়াসও কম,
তাই, হামেশাই কোট্‌না দৈন্য নিয়ে
ঘুরে বেড়ায়। ৫৮।

বলে,—অন্তরের সহিত সেবাপ্রয়াসী—
তোমার বাস্তব শুভানুধ্যায়ী,
কিন্তু তোমার উপচয়ে নির্লজ্জ সাধু অবজ্ঞা—
অথচ নিজের প্রয়োজনে তোমার কাছে পাওয়ার বুদ্ধি
সঙ্কুচিত তো নয়ই বরং ক্রমবৃদ্ধিপর,—
বুঝে রেখো, জোঁকের মত তা'রা,
তাদের সাহচর্য্য তোমাকে
জয়যুক্ত করা দূরে থাকুক—
স্বভাবতঃই ক্ষয়িষ্ণু ক'রে তুলবে,
তা'দের বুদ্ধি, আচার
তা'দেরও ব্যর্থ করবে;
ঐ জোঁকেরও যদি জোঁক হ'তে পার,—
কল্যাণবুদ্ধিতে,—
তা'রাও বাঁচবে, তুমিও বাঁচবে,—
নচেৎ মুস্কিল কিন্তু। ৫৯।

যারা প্রীতিহীন, সক্রিয়-সেবাবিমুখ, দরদহারা—
শুধু প্রয়োজন-দরদী আত্মপুষ্টির,
তা'রা প্রায়শঃই সমীহসঙ্কুল, সন্দিগ্ধ,
অকৃতজ্ঞ-যুক্তিবাদী, পরশ্রীকাতর, দুঃখী;—
প্রকৃতিরই এ অবদান তা'দের প্রতি। ৬০।

হৃদয় বা প্রবৃত্তির সুযোগ নিয়ে
মানুষের কাছ থেকে আদায় ক'রে
দায়িত্বহীন নিষ্ক্রিয় হ'য়ে থাকা,
অথচ শুভানুধ্যায়িতায়

সে যা'তে স্বস্থ ও বিপাকমুক্ত হয়—
তা'র জন্য কিছুই না করা,
আগ্রহ-আবেগহীন হ'য়ে স্বার্থ-ফন্দীবাজী ধাঁজকে
পরিপোষণ ক'রে চলা,
ঠেকলেই ঠ্গবাজী চালে বলা
'বর্ব্বরস্য ধনক্ষয়ং'—
এই হ'চ্ছে—ধাপ্পাবাজীর মোলায়েম তাৎপর্য্য,
ওকে জুয়োবুদ্ধি বললেও চলে। ৬১।

যা'রা মানুষের বিশ্বাস
বা নির্ভরতার সুবিধা নিয়ে
স্বার্থপিপাসা পরিপূরণ করে—লোক ঠকিয়ে,
বা দায়িত্ব নেওয়ার ভাঁওতা দিয়ে
মানুষকে ব্যর্থ ক'রে তোলে,
তা'দের অন্তরিক-প্রকৃতি বিকৃত,
আর, প্রাকৃতিক-বিধানও তেমনি—
পিশাচ-পাপী-মানুষ এরা;
সাবধান থেকো এদের থেকে,—
যত পার—নির্ভর করতে যেও না,
দায়িত্ব দিয়ে নিশ্চিন্ত হ'য়েও
ব'সে থেকো না,—
ঠকবে, বিব্রত হবে,—
বিপাকবিদ্ধ হ'য়েই চলতে হবে—সারা জীবন। ৬২।

অকপট আপ্রাণতা যেখানেই থাকুক,
প্রণিধান-প্রবৃত্তিও সেখানে মুখর ও জীবন্ত;
তা' যদি থাকে তোমার,—
ঐ অন্তঃ-স্রোতা জীবন-প্লাবনে
ভাসমান যা'কিছুকেই টেনে নিতে পারবে;

আর, তা' না-পারাটাই হ'চ্ছে পরম সাক্ষী—
তুমি—যা' বল, তা' নয়কো,—
ওটা তোমার বাহানা মাত্র। ৬৩।

আত্মসুখী, আত্মম্ভরী যা'রা—
তা'রা নিজেরই মতন ক'রে
পরের সুখ-দুঃখ দেখার বালাই
বহন করতে নারাজ—প্রায়শঃ,
নিজের সুবিধা-অসুবিধার খতিয়ান ক'রে
অবস্থা ও প্রয়োজন বুঝে,
অন্যকেও তদনুপাতিক সেবা-সুবিধা দিতে
কৃপণতা করাই ধাতস্থ তা'দের,
ফলে, প্রতিপদক্ষেপে
বিদ্বেষ ও তাচ্ছিল্যই লাভ করে,—
আর, ব্যক্তিত্বের প্রসারও তা'দের সুদূরপরাহত। ৬৪।

যা'রা সহানুভূতি চায়—
সহানুভূতি দেয় না কা'কেও বাস্তবে,
সেবা ও শান্তি দেওয়া দূরের কথা—
বিপাকে বিপর্য্যয়ই সৃষ্টি করে,
তা'রা স্বার্থ-সন্ধিৎসু, স্বল্প-ধী,
মোটের 'পর অতৃপ্তিভাজনই হ'য়ে থাকে তা'রা
অনেকের কাছে,—
ভাবে—সব সময়ই তা'রা নিরপরাধ;
দুর্দ্দশা এদের সাথের সাথী,
শোধরানোর তোয়াক্কা এরা কমই রাখে—
তাই, সহজ জীবন তা'দের সঙ্কীর্ণ। ৬৫।

কপট ভালবাসা বা সহানুভূতিতে
ভাব ও ব্যবহারে যেমন তফাৎ
কথায় ও কাজেও তেমনি,

আর, সহৃদয় সহানুভূতিপূর্ণ,
মোলায়েম-সুযুক্তিওয়ালা,
বাগানো-ফন্দীবাজীরও ছড়াছড়ি,
নেওয়ার চাইতে—
দেওয়ার সক্রিয় উদ্‌গ্রীবতার
নিরর্থক-লোকসানী ধান্ধাবাজীর
মহড়াও ক্ষীণ। ৬৬।

মিথ্যাকে সত্যের ছাঁচে ফেলে
স্বার্থসিদ্ধির ক্রীড়নকরূপে যা'রা ব্যবহার করে,
অথচ সত্যকে যথাবিহিত নিয়ন্ত্রণ ক'রে
উপযোগিতার সহিত ব্যবহার করতে জানে না,
আর, ঐ দক্ষতার বাহাদুরী নিয়ে
ধন্য হবার অকাট্য প্রলোভন এড়াতেই পারে না,—
তা'রা বিকৃতিজাত ক্রুরতাগ্রস্ত,—
কু-স্পর্দ্ধী, অল্পবুদ্ধি, কুৎসিত। ৬৭।

প্রবৃত্তি-প্ররোচিত নীচাশয় অহং
সাধারণতঃ অলীক-অভিমানী হয়,
বিকৃত বোধই আত্মশ্লাঘার সহিত সমর্থন করে—
কাজেকাজেই অকৃতজ্ঞ হ'তে বাধ্য হয়,
হামবড়াই-চলনা দিয়ে
প্রকৃত যা' তা'কে দাবিয়ে রাখতে চায়,
ফলে, অন্যকে ঠকিয়ে নিজে ঠকবার আয়োজন
তা'র পক্ষে দুর্নিবার হ'য়ে ওঠে,
মানুষকে ঠকিয়ে নিজের বড়লোকী চাল বজায় রাখা
হীনতা বিবেচনা করে না,
মানুষের কাছে চেয়ে জীবনধারণ
তা'র পক্ষে অতীব দুষ্কর—

কথাবার্ত্তা-চালচলনে তা'ই প্রকাশ করে;
ফল কথা, তার ক্ষমতাই কম—
মানুষকে সুখী ক'রে—
চেয়ে জীবনধারণ করার;
তোমাতে এইসব লক্ষণ থাকলে
এখনই সামাল হও—
যদি বাঁচতে চাও। ৬৮।

প্রবৃত্তি যেখানে প্রধান—
স্বার্থক্ষুধা, বঞ্চনা, তাচ্ছীল্য, ঘৃণা,
পরশ্রীকাতরতাও সেখানে তেমনি তাজা—
এক কথায়, ইতরামিও সেখানে সতেজ। ৬৯।

যা'রা প্রবৃত্তি-প্ররোচনায় স্বার্থক্ষুধাতুর হ'য়ে
মানুষের ক্ষতি ক'রেই খায়,—
অন্তরে থাকে তা'রা দুর্ব্বল,
তাই, সব সময় খোঁজে—
নানান ধাঁজে, কথাবার্ত্তা, চলন-চরিত্রের
ভিতর-দিয়ে—সমর্থন,
গা-ঢাকা দিয়ে চলতে চায় লোকচক্ষুসমক্ষে—
মানুষের বুঝকে বিপর্য্যস্ত ক'রে
একটু সন্দিগ্ধ, দোদুল্যমান
ভীতিত্রস্ততার সাথে,
তাই, বীর্য্যবান সতের সামনে
তা'রা দাঁড়াতে পারে না—
স'রে পড়তে আকুলি-বিকুলি করে;
নিজে সামাল ও সবল থেকে
তা'কে স্বস্থ ক'রে তুলতে
যদি পার, বিহিত যা'—তা' ক'রো,
আত্মপ্রসাদ তোমাকে অভিনন্দিত করবে। ৭০।

কুৎসিত-চিত্ত কখনও
হৃদ্য আলাপ, হৃদ্য ব্যবহার করতে পারে না,
তা'র কথা ও ব্যবহারে
বিচ্ছেদী মোড় থাকেই। ৭১।

অচ্যুত, অকৃত্রিম, সক্রিয় ইষ্টাচারই
মানুষকে বাড়িয়ে তোলে—
জীবনে, সৌন্দর্য্যে, বর্দ্ধন-প্রতিষ্ঠায়;
আর, স্বেচ্ছাচার দাম্ভিক দৌর্দ্দণ্ড্যে
বিচ্ছিন্ন, বিভ্রান্ত, বিধ্বস্তই ক'রে তোলে। ৭২।

যেখানে কেউ প্রিয়ের প্রতি দোষারোপের
উত্তর দিতে পারে না,
জয়ে নিরোধ করতে পারে না—
শ্রদ্ধাবনত ক'রে,—স্বতঃসম্বেগে
সেখানে বুঝতে হবে প্রায়শঃ—
প্রীতি সানুকম্পী নয়,
সমীক্ষাপূর্ণ সেবাও নাই সেখানে,—
আছে স্বার্থ-সন্ধিক্ষু প্রবৃত্তি-রঞ্জনার
একটা অবেগী আগ্রহ—
যা'তে উৎকর্ষ নুলো হ'য়েই চলতে থাকে
ইতস্ততঃ হয়রানিতে;
খুঁজেপেতে নিজেকে ঠিক কর—
যা'তে ঋজু হ'য়ে ওঠে তোমার অনুরাগ—
সমীক্ষায়—সৌজন্যে—সেবায়,—
ভাগ্য তোমাকে আমন্ত্রণ করবে। ৭৩।

অন্যকে বিচার করবার উদ্‌গ্রীব আগ্রহ যার বেশী—
মূঢ় কিন্তু সে ততক্ষণ—

যতক্ষণ সে আত্মবিচারে, নিপুণতার সহিত
শুদ্ধ ক'রে তুলতে না পারে নিজেকে;
আর, এই সংশুদ্ধিপ্রাণ যিনি—
তিনি আত্মদর্শী, বিজ্ঞ ও বিচারক্ষম। ৭৪।

যে নিজেকে নিজে
বিচার করতে জানে না,
শাস্তি বা শাস্তিতে নিজেকে
শাসন করতে জানে না,
সে যদি অন্যের বিচারক হয়—
সে বিচার প্রায়শঃই
বিপর্য্যয়েরই তমসাচ্ছন্ন,
বিক্ষোভী বিকীরণ। ৭৫।

প্রবৃত্তি-অভিভূতি-উদ্যমের প্রকৃতিই হ'চ্ছে—
প্রলোভন যেখানে থাকে,—
বিধিকে উল্লঙ্ঘন ক'রেও
সে চায় তা'কে পেতে—
তা' সত্তা-সঙ্গত হোক আর না-ই হোক,—
যুক্তি-চলন তা'র তেমনি;
এমন ক'রেই সে স্বেচ্ছাচারী, অপ্রকৃত দার্শনিক,
অযথা-বিজ্ঞ হ'য়ে ওঠে—
ন্যায়ের বাঁধন ভাঙ্গাই তা'র ধাঁজ। ৭৬।

শ্রেয়ানুবর্ত্তিতা যা'দের নাই—
তা'রা দুষ্ট প্রকৃতির,
—হয় মনে, না হয় শরীরে,—
কিংবা, উভয়েতেই—সাধারণতঃ,
অনিবেশী তা'দের শরীর-মন প্রায়শঃ,
বা'র চাল তাদের যতই ফর্সা হোক না কেন। ৭৭।

পাওয়ায় যা'রা অপটু,
হতাশা তা'দের সাথিয়া—
ভাঙ্গনে, নিভিয়ে দেওয়ায়,
ম'রে-বাঁচার প্রলোভনী অভিনিবেশে,
তাই, অজ্ঞ-বান্ধব তা'রা ভাঙ্গনেরই,—
ভণ্ডুল-গীতিকা তা'দের কাছে সুললিত, সুশ্রাব্য। ৭৮।

ভাঙ্গন-প্রবণ মন—শয়তানের অভিযাত্রী—
সে পছন্দ করে বিয়োগান্ত যা'-কিছু;
গড়ন-প্রবণ মন স্বর্গের—
পছন্দও করে তা'রই সমাবেশ,
মিলন বা গড়ন;
যতক্ষণ যত বেশী তুমি
ভাঙ্গনের দর্শন নিয়ে চ'লছ—
গড়ন বহুদূরে তোমা হ'তে,
আর, যা'-আছে তা' শ্রেয়তে পূর্ণ ক'রে
গ'ড়ে তোলবার নেশা
সক্রিয়ভাবে পেয়ে বসবে যত—
তুমি গড়নের, মিলনের, স্বর্গের—
ভাঙ্গা-যা' নিটোল ক'রে জুড়ে দেওয়ার,—
খুঁত-যা' নিখুঁত ক'রে মিলিয়ে দেওয়ার,—
ছিল যা' তেমনি ক'রে—আরোতে। ৭৯।

কর, হও আর বেড়ে ওঠ—ক্রমশঃ,
চরিত্রকে উচ্ছল ক'রে,
সব দিক দিয়ে—
উন্নতিতে,—আরোতে;
তোমার বেড়ে ওঠা, বিস্তার পাওয়া
এমনি ক'রেই সহজাত হ'য়ে উঠুক,

আর, তা'তেই হবে তা' সার্থক—বাস্তবতায়;
যা' নও, তা' দেখাতে যেও না,—
কর—হওয়ার বুদ্ধি নিয়ে,
হও—দেখুক। ৮০।

যত বিদ্বানই হও—
যতই থাকুক তোমার পাণ্ডিত্য,—
দুনিয়া ধন্য-ধন্য যতই করুক তোমাকে,—
চরিত্রবত্তার সজ্জায় যতই সাজ না কেন,—
মোলায়েম বা ঝাঁঝাল জৌলসী-হাম্‌বড়াইয়ের
ঘোড়-সওয়ার হ'য়ে
যতই ঘোরাফেরা কর না কেন,—
যতক্ষণ তুমি অচ্যুত অনুরতির সহিত
পূর্ব্ব-পূর্য্যমাণ, সার্থক-সমন্বয়ী
গুরুতে বা ইষ্টে
নিয়োজিত না হ'চ্ছ—সর্ব্বতোভাবে,—
তোমার যা'-কিছু সব বাস্তবে
কেন্দ্রায়িত হ'য়ে না উঠছে,—
সেগুলি অন্বিতও হবে না—
সার্থক সামঞ্জস্যে সঙ্গতিলাভও করবে না—
পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সক্রিয়তায়,
দৃষ্টিভঙ্গির সমাবেশও
ক'রে তুলতে পারবে না,—
সম্বর্দ্ধনী সমতা প্রজ্ঞাকে আমন্ত্রণ ক'রে
সত্তায় বিন্যস্তও হ'য়ে উঠবে না কিন্তু,
ক্ষতির বোঝা নিয়ে, লোককে হক্‌চকিয়ে,
ক্ষতিতে সমাধিস্থ ক'রে
সর্ব্বনাশের জয়জয়কার আনতেই হবে তোমাকে—
নিজের ও তোমাতে প্রলুব্ধ পরিবেশের;

তাই বলি, ভাল না করতে পার,—
ক্ষতি ক'রো না,—
সাবুদ হও,—
নিজে বাঁচ,—
অন্যকেও বাঁচাও। ৮১।

যা'রা অন্যের চাক্‌চিক্যে অভিভূত হ'য়ে
আত্মসমর্পণ করে,—
আর তা' থেকে সংগ্রহ করতে পারে না
নিজের বৈশিষ্ট্য-পরিপোষণী উপকরণ,
তা'দের ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্য অত্যন্ত দুর্ব্বল—
প্রায়শঃ ইষ্টকৃষ্টিহারা,
অন্তর্নিহিত যৌগিক বাঁধন ক্ষীণ। ৮২।

কৃষ্টি ও বৈশিষ্ট্য-পরিচর্য্যায় যারা দুর্ব্বল—
তা'রা যত বড় জৌলস-ওয়ালাই হোক না,
অন্তর্নিহিত ব্যক্তিত্বও তা'দের দুর্ব্বল;
তা'দের লক্ষণই হ'চ্ছে—
তা'রা দুনিয়ার ছাঁচে নিজেদের ঢালতে চায়,
প্রবণতাও তাদের তেমনি,
বিবেক, যুক্তি ও চালচলনও তা'দের ঐ-ধাঁজের,
দুনিয়ার রকমারি পাল্লায় প'ড়ে
ধর্ম্ম, কৃষ্টি, বৈশিষ্ট্যে
নিষ্ঠা বা আস্থাহারা হ'য়ে ওঠে,
শ্রেয়-উজ্জীবী হ'য়ে উঠতে পারে না তা'রা—
ক্রমোৎকর্ষে;
সত্তাকে বাদ দিয়ে বৃত্তি-অভিধ্যানই হয়
তা'দের নৈতিক গবেষণা;

সুনিষ্ঠ শ্রেয়কেন্দ্রিক ইষ্টার্থ-অনুচর্য্যায়
জীবনকে উচ্ছল ক'রে তোলাই হ'চ্ছে
একমাত্র পুষ্টিপ্রদ অনুশীলন তাদের—
অন্বিত সমর্থনী নিরন্তরতায়। ৮৩।

নিষ্ঠা, মনন, চলন—
যা'র বৈশিষ্ট্য-পরিপোষণী নয়,—
উৎকর্ষ-অভিমুখী নয়,—
অপকর্ষাচারী, কু-নিষ্ঠ ও তেমনি আসক্তিসম্পন্ন,—
বৈশিষ্ট্যও তা'দের শীর্ণ হ'তে থাকে
ক্রম-অবনতিতে—ক্রমান্বয়ে;
মনে রেখো, বৈশিষ্ট্যও আবার দাঁড়িয়ে থাকে
অন্তর্নিহিত বৈধানিক সমাবেশে—
যা'র ফলে, স্বতঃ-সক্রিয় হ'য়েই চলে—তা'র রকমে;
তা'কে যদি উপযুক্ত পোষণ না দাও,
আর, উপেক্ষা বা অন্যায্য ব্যবহার কর,—
ক্রমশঃ ক্ষীণই ক'রে তুলবে তুমি তা'কে। ৮৪।

ব্যভিচার—
সত্তায় যেমন বিক্ষোভ আনতে পারে—
তা'র কামকলুষ প্রবৃত্তিপরতন্ত্রতার ভিতর-দিয়ে
বিচ্যুত ও বিভ্রান্ত ক'রে—
অমনটি আর কমই আছে;
এতে মানুষ বিকেন্দ্রীয় হ'য়ে ওঠে সহজেই,
বিচ্ছিন্ন প্রবৃত্তি-লোভানিতে অভিভূত হ'য়ে ওঠে,
সামঞ্জস্যহারা একটা মূঢ় হীনমন্য গোঁ নিয়ে
বিভ্রান্তির পথে চলতে থাকে—
সত্তাকে শোষণ করতে করতে;
আর এতে যে যত বিক্রীত—
বিকৃতও সে তেমনি—তা'র বৈশিষ্ট্য-তাৎপর্য্যে;

তাই, যদি বাঁচায় সামাল হ'তে চাও—
দুরিত অপনোদন ক'রে
অনতিবিলম্বেই ব্যভিচার-প্রবৃত্তিকে
সমূলে উৎপাটন ক'রে ফেল;—
নয়তো বিকট পরিস্থিতি
অন্তরে-বাহিরে নারকীয় অভিযানে
তোমাকে খতমের দিকে টানতে ছাড়বে না,—
অবসন্ন, অভিভূত ক'রে। ৮৫।

ব্যভিচার-বিক্ষুব্ধ মন স্বভাবতঃই
যেমন উচ্ছৃঙ্খল,—
বিশৃঙ্খলও তেমনি;
অলীক কল্পনা তা'র কাছে বাস্তব ধারণা,
তা'র দৃষ্টি ও চিন্তা-ভঙ্গীও তদনুকূল,
দাম্ভিক শ্রদ্ধাহীনতা তার চরিত্রগত লক্ষণ,
আত্মম্ভরী নারকীয় অনুবৃত্তি জীবনে তা'র
পর্য্যায়ী প্রতিক্রিয়ারূপে প্রতিভাত হ'য়ে থাকে;
এই দেখে বুঝে নিও,—
ব্যভিচার কতখানি কা'র অন্তরে
শিকড় গেড়ে চলেছে;
এ-হ'তে রেহাইয়ের একমাত্র পথ—
অচ্যুত, একনিষ্ঠ, শ্রদ্ধোজ্জ্বল সেবা-ব্যাপৃতি—
প্রীতিমুখর বচন, ব্যবহার ও রকম—
বাস্তব চলনে। ৮৬।

যা'রা প্রবৃত্তি-পরতন্ত্রী, আত্মম্ভরী,
হীনমন্যতায় অভিভূত—
তা'রা প্রত্যক্ষভাবে আত্মসমর্থন-প্রবণ,—
নিজের নির্দ্দোষিতাকে প্রতিপন্ন করতে
মুখর চালবাজীতে একটুও পেছ-পা' নয়,

আর, তা'র সমর্থনে যে কী করতে পারে
বা না পারে তা' ভাবাই কঠিন
অন্যকে দোষী করতে আবার তেমনি
নিষ্ঠুরভাবে যা' কিছুর অবতারণা করতে পারে,
তা'রা কার্য্যসিদ্ধির জন্য যে-অনুতাপ করে—
তা'ও প্রহসন মাত্র,
অন্তরেই হোক বা বাইরেই হোক—
নিজের অন্যায় স্বীকার করা
ঘোর অপমানসূচক ও হাস্যোদ্দীপক
ব'লেই তা'রা মনে করে,
বিকৃত ধারণাকে
বিকৃত যুক্তি দিয়ে সমর্থন ক'রে,—
সরাসরি সাফল্য অর্জ্জন করার স্পৃহা
তা'দের অঢেল;—
আর, এইগুলিই সাক্ষ্য দেয়—
তা'দের অন্তর্নিহিত ব্যভিচার কত গভীর। ৮৭।

যিনি তোমাকে আশ্রয় দিয়েছেন,
যিনি তোমার পরমার্থী বান্ধব,
যিনি তোমার রুটি, রুজি,
পরিণয় ও সম্বর্দ্ধনার পরম-সহযোগী,—
যে মুহূর্ত্তে তাঁকে ছেড়ে থাকা
তোমার পক্ষে সম্ভব হ'য়ে উঠল—তোমার স্বার্থে,
এক চোটে তখনই তোমাকে চিনে নিতে পার—
তুমি কতখানি অকৃতজ্ঞ, অসাধু—
সেবা তোমার কতখানি স্বার্থপর—প্রবঞ্চনা-প্ররোচিত;
তুমি তাঁ'কে সততার খোলস প'রে
সমর্থনই কর, আর নিন্দাই কর,
কী প্রকৃতির হাতের মুঠোয় তুমি আবদ্ধ—
এক নিঃশ্বাসেই বুঝে নিতে পার,—
পার তো, এখনও সামাল হও। ৮৮।

তুমি যত বড় বা ছোট'র
আওতায় থাক না কেন,—
সেই রক্ষণাবেক্ষণে যতই
পরিপুষ্ট ও পরিবর্দ্ধিত হও না কেন,—
স্বার্থসন্ধিক্ষু আত্মশ্লাঘী, হাম্‌বড়ায়ী
হীনমন্যতা নিহিত থাকলে তোমাতে,
আশ্রয়দাতা যে তোমার—
তা'তে সশ্রদ্ধ সেবাস্বার্থী কমই তুমি,
দোষাদৃষ্টি, নিন্দক-দুর্ব্বাক্য ও অকৃতজ্ঞতা
প্রতিপদক্ষেপেই তোমাকে অনুসরণ করে,
বিবেকের আসনে তা'রাই তোমার
পরম উপদেষ্টা,
শ্রদ্ধাবনত হওয়া তোমার পক্ষে
একটা দিগ্‌দারী মাত্র;
বিপাক ও বিধ্বস্তির উত্তেজনা
কি তোমাকে ছাড়তে পারে? ৮৯।

তুমি যা'র প্রতি যেমন অবিবেচক হবে,—
তা'র বিবেচনাও তোমার প্রতি
তেমনি অন্ধ ও বধির হ'য়ে চলবে কিন্তু,
তাই, সাধ্যমত কা'রও প্রতি
অবিবেচনা ক'রো না,
অবিবেচনার লাঞ্ছনা হ'তে
অনেকখানি এড়িয়ে থাকতে পারবে;
তুমি ধর্ম্মনেতাই হও,—
রাষ্ট্রনেতাই হও,—
কূটনীতিজ্ঞই হও—
বা যে-কোন নীতির নৈতিকতা নিয়ে
তুমি চলন্ত থাক না কেন,—

তোমার বাক্-চাতুর্য্য, ব্যবহার-চাতুর্য্য,
রকম-সকম যদি মানুষের কাছে
নির্ব্বিরোধ, মনোমুগ্ধকর,
সজাগ হৃৎ-জয়ী না হ'য়ে
খোঁচামারা, বিরক্তিকর, মূঢ়,
ন্যক্কার-জনক হয়,—
যতই তুমি দক্ষ হও না,
কুশল কর্ম্ম-তান্ত্রিকতার মতবাদ নিয়ে
যতই নীতি-কথার অবতারণা কর না কেন,—
অকৃতকার্য্যতা লেলিহান দৃষ্টিতে
তোমাকে অনুসরণ করবেই কি করবে,
অন্তরে তোমার লোকলিপ্সা
যতই থাকুক না কেন—
তুমি লোকসহবাসের উপযুক্ততা
তখনও লাভ করনি,
যতই তুমি সাধু-উদ্দেশ্য-তৎপর হও না কেন,—
লোকরঞ্জনায় সফল-উদ্দেশ্য হওয়া
তোমার পক্ষে দুষ্কর;
তাই, যদি সুফলে সফলই হ'তে চাও
দৃঢ়হস্তে ঐ কদভ্যাসগুলি সংযত ক'রে
সুবিন্যস্ত ক'রে তোল,
তোমার বাক্, ব্যবহার, রকমকে
এমনতর জীবনীয় ও চলন্ত ক'রে তোল—
যা'তে তোমার লোকলিপ্সা মুগ্ধ-তাৎপর্য্যে
মুগ্ধ ক'রে তোলে তোমার পরিবেশকে—
তোমার সংসর্গে;
নয়তো, তোমার সরল আপ্রাণতা
অন্ধ বা বধিরের মতন হাতড়ে-হাতড়ে,
হয়রানে অবশ হ'য়ে পড়বে;—
বলছি আমি—তুমি পারবে না,—
তোমাকেও বঞ্চিত করবে,

আর, যা'র জন্য যা'-কিছু করছ—
তা'কেও বঞ্চিত করবে,
আরো বঞ্চিত হবে তোমার পরিবেশ—
হতাশ, সংক্ষুব্ধ বিক্ষোভে। ৯০।

অন্তরে মানুষ কেমন—
কোন্ বৃত্তি আধিপত্য করছে—
তা' বুঝতে হ'লেই দেখে নিও—
অসতর্ক মুহূর্ত্তে বা উত্তেজনা-পরবশ হ'য়ে—
কামে, ক্রোধে, লোভে,
মদে, মোহে, মাৎসর্য্যে—
কী করছে, বলছে বা কেমন চলছে—
তার থেকে বোঝা যাবে তা'র অন্তর্নিহিত নায়কবৃত্তি,
বুঝে চ'লো;
আবার, ঐ উত্তেজনার আবেষ্টনে চ'লেও
যার ধী, চলন, বলন সৌজন্য-শাসিত
ও স্বস্তি ও সম্বর্দ্ধনা-উদ্দীপী—
সে যেই হোক আর যেমনই হোক,
তা'র অন্তর্নিহিত নায়কবৃত্তি সৎ;
এই যে সৎ—এটা মন্থরবীর্য্যও হ'তে পারে—
সবিচ্ছেদও হ'তে পারে—
তীক্ষ্ণবীর্য্যও হ'তে পারে;
এটা আবার নিরূপিত হয়—
সময়, বাক্য ও ক্রিয়ার সংহতি
যা'র যেমনতর সক্রিয়—তদনুপাতিক
রকম ও ধাতুর বিন্যাসে;
আবার, বাহ্যতঃ কটুভাষী হ'য়েও
কেউ যদি সৎকর্ম্মা,
সাধু-উদ্দেশ্য-প্রণোদিত ও লোকহিতী হয়—
সেখানে বুঝতে হবে অন্তর তা'র সৎ। ৯১।

যা'রা অজ্ঞানী, সন্দেহী, শ্রদ্ধাহীন—
সাধারণতঃ তা'দের বিকৃত ধারণাই
প্রকৃত হ'য়ে প্রকৃতিগত হ'য়ে থাকে,
আর তাই, তা'দের চালচলন,
ভাবভঙ্গী এমনতর দৃষ্টি নিয়ে চলে—
যা'র ফলে, যথার্থ যা'
তা'কেও বিকৃত ধারণায় বিকৃত ভেবে
তা'রই বশবর্ত্তী হ'য়ে চলতে থাকে,
বিভ্রান্তির বিমর্দ্দনে ক্লান্তির বশে
হোঁচোট খেতে খেতে হয়রান হ'য়েও রেহাই নেই,
সব দুনিয়াটাই তা'দের কাছে দোষী—
বিশেষতঃ যা'দের সংস্পর্শে এসেছে,
হতভাগ্য হতাশ্বাসই
অনুগমন করতে থাকে তা'দের;
তা'দের বৈশিষ্ট্য এই—
ভাল করলেও খারাপ ভেবে নেবে,
খারাপ করলেও খারাপ ভেবে নেবে। ৯২।

যা' তোমার আয়ত্তে নেই বা হাতে নেই
তেমনতর ব্যাপারে নিশ্চয়ী-কথা দিও না,
যা' তোমার চেষ্টার আয়ত্তে আছে
তা'তে চেষ্টাসূচক কথা দেওয়াই ভাল,
আর, যা' বিবেচনা ও অনুসন্ধানের
ভিতর-দিয়ে করতে হবে—
'তা' দেখবে'—এমনতর কথা বলাই ভাল;
আরো যে-ব্যাপারে যেটুকু বলবে
সেটুকু করবেই কি করবে,—
এতে তোমার চরিত্রও
প্রয়াস-প্রবুদ্ধ থাকবে—

আর, কথা-খেলাপীর দায় থেকেও
রেহাই পাবে অনেক;—
লোকের কাছে সুনামও বজায় থাকবে। ৯৩।

স্বার্থান্ধ হ'য়ে
শক্তির অসদ্ব্যবহার ক'রো না,—
তোমার শক্তি প্রতি-পারিপার্শ্বিককে যোগ্য ক'রে তুলুক—
সত্তানুকূলে,—সামর্থ্যে;—
ব্যক্তিত্ব বিস্তীর্ণ হ'য়ে উঠবে,
স্বার্থ হ'য়ে উঠবে তুমি সবার,
সত্তা পরিপুষ্ট হবে স্বতঃই। ৯৪।

সংগ্রহ ক'রে যা'রা প্রয়োজনের
বাস্তব পরিপূরণ করতে পারে—সময়মত,
তা'রা স্বাবলম্বী প্রকৃতির;
আর, যা'দের সরবরাহ করতে হয়—
কোন ব্যাপার বা বিষয়ের প্রয়োজনানুপূরণে,—
অথচ করে—আন্তরিকতার সহিত,—
চাকর-প্রকৃতির তা'রা;
আর, যা'রা সরবরাহ চায়,
দেলোয়ারী তছরুপ প্রকৃতিসম্পন্ন বা অপব্যয়ী,
কথা, কাজ ও সময়ের সহিত সঙ্গতিহীন,
উপচয়ে অন্ধ,—
ছন্নছাড়া প্রকৃতি তা'দের সহজ—
সাধুপ্রতারক তা'রা;
যেখানে যেমন প্রয়োজন
বুঝে ব্যবস্থা ক'রো। ৯৫।

হুল নাই এমনতর মাছিই
সাধারণতঃ বীজাণুবাহী বেশী,—

ব্যাধিকে তা'রাই লোকজীবনে
পরিবেষণ ক'রে থাকে প্রায়শঃ;
যা'দের হুল আছে—তা'র সদ্ব্যবহার
তা'রা ক'রে থাকে সাধারণতঃ—
সত্তা-সম্বর্দ্ধনার অন্তরায়-নিরোধে;
তাই বীজাণুবাহী হওয়ার চাইতে
হুলওয়ালা হওয়া বরং ভাল—
যদি সে-হুল ব্যবহৃত হয়—
সপারিপার্শ্বিক সত্তা-হননী
যা'-কিছু—তা'র নিরাকরণে;
শুনেছি—দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুর বলেছিলেন
একটা সাপের উপলক্ষে—
"হিংসা করতেই যেন নিষেধ করেছি—
তাই ব'লে ফোঁস্ করতেও কি নিষেধ করেছি,—
জীবন-সংশয় ক'রে তোলে যা'রা—
তা'দের দিকে?" ৯৬।

পারিপার্শ্বিককে সহ্য করা,
পারিপার্শ্বিকের জন্য স্বাভাবিক স্বার্থত্যাগ,
তা'দের প্রতি সক্রিয় শুভাকাঙ্ক্ষা ও প্রীতি
এবং অশুভকে নিরোধ—
এই হ'চ্ছে লোকের সহজ সম্পদ;—
আর এর অভাব যেখানে যত,
ইতরতাও সেখানে ততটুকু সজাগ। ৯৭।

সহজ বৈধানিক সংস্থিতির
লাক্ষণিক পরিচয় হ'ল—
স্বাভাবিক আচার
ও সহজ চরিত্রগত গুণব্যঞ্জনা—
বংশ ও ব্যক্তিগত। ৯৮।

তোমাতে অনুরক্ত হ'তে, শ্রদ্ধাবনত হ'তে
দানে, মানে, মর্য্যাদায়
সেবানুকম্পী হ'তে—
যেমনতর ক'রেই যে যা'কে
উসকিয়ে তুলুক না কেন,
কিছুই হবে না—উল্টো ছাড়া—
যতক্ষণ না তুমি মানুষকে
দানে, মানে, মর্য্যাদায়—
যেখানে যেমন প্রয়োজন তদনুপাতিক বাস্তবতায়,
অন্তরের সহিত অভিনন্দিত ক'রে তুলছ—
সেবায়, সৌহার্দ্দ্যে, সহযোগী-স্বার্থে,—
ব্যাহত ক'রে বাধায়;
এটা ঠিক জেনো—
এ চরিত্র যতই তোমাতে
বাস্তব হ'য়ে উঠতে থাকবে,
তুমি কুৎসিত হ'লেও
প্রিয়দর্শন হ'য়ে উঠবে। ৯৯।

যেমন কথায়, যেমন ব্যবহারে
মানুষ স্ফূর্ত্তি পায়, কাজ নির্ব্বাহ হয়,
সেবা ও সমীক্ষায় তেমনতর ক'রে
যে চলতে পারে—
সে কিন্তু সত্যিকারের চালাক মানুষ;
দাম্ভিক এলোধাবাড়ি চলৎশীল যা'রা
তা'রা বেকুবই কিন্তু—ফলে। ১০০।

সমঝে দেখ—
কে বা কা'রা তোমাকে পছন্দ করে না;—
কেন? ত্রুটি কোথায়?

আত্মনিয়ন্ত্রণে যত্ন কর তেমনতর চলনে চলতে—
যা'তে উদ্‌গ্রীব হ'য়ে ওঠে তা'রা
পছন্দ করতে তোমাকে;
তা'দের স্বার্থ ও সন্দীপনার
এমনতর ক্ষেত্র হ'য়ে ওঠ তুমি—
তোমার আদর্শ ও বৈশিষ্ট্যকে বজায় রেখে—
যা'তে তাদের জীবনে তোমার খোঁজ
অকাট্য হ'য়ে ওঠে;—
তবেই তো অব্যর্থ। ১০১।

পেলে খুসীতে ধন্য হ'য়ে ওঠে—
অথচ চাওয়া-বাই পেয়ে বসে না,
মানুষের কাছে বলে—মস্‌গুল হ'য়ে,
আত্মপ্রসাদের সক্রিয় কৃতজ্ঞতায়
তৃপ্তও হয়, দীপ্তও হয়,—
প্রতিক্রিয়ায় করার আকৃতি
চকিত-সন্ধিৎসায়, সুখ-উদ্দীপনায় চলতে থাকে,
ক'রে ধন্য হবার লালসায়—
কৃতার্থ হ'তে,—অকপটে,—
নিষ্ঠাপ্রবণ এ-স্বভাব যাদের ভিতর
কিছু-না-কিছু আছে—
তা' দরিদ্রতার প্রতিষেধী—অনেকখানিই। ১০২।

অচ্যুত-ইষ্টনিষ্ঠ, প্রণিধানপ্রবণ, কুশলী,
কর্ম্মমাতাল, ধীর,
লক্ষ্য-বাস্তবী-করণ যা'দের ছাপিয়ে ওঠে
স্বার্থব্যাপৃতিকে,—
তা'রা নির্ভরযোগ্য লোক;
এমনতর মানুষ দৈন্য-পীড়িত কমই হয়,

এরা লোকপ্রিয় হওয়ার ধান্ধায়
ধান্ধিয়ে থাকে না,—
কিন্তু লোকপ্রিয় হ'য়েই ওঠে—সাধারণতঃ—
ব্যবহারে, সেবায়, সক্রিয় অনুকম্পায়। ১০৩।

পাগলও যদি হয়—
আর, তা'র যা'-কিছু সবের ভিতর-দিয়ে
কেন্দ্রায়ণী ঝোঁক যদি
অচ্যুত হ'য়েই চলে—
সক্রিয় সেবামুখর হ'য়ে,
সে ঢের ভাল, ঢের আশাপ্রদ,—
যদিও সে তা' বুঝে না,
সে ঢের পণ্ডিত, ঢের বোদ্ধা সার্থক-বিন্যাসে—
একজন পাণ্ডিত্যাভিমানী,
তথাকথিত ভাল মানুষের থেকে—
যে বেচালকেই সুচাল মনে করে—
বিকেন্দ্রিক চিন্তা ও চলনে চ'লে,
সে যত বড়ই হোক,—
মুখপাত তা'র যতই জৌলুস্‌ওয়ালা হোক,—
বিদ্যা ও বিশ্বসেবার চলনে
যতই চলতে থাকুক না সে। ১০৪।

সেবা

যেখানেই যাও না কেন—
তোমার পারিপার্শ্বিকে অশক্ত, দুর্ব্বল,
দমিতহৃদয়, আর্ত্ত যেখানেই দেখবে—
তা'র পাশে দাঁড়াও, ভরসা দাও,
আশ্বস্ত কর, তুলে ধর তা'কে ইষ্টানুগ-সম্বর্দ্ধনায়—
যতক্ষণ সে যোগ্য না হ'য়ে ওঠে;
যদি পার, এমনি ক'রেই অনুসরণ ক'রো,
আর, তাই ক'রো—
সেও যেন তোমারি মতন
তা'র পারিপার্শ্বিকে তেমনি ক'রে চলে;—
ধর্ম্ম সেবা-শঙ্খে 'জয়তু' ঘোষণা করবে। ১০৫।

তুমি যদি কা'রও জন্য ব্যস্ত না হও,
উদ্‌গ্রীব না থাক,
পরিচর্য্যা-প্রবণ না হও—
চরিত্রে সক্রিয়তায় যদি তা' না ফুটে ওঠে—
লোকে যদি উপভোগ না করতে পারে তা',—
তবে ঠিক জেনো—
তোমার প্রতি ওরূপ করবার আকাঙ্ক্ষা
কারও অন্তরে থাকলেও
কাজে সক্রিয় হ'য়ে উঠবে তা' কমই;
তোমার করণ বা চলন, ব্যবহার
মানুষকে প্রবুদ্ধ ক'রে তোলে—
তোমার প্রতি তেমনি করতে সাধারণতঃ—
কেবল স্বার্থলোলুপ বঞ্চক বুদ্ধি যা'দের—
তা'দের ছাড়া;

তাই, প্রত্যাশা করতে হ'লেই
তোমার পরিবেশে তেমনি ক'রো,—
তুষ্ট ক'রো—পাবেও তা'। ১০৬।

রুগ্ন, অশক্ত, অপারগ যা'রা—
তা'দিগকে পরিপালন করতে
একটুও কুণ্ঠিত হ'য়ো না;
কিন্তু যেন তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থাকে
তা'দের যোগ্যতার দিকে,
স্বাস্থ্য, শক্তি ও সংবোধিতা দেখে
অবস্থানুপাতিক তাদের যোগ্যতাকে বাড়িয়ে দিও—
যতটুকু পার—পরিপোষণে, পরিপালনে;
আদর্শপ্রাণ ক'রে, আগ্রহাপ্লুত ক'রে
সক্রিয় ক'রে তোল তাদের,—
যে, যমন তা'কে তেমনি ক'রে,—উপচয়ে,—
পারিপার্শ্বিক সহ নিজের,
আর, ওকেই বলে ধর্ম্মদান। ১০৭।

সেবা যদি যোগ্যতাকে
জ্যান্ত ক'রে তুলতে না পারে—
যে দিচ্ছে এবং যে নিচ্ছে—উভয়েরই,
ধর্ম্মকে দীপ্ত ক'রে তুলতে না পারে—
সার্থক সামঞ্জস্যে, উপচয়ে, আদর্শে,
সে-সেবা কিন্তু বন্ধ্যা,
তা' ব্যর্থতারই পূজারী,—
ধর্ম্ম বা ধৃতির কিছু নয়কো,—
স্বার্থপ্রতিষ্ঠা ভাঁওতা ও অকর্ম্মণ্যতারই
অভিনন্দন। ১০৮।

দাও-থোও, যাই কর—
আর, যত ভালবাসার কথাই কও না কেন,
একানুবর্ত্তিতার সহিত শ্রদ্ধার্হ চলনে—
মানুষের সাহচর্য্যের সহিত যতদিন পর্য্যন্ত
ওগুলি না করছ—বাস্তবে,
কেউ তোমার ভাবে ভাবান্বিত হ'য়ে উঠছে না কিন্তু,
আর, তোমাতে দানাও বেঁধে উঠবে কম,
মানুষের ধী এমনই দুর্ব্বল সাধারণতঃ। ১০৯।

তোমার কোন সেবা, সাহায্য বা সুব্যবহার
যদি কাউকে তা'র শুভকারীর প্রতি
অকৃতজ্ঞ, কৃতঘ্ন বা বেদনাদায়ক ক'রে তোলে,—
তা' তোমাকেও ছাড়বে না—
যতই অনুকম্পী সহযোগী হও না কেন;
প্রস্তুত থেকো প্রতিক্রিয়ার জন্য,
তাই, অমনতর সেবা বা সুব্যবহার
'সু'এর মুখোসপরা 'কু'-ই—হৃদয়ের অন্তরালে,
কৃতঘ্নী ক্রূরতা ছাড়া আর কিছু না;
তা' পাপ—
সামাল থেকো। ১১০।

মনে রেখো, তুমি তোমার
শুভাশুভের জন্য যেমন দায়ী,
তোমার পরিবেশের জন্য
তেমনতরই তুমি;
তোমার বাঁচা, তোমার বাড়া,
তোমার কাছে যেমন সার্থক,—
যা'দের সাহচর্য্যে, পরিপোষণে
তুমি বাঁচবে—বাড়বে,

তা'দের বাঁচাবাড়ার জন্যও
তেমনতরই তুমি প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট—
সব দিকেরই দায়িত্ব নিয়ে;
তুমি দরিদ্রতায় নিষ্পেষিত
হ'তে চাও না—
বিপাক-বিধ্বস্ত হ'তে চাও না—
এই না-চাওয়াকে সার্থক-করার মূলে আছে তা'রাই—
যাদের সাহচর্য্যে তুমি তোমাকে
স্বস্থ ও সম্বর্দ্ধনশীল ক'রে রাখতে পারবে;
তাই, উৎকণ্ঠ-আগ্রহ-কর্ম্মতৎপরতায়
তোমাকে নিজেকে এমনভাবেই
নিয়োজিত করতে হবে—
যা'তে তা'রা কিছুতেই দরিদ্র না হ'য়ে ওঠে—
বিপাক-বিধ্বস্ত না হ'য়ে ওঠে;
পারস্পরিক সানুকম্পী সহযোগিতায়
প্রতি-নিজেরই অর্জ্জনী তৎপরতায়
প্রতি-প্রত্যেককেই অমন ক'রে তুলতে হবে—
মন্দ যা'-কিছু—তা' নিরাকরণ ক'রে;
আর, ঐটিই হ'চ্ছে—
ইষ্টী-পূত উৎকর্ষী ধর্ম্মের ভিত্তি;
এটা যদি না কর—
পাপ ও পাতিত্য তোমাকে কিছুতেই ছাড়বে না,—
তা' যেমন নৈতিকতায়,
তেমনি সামাজিকতায়,
তেমনি রাষ্ট্রীয় বিধিব্যবস্থায়। ১১১।

সংগঠন

যদি কোন সংহতি গণ-সংহতিতে ফাটল সৃষ্টি করে
তা' কিন্তু ভাল নয়;
আর, ফাটল যদি এমন হয়—
যা' অকাট্য সুসংহতিরই স্রষ্টা—সব নিয়ে সর্ব্বতোভাবে,
সে ফাটলও কিন্তু ভগবানের আশীর্ব্বাদ;—
যদিও ফাটল নিন্দনীয়ই—
সাধারণতঃ। ১১২।

সংহতি যা' শয়তানী—
তা' নিন্দনীয়,
আবার, সংহতি যা' সৎ—
তা' বন্দনীয়;
আর, যা' সৎ-মুখোসে অসৎ-চলনশীল,
তা' কিন্তু ভণ্ড, কপট,—
নিরয়-নাচে শয়তানের অভ্যর্থনা। ১১৩।

যা'রাই কর্ম্মপ্রাণ হ'তে চায়—
সহযোগী সংগঠনী ধাঁজ যদি তা'দের না থাকে,
তা'রা যতই সুকর্ম্মা হোক না কেন,
হামেশাই তা' ভণ্ডুলস্পর্শী হ'তে থাকবে;
তাই, বিচক্ষণ চক্ষুতে, সাদর উদ্বোধনায়
সহযোগী সংগ্রহে তৎপর থেকো,—
নয়তো, তোমার চলনই তোমাকে বোকা ক'রে ফেলবে,
কৃতকার্য্য করাতেও পারবে না কাউকে,
নিজেও হ'তে পারবে না তা'—
মনে রেখো—সাবধানে। ১১৪।

তুমি কী করতে চাও, কেন চাও?—
এ চাওয়াটার উদ্ভব হ'ল কি ক'রে তোমাতে?
তোমার বাহ্যিক এবং আভ্যন্তরীণ সমাবেশগুলির
একটা বিশেষ নিয়ন্ত্রণে
এ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে কিনা তোমাতে?—
যদি তা' হ'য়ে থাকে—
অর্থাৎ তোমার প্রকৃতিই বাহ্যিক এবং আভ্যন্তরীণ
সংঘাতের ভিতর-দিয়ে
এমনতর চাওয়ায় উপনীত হয়েছে—
এই-ই যদি হ'য়ে থাকে,
তবে ঐ চাওয়ায় তোমার আগ্রহ কেমনতর?
এটা কি উদগ্র হ'য়ে
তোমাকে উদ্যমাকুল ক'রে তুলেছে?
না,—এই আগ্রহের ভাঁওতার ভিতর-দিয়ে,
তোমার প্রবৃত্তিগত ক্ষুদ্র স্বার্থের পরিপোষণী টান
তা'র প্রয়োজন-ক্ষুধা মিটানোর পথ খুঁজছে?
যদি তা' হয়ে থাকে,—
তোমার এই চাওয়াটা কিন্তু চাওয়াই নয়,
এ নিরর্থক,—
তুমি পারবে না এটা মূর্ত্ত করতে,
আর, বাস্তবে আয়ত্ত করতে,—পেতে;
আর, তা' যদি না হ'য়ে থাকে,
তুমি পারবে হয়তো;
যা' করতে যাচ্ছ সে-চাওয়াটা
যদি অমলিনই হ'য়ে থাকে,—
তোমার ঐ উদগ্র আগ্রহ কি
ক্ষুদ্রস্বার্থী বা অন্যস্বার্থী প্রয়োজন-পূরণকে
উপেক্ষা করতে
নির্ম্মম ক'রে তুলেছে তোমাকে স্বভাবতঃ?
নিরাশীও ক'রে তুলেছে—
প্রচেষ্টায় অক্লান্ত ক'রে তুলে কুশল-কৌশলে?

তোমার চাওয়া কি এমনতর
কল্পনাবিভোর হ'য়ে উঠেছে?
তা' পেতে হ'লে যা' করতে হয়
তা'র পথগুলিও কি ফুটে উঠেছে
তোমার কল্পনার চক্ষে—
পর্য্যায়ী রকমারী নিয়ে—
ভাল-মন্দ, খুঁটি-নাটি, পক্ষ-বিপক্ষের মাঝখান দিয়ে
ব্যবস্থিতির স্বতঃ-উৎসারণায়,—সমাধানে?
যদি তা' হ'য়ে থাকে,
অন্তরে তুমি অনেকখানি এগিয়েছ;—
তোমার চাহিদা যদি অমলিন, আগ্রহ-উদ্‌গ্রীব হ'য়ে
প্রকৃতিতে আবির্ভূত হ'য়ে থাকে—
তবে এগুলি স্বতঃই পরিস্ফুট হ'য়ে উঠবে
তোমাতে অবিলম্বে,—
আর, না হ'য়ে থাকলে
এখনও তোমার চাওয়াটা
অনাবিল হয়নিকো,—
তাই, এমনতর অবান্তর কিছু সৃষ্টি করছে
যা'-দিয়ে তোমার ঐ পরিকল্পনার
বাস্তব পরিণয়ন
বিলম্বিত ক'রে তুলতে পারে;
যদি তা' ক'রে থাকে—
তখনও তুমি শুদ্ধ হ'য়ে ওঠনি,—
আবিলতা তখনও আছে,—
প্রণিধান প্রাণবান হ'য়ে ওঠেনি তখনও—
যা'র দীপ্তিতে তোমার পথ পরিষ্কার
ও সহজ হ'য়ে ওঠে,—
সময় ও সুযোগকে ধ'রে ত্বরান্বিত ক'রে তোলে;
ঐ চাওয়ার ভিতর অনেক স্বার্থ-সন্ধিক্ষু প্রবৃত্তি-পুঁটলি
ইতস্ততঃ ঘুরে বেড়াচ্ছে কিন্তু,
তাই, দৃষ্টি তোমার

স্বচ্ছ হ'য়ে ওঠেনি এখনও;
আবার মনে কর, তেমনতর কিছু নেই—
ঐ করার আকাঙ্ক্ষা তোমাকে
এমনতর সক্রিয় উদ্‌গ্রীব ক'রে তুলেছে
একটা উদগ্র উদ্যমে—
যা'তে করার ভিতর-দিয়ে
ওটাকে মূর্ত্ত করা ছাড়া
কোন উপভোগই মুগ্ধ করতে পারছে না,
মজিয়ে তুলতে পারছে না তোমাকে,
তখন ভেবে দেখ, তা' করতে কী কী প্রয়োজন,—
সে-প্রয়োজনগুলি সংগ্রহ করতে থাক,
আবার, ঐ সংগ্রহগুলির বিন্যাস ও ব্যবস্থা
কেমনতর ক'রে করলে
তোমার উদ্দেশ্যের পরিপূরণ হ'তে পারে,
তেমনি ক'রে তা'দিগকে নিয়োজিত কর—
যা' অন্তরায় ঘটাতে পারে তা'র নিরোধ ক'রে;
আরো মনে রেখো, তোমার চাওয়া যেন
এমনতর কিছু চেয়ে না বসে—
যা' অন্যের প্রতি একটা হৃদয়বিদারক
সংঘাত সৃষ্টি করে,—
বরং তোমার আপূরণে
তা'রাও যেন পরিপূরিত হয়—
তোমার চাহিদা তা'দের কাছে
আপাত-বিক্ষোভী হ'লেও,
বিদ্বেষ বা হিংসার বিষে
কারও হৃদয়কে জর্জ্জরিত ক'রে না তোলে,—
তোমার কৃতকার্য্যতা যেন
আশীর্ব্বাদ বিচ্ছুরণ ক'রে
অভিনন্দিত করে সবাইকে
প্রীতি-উৎসেচনী সত্তা-সম্বর্দ্ধনায়—
এমন-কি, যে তোমার শত্রু তা'কেও;

তোমার যদি এতে আরো লোকের প্রয়োজন হয়—
তোমার অনুপ্রেরণা যা'দিগকে
ঐ অমনতর ক'রে তুলেছে—
একটা স্বতঃ-সঙ্গতির যৌথ-একতায়,—স্ববৈশিষ্ট্যে,—
তা'রাই কিন্তু তোমার বান্ধব-সহকর্ম্মী,—
তা'রাই তুমি,—তুমিও তা'রাই;
আবার, যখনই দেখলে এদের ভিতর
বিদ্বেষ, বিপাক বা স্বার্থ-চাহিদা
এসে উপস্থিত হয়েছে,—
বুঝবে, তা'দের আগ্রহ
অমনতরভাবে উদ্দীপ্ত হয়নি,—
তা'র ভিতর আবিলতা ঢের আছে,—
প্রবৃত্তি-প্রলুব্ধ হীনমন্যতার হাতছানির মোহ থেকে
তখনও রেহাই পায়নি তা'রা কিন্তু;
আর, সে-উদ্যম—আগ্রহ
তাই তা'দের চরিত্রেও প্রতিফলিত হ'য়ে উঠছে না,
তা'রা ওর ভিতর-দিয়েই
একটা অনাসৃষ্টির সৃষ্টি ক'রে
নিজেদের অতটুকু স্বার্থের জন্য
হয়তো সব জিনিষটাই পণ্ড ক'রে দিতে পারে;
তা'দের নিয়ে যদি চলতে হয়—
প্রীতিপূর্ণ, মিষ্টি অথচ কড়া নজর রেখে,
তেমনি ব্যবহার নিয়ে,
তীক্ষ্ণ আপদ-বিচ্ছেদী ব্যবস্থায় প্রস্তুত থেকে,
ঐ রকমের ভিভর-দিয়ে অনেক সময়ই
তা'দের উদ্যমও উদগ্র হ'য়ে উঠতে পারে;
আর, ঐ উদগ্র উদ্যম—যা' চরিত্রে
ফুটে উঠেছে তোমার বা তোমাদের,—
ঐ চরিত্রে এমনতর একটা চুম্বকত্ব সৃষ্টি করে—
কথায়-বার্ত্তায়,—চালচলনে,
আচারে-ব্যবহারে,—রকমে-সকমে,—

পরিস্থিতিতে তা'রা যাদু-দণ্ডের মত কাজ ক'রে যায়,—
অসম্ভবকে সম্ভব ক'রে ফেলে—লহমায়;
যুক্তি, জেল্লা, প্রীতি
তা'দের চরিত্রে মহিমান্বিত হ'য়ে—
যেখানেই যাক না কেন—
তা'দিগকে আত্মপ্রসাদে উদ্দীপ্ত ক'রে তোলে,
কৃতিসম্বেগও অঢেল হ'য়ে ওঠে তাদের ভিতর,—
যেখানে যে-অবস্থায় যেমনটি করণীয়—
চতুর চলনে সুকৌশলে
নির্ব্বাহ করবার ধাঁজও
তা'দের ভিতর যাদুকরের মতন
মাথা-তোলা দিয়েই থাকে—
বিচক্ষণ দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে,
ব্যবস্থা ও ব্যবহারের দক্ষ তৎপরতায়;
আর, যা'তে পাওয়াটা বাস্তবে মূর্ত্ত হ'য়ে ওঠে—
খুঁটিনাটি-সহ প্রত্যেক যা'-কিছুর সমাবেশে—
তা' মূর্ত্ত করতে বিশ্বকর্ম্মার মতন
সিদ্ধহস্ত হ'য়ে ওঠে তা'রা,—
পরিস্থিতির এমনই
স্বস্থ বিন্যাস ক'রে তোলে—
সহজ সলীল গতিতে;
যা' চাচ্ছ তা' মূর্ত্ত হ'য়ে ওঠে—
নন্দন-সুষমায় বিভোর হ'য়ে। ১১৫।

বিবেচনা ক'রে যা'কে যে-কাজের ভার দিয়েছ—
একটু অসুবিধা হ'লেই তা'কে সরিয়ে দিও না;
বরং দেখ সজাগ চক্ষুতে তা'কে,—
সুফল-সম্ভাব্য হ'লে এমন চাপ দাও
যা'তে সে উপযুক্ত হ'য়ে ওঠে,—

কুশল হ'য়ে ওঠে যোগ্যতায়—সানন্দে;
তা'তে তা'রও ভাল—
তোমারও উপযুক্ত লোকের সংখ্যা
বেড়ে যাবে ধীরে ধীরে,—
নয়তো, লোকাভাব কোনদিনই মিটবে না কিন্তু। ১৬৬।

যা'কে মনোনয়ন করছ যে-কাজে—
যদি তা'কে উদ্বুদ্ধ ক'রে
উদ্‌গ্রীব আগ্রহান্বিত ক'রে তুলতে না পার—
সক্রিয়ভাবে,
ধ'রে রেখো, তোমার মনোনয়ন
ব্যর্থই হ'য়ে উঠবে বেশীর ভাগ;
আরো বলি,
কোন কাজে—যা' নিজের করণীয় তা'তে
অন্যের উপর যত নির্ভর না করা যায়
ততই ভাল। ১১৭।

যে-কর্ম্মে যা'কেই নিয়োজিত কর না কেন,—
সংস্কৃতি-সম্বুদ্ধ ভাবানুকম্পিতা হ'তে
তা'কে বিরত ক'রে তুলো না;—
ইষ্ট-সংযোগ বা সংসর্গের
বিচ্যুতি আসতে পারে—
এমনতর-কিছু কইতে বা করতে যেও না;
তপঃ-প্রবৃত্তিকে উদ্দীপ্ত ক'রে রেখো—
সংস্কৃতির পথে,
নইলে-কিন্তু গোড়া উল্টে গিয়ে
যা'-কিছু সবটারই
খতম এনে দেবে। ১১৮।

আদর্শ-সেবায় সম্বুদ্ধ যে যেমন,—
তা'র রকমের ভিতর-দিয়ে
যে-সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে বা হ'চ্ছে যে-রকমে—
পারত-পক্ষে তা'র ব্যত্যয় ঘটাতে যেও না,
বরং কথোপকথনের ভিতর-দিয়ে বিহিতভাবে
তা'কে সংশুদ্ধ ও সংবুদ্ধ ক'রে তুলো,—
আগ্রহে উদ্দাম ক'রে;—
নজর রেখো ব্যত্যয় ও বুদ্ধিভেদ ঘ'টে না ওঠে,—
তাহ'লে সে কিছু ক'রে উঠতে পারবে না কিন্তু—
গুলিয়ে যাবে সব ভাল তা'র;
এমন কি, তোমার রকমে
তা'কে নিয়ন্ত্রিত করতে হ'লেও—
তা'র ঐ নিজস্ব রকমকে বুঝে,
উদ্যমী আনতিকে
কুশল-কৌশলী প্রেরণার ভিতর-দিয়ে
নিয়ন্ত্রিত করতে হবে,—
যা'তে সে বুঝতে পারে—
তা'রই স্বতঃউদগমী সিদ্ধান্ত ওটা;
কাজ যদি পেতে চাও,
উদ্যমী উদ্যোক্তা ক'রে তুলতে চাও কাউকে,—
একটু নজর রেখো ঐ-দিকে। ১৯৯।

যদি কাজই চাও—
কৃতীই যদি হ'তে চাও—কৃতকৃতার্থে,—
সহযোগী তোমার যে যেমন
তা'র রকমকে ভিত্তি ক'রে
সম্মুদ্ধ ক'রে তোল তা'কে—উদ্যমী প্রেরণায়,—
নিজেও অমনতর থেকে—বাস্তব চরিত্রে,—
আর, তা' যেন হয় তা'দের নিজেদেরই
স্বতঃউৎসারণী উদ্দীপনা—
আপ্রাণ আকৃতির অভিদীপ্তি;—

দেখবে বিদ্যুৎ-কৰ্ম্মা হ'য়ে চলতে থাকবে;
তাই বলি, "ন বুদ্ধিভেদং জনয়েৎ অজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাম্"
অর্থাৎ অজ্ঞান বা অল্পবোধি কর্ম্মসহযোগীদের
বুদ্ধিভেদ করতে যেও না। ১২০।

দায়িত্বে ঢিল দিয়ে,
কোন কাজে অন্যতে নির্ভর ক'রো না—যত পার;
তাই ব'লে, লোককে ব্যবহার করার বুদ্ধিকেও
খতম ক'রে দিও না;—
নির্ভর না করতে চেষ্টা কর,
কিন্তু ব্যবহার করতে পটু হও;
কারণ, লোক না হ'লে
লোকের চলাই দুষ্কর;
সার্থক হবে প্রায়শঃই। ১২১।

আলসে অনুপযুক্ত সহযোগী
উপচয়বিহীন, স্বেচ্ছাচারী, পোষাকী,—
খরচার বরযাত্রী। ১২২।

ঘৃণা, হিংসা ও পারস্পরিক অসহিষ্ণুতা ত্যাগ ক'রে
বৈশিষ্ট্যপূরণী সক্রিয় ইষ্টানুগ-চলনে,
সহযোগিতায়,
বাস্তবে নিবিড় ঐক্য-সংবদ্ধ হ'য়ে চলাই হচ্ছে—
জন ও জাতির শ্রী ও সম্বৰ্দ্ধনার উদার বৰ্ত্ম;—
তা' সব দেশেরই,—সব দ্বিজাধিকরণেরই,
সব বৈশিষ্ট্যেরই—পারস্পরিকতায়। ১২৩।

সঙ্কীর্ণ প্রাদেশিকতাকে অপনোদন কর—
বিধিসিদ্ধ, বৈশিষ্ট্য-পরিপোষণী,
সবর্ণ এবং অনুলোমক্রমিক

আন্তঃ-প্রাদেশিক পরিণয় উদঘাটন কর,
উৎকর্ষী প্রজনন অকাট্য ক'রে তোল,
সমাজও গঠন কর তদনুপাতিক,
বৃত্তিও নিয়ন্ত্রণ কর তেমনতর,
পারিবারিক শ্রম ও কৃষ্টিকে
উচ্ছল ক'রে তোল—উপচয়ে—
পারস্পরিক বৈষম্য তিরোহিত ক'রে,—
যা'তে পরস্পর পরস্পরের স্বার্থ হ'য়ে ওঠে,—
বিধানকে বিধায়িত কর তেমন ক'রে;
উৎক্রমণী ঐক্যসম্বুদ্ধ বিরাট সমষ্টিকে
এমন ক'রে সাজিয়ে তোল—
যা'তে প্রত্যেক ব্যষ্টি-স্বাতন্ত্র্য
সমষ্টি-স্বাতন্ত্র্যেরই
সক্রিয় বাস্তব প্রতীক হ'য়ে ওঠে—
ইষ্টানুগ উৎকর্ষে;—
দেশ তোমার স্বর্গ হ'য়ে উঠুক—
একটা সমবায়ী বিশ্বরাষ্ট্রে উদ্ভিন্ন হ'য়ে উঠুক
প্রত্যেকটি ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য,
প্রত্যেক অন্তরে নারায়ণ জাগ্রত হ'য়ে উঠুন;—
তিনি সবার হউন—
সবাই প্রত্যক্ষভাবে তাঁরই হ'য়ে উঠুক—
অচ্ছেদ্য—অভিন্নভাবে,—অচ্যুত-সম্বেগে। ১২৪।

বৈশিষ্ট্যমাফিক শ্রমকে নিয়ন্ত্রিত কর,
শিক্ষাকে সর্ব্বতোমুখী ক'রে তোল—বাস্তবে,
যেন তা' বৈশিষ্ট্যকেই সত্তায় সার্থক ক'রে তোলে;
এমনতর ক'রে—যা'তে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য
তা'র যোগ্যতা দিয়ে
প্রত্যেক বৈশিষ্ট্যকে সমুন্নত ক'রে তুলতে পারে—
তা'র সর্ব্বতোমুখী কৃষ্টি নিয়ে—
স্বতঃ-সার্থক উন্মাদনায়;

প্রত্যেক স্বাভাবিক প্রবণতা ও পারগতা
প্রত্যেকেরই স্বার্থ-সম্পদ হ'য়ে ওঠে—
বিভিন্নে উদ্ভিন্ন হ'য়ে নিজেরই আকৃতিতে,—
জীবন ও আদর্শের সেবায়—
স্বতঃ-সহজ ঐক্য-সংহতিতে;
বাস্তব চলন এমনতর যতই
বিভিন্নের ভৃতিমুখর,—
যোগ্যতায় সংহতিও হ'য়ে উঠবে—
তেমনতর দৃঢ়। ১২৫।

ঐক্য দাঁড়ায়—পূর্ব্বপূরয়মাণ আদর্শগ্রহণে,
তিনি যদি সার্থক-সমন্বয়ী, জীবন্ত হন—
তাই-ই শ্রেয়;
ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য দাঁড়ায়—
সমাজে আদর্শনিষ্ঠ সহযোগিতায়;
আর, বিভবের পরিবেষণ হয়—
ঐ একনিষ্ঠ পারস্পরিক স্বার্থ-সংবর্দ্ধনী সেবায়—
যা'তে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য সমষ্টি-স্বাতন্ত্র্যে
উদ্বর্দ্ধিত হ'য়ে ওঠে—বাস্তবে;
আবার, এ সবগুলির অনুপ্রেরক হ'চ্ছে—
পূর্ব্বপূরয়মাণ বর্ত্তমান মহানে
প্রতি-বৈশিষ্ট্যেরই সংগঠনী-সেবা-সম্বুদ্ধ অনুচলন;
যেমন সত্তা ও শরীর—
শরীরের প্রতি-বিশেষ অংশই তা'র নিজের মতন
পারস্পরিক সহযোগিতায়
সত্তানুপূরণী কর্ম্মে নিয়োজিত—
নিজ আত্মপুষ্টির সহিত যেমনতর,
জীবনপ্রবাহও তেমনি প্রত্যেকটি বৈশিষ্ট্যকে
তেমনি ক'রেই জীবনীয় ক'রে তুলছে;
আবার, ঐ সমবায়ই হ'চ্ছে শক্তি,
আর, এর ব্যতিক্রমই ব্যাধি বা গ্লানি। ১২৬।

অর্থনীতি

বাস্তব নিয়ন্ত্রণে অর্থকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত করা—
যা'তে—তা' নিয়োজিত করছ যা'তে
তা'র সক্রিয় সম্বর্দ্ধনার সহিত
নিজে উপচয়ে চলন্ত হ'য়ে,
পরিস্থিতিকেও পরিপোষণে
উন্নতি-সমাবেশী ক'রে
আরোতে চলন্ত হ'য়ে চলে,
এমনতর কুশল-প্রয়োগই
অর্থনীতির অন্তর্নিহিত তাৎপর্য্য। ১২৭।

ধন যদি শ্রমের উৎকর্ষী ও উপচয়ী হ'য়ে
তা'র বিহিত-পরিপোষণী না হয়,
তা' নিরর্থক, আত্মঘাতী,—
জন ও জাতির সর্ব্বনাশা। ১২৮।

খাদক যদি খাদ্যের উপচয়ী না হয়—
তা' যেমন বিড়ম্বনার,
তেমনি শ্রম যদি ধনের উপচয়ী না হয়—
তা'ও দুঃখ ও দুর্দ্দশার। ১২৯।

উপচয়ী-প্রতিযোগিতা নেই
অথচ ধন ও শ্রমবিরোধ আছে,—
তা'র মানেই, দেশের সত্তা-সম্বর্দ্ধনা
নিরুদ্ধ, ক্ষয়িষ্ণু, বিষাক্ত—দুর্ব্বল;—

কিন্তু দেশের সুদিন সহাস্য তখনই—
যখনই উপচয়ী-সহযোগিতার ভিতর-দিয়ে
ধন ও শ্রমের সার্থক-সমন্বয়ে
পোষণ ও বর্দ্ধনমুখর হ'য়ে চলে;—
তৃপ্তি দান্ত-পরিচর্য্যায় সমুন্নতচলৎশীল তখনই। ১৩০।

উপচয়ী শ্রম ধনেরই ধাতা,
আর, সত্তার সম্বর্দ্ধনার ভিতর-দিয়ে
তা' যখন শ্রমকে পরিবেষণ করে,
উৎসাহী ক'রে তোলে,—
সে অর্থ হয়—শ্রম-ত্রাতা। ১৩১।

শ্রমকে তাচ্ছীল্য ক'রো না—
শ্রমিক-স্বভাবকে পরিপোষণ ক'রে
উপচয়ী শ্রমে,
মিতব্যয়িতা যদি বজায় থাকে—
ধন তোমাকে সম্বৃদ্ধ ক'রেই তুলবে;
শ্রমিকই ধনিক হ'য়ে ফুটে ওঠে,—
অব্যভিচারী শ্রম লক্ষ্মীরই উদ্‌গাতা। ১৩২।

পরিশ্রম কত তা'তে কিছু আসে যায় না,
কত সময়ে, কী করায়,
তা'র বাস্তব প্রস্তুতি কতখানি—
আর, জনগণের তা' প্রয়োজনীয় কতখানি—
তা'তেই তো তা'র দাম—
নয়ত কি? ১৩৩।

কা'রও প্রতিপাল্য বা প্রতিপালিতই যদি হও—
তার অর্থ, দেওয়া বা প্রতিপালনে দাঁড়িয়ে

তাকে যদি দেড়া বা দ্বিগুণ উপচয়ী
ক'রে তুলতে না পার,—
বুঝে রেখো—
তোমার পারগতা তখনও অকৃতজ্ঞ,
খাঁক্‌তির গণ্ডীর বাইরে তখনও তুমি দাঁড়াওনি—
তোমার পাওয়াও
খাঁক্‌তি-প্রত্যাশামুখী প্রায়শঃ তখনও। ১৩৪।

সাম্য যেখানে সুসঙ্গত নয়,
নিয়ন্ত্রণ যেখানে বিকৃত,
আদর্শপ্রাণ সহযোগিতা যেখানে সক্রিয় নয়কো,—
প্রাচুর্য্য সেখানে যতই উচ্ছল হোক—
পুষ্টি সেখানে প্রস্তরীভূত হ'য়ে
নিরেট আত্মঘাতী প্ররোচনায়
সর্ব্বনাশা হ'য়ে দাঁড়ায়। ১৩৫।

সাশ্রয় যদি আশ্রয় না দিতে পারে,
পরিরক্ষণ, পরিপোষণ,
পরিপূরণ করতে না পারে—
তা' বিকট কিন্তু। ১৩৬।

জন্মাও অঢেল—
পরিবেষণও কর তেমনি,
চুরির পরিশ্রমে রাজী হবে কম লোকই। ১৩৭।

চুরি-শিক্ষার প্রকৃষ্ট বিদ্যালয়ই হ'চ্ছে—
কম জমান, ঘাটতি ফেলা—আর
পরিবেষণে জটিল—জংলা নিয়ন্ত্রণ;

অভ্যস্ত হ'য়ে উঠলে,
অপ্রয়োজনেও তা' করার প্রবণতা
জাগরূক থাকে—
যেন না-ক'রেই তা পারে না;
ভালতেই হোক আর মন্দতেই হোক
অভ্যস্ত প্রকৃতিই প্রকৃতি সৃষ্টি করে। ১৩৮।

চলতে যদি রাস্তার দূরত্বকে
হামেশা ভাবতে থাক,
চলায় দম কমে যাবে;
তেমনি খরচের জায় সামনে রেখে
যদি চলতে যাও,
অর্জ্জনের আগ্রহ ঢিলে হবে অনেকখানি;
তাই, অর্জ্জনে দক্ষ হ'য়ে চল—
উপচয়ী পদক্ষেপে
অব্যবস্থিত না হ'য়ে,
অর্জ্জনপটু হবে। ১৩৯।

প্রয়োজন—যা' স্বল্প,—তা'কেও অপরিহার্য্য ক'রে,
মূল্যকে আরো বড় ক'রে ধরা—শ্রমবিমুখ হ'য়ে—
এই হ'চ্ছে পরভুকের বিশিষ্টতা;—
আর, শ্রমভুক্ যে—
তা'র প্রয়োজনকে সঙ্কুচিত ও পরিচ্ছন্ন ক'রে
স্বল্পসাধ্য ক'রে,
মূল্যকে খাটো করার প্রবণতাই বেশী। ১৪০।

বেকার-সমস্যাকে যদি তাড়াতেই চাও—
শ্রমিককে ধনিক ক'রে তোল,

মহাযন্ত্রের পরিবর্ত্তে গার্হস্থ্য-যন্ত্রের
প্রতিষ্ঠা ক'রে তোল,
উৎপাদন—বিহিত-যা'—তা'কে প্রাচুর্য্যে
অবশ্যম্ভাবী ক'রে তোল,
অজ্ঞকে হাতে-কলমে বিজ্ঞতায় উন্নীত কর,
গবেষণাকে গরীয়সী ক'রে তোল গণকল্যাণে,
ব্যষ্টি-স্বাতন্ত্র্যকে সমষ্টি-স্বাতন্ত্র্যে পরিপূরণী ক'রে
সহযোগিতায় উদ্বর্দ্ধনী ক'রে তোল,
নিষ্ঠা, সেবা, সহানুভূতিতে সক্রিয় ক'রে তোল—
পারস্পরিক সহযোগিতার ভিতর-দিয়ে—
আদর্শ-পরিপূরণে ও পরিবেষণে;
সত্তা-সম্বর্দ্ধনার অপচয়ী যা'—
নিরোধ কর তা'কে—অমোঘভাবে,
সুস্থ প্রত্যেকেই যাতে স্বতঃ—শ্রমনিয়োজিত
হ'য়ে উঠতে পারে—
ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রিত কর তেমনি;
বৈশিষ্ট্যমাফিক সুষ্ঠু শ্রম সবারই শ্রেয় ও জীবনীয়;
স্বর্গ সার্থক হ'য়ে উঠবে—
প্রতি-জীবনে তখনই—
আত্মপ্রসাদে—সুখে—জ্ঞানে। ১৪১।

নেতা

অসঙ্গতি ও অবনতিমূলক অপপ্রচার ক'রে
বিপ্লব আনতে যেও না—
সে-বিপ্লব শয়তানকেই ডেকে আনবে,
আত্মপ্রতিষ্ঠা, বিরোধ, ফাঁকিবাজী-আহরণ
কণ্টকাকীর্ণ মরণসঙ্কুল ক'রে
ছারেখারে দেবে দশ ও দেশকে;
পরিপূরণী মূর্ত্ত-আদর্শে
সম্যক্ নীত হও,—
সার্থক হ'য়ে উঠুক সমাধানে
তোমার অহংপ্রমুখ বৃত্তিনিকর,
তোমার সেবা সম্বর্দ্ধনাকে ডেকে এনে
সহজ ক'রে তুলুক তোমার জীবন,—
তবে তো নেতা;
আর, সে-নেতৃত্ব তোমার সহিত সবাইকে
নন্দিত ক'রে তুলবে। ১৪২।

যে নিয়ন্ত্রিত নয়—
সে কি নেতা হ'তে পারে?
নিয়ন্ত্রণ কি ক'রে করতে হয়—
তা' তার বোধের অগম্য,—
বরং সে হয়—বিশৃঙ্খলারই উদগাতা। ১৪৩।

পরিপূরণী আদর্শে অচ্যুতির সহিত,
সব রকমে নীত হও—
তবে তো তুমি নেতা হ'য়ে উঠবে,
আর, সে-নেতৃত্বে সবাইকে সর্ব্বতোভাবে

উৎকর্ষমুখর ক'রে তুলবেই কি তুলবে;
তোমার ঐ আদর্শানতি
বিচ্ছুরিত হ'য়ে, সবাইকে
তোমাতে আনত ক'রে তুলবে,—
সঙ্ঘবদ্ধ হবে সবাই,—শক্তি পাবে সবাই,
শক্তি, বৃদ্ধি, কান্তি ও চেষ্টা
উদ্বর্দ্ধিত হ'য়ে উঠবে—সাফল্যে। ১৪৪।

রাজনীতি

ধর্ম্মাচরণ—ধ'রে রাখে সত্তাকে—সবারই,
যেমন ব্যষ্টিকে,—আর তা-ই নিয়ে,
তেমনি ক'রেই—সমষ্টিকেও,
দাঁড়িয়ে থাকে ধর্ম্মের উপর সব,
ধারণ করে—ধ'রে রাখে ধর্ম্ম—যা'-কিছুকে;—
আর, তা-ই যদি হয়
রাষ্ট্র দাঁড়াবে কোথায়,—ধর্ম্ম বাদ দিয়ে?
তাই ধর্ম্মই হ'চ্ছে ভিত্তি—
আর, তা' যেমনতর দৃঢ়,
রাষ্ট্রও দাঁড়িয়ে থাকে তা'র উপর,
তেমনি অটুট সত্তায়;
ধর্ম্ম ছাড়া রাষ্ট্র যা'—
সত্তা-হারা শরীরও তাই। ১৪৫।

যে-রাজনীতিতে সত্তা-চর্য্যা নাই,
বৈশিষ্ট্য-পরিপালন নাই,
আদর্শপ্রাণতা নাই—
অসৎ-নিরোধ নাই—
সেখানে ধর্ম্মও নাই;
আর, যা'তে ধর্ম্ম নাই—
সে রাজনীতি তো নয়ই,—
অন্য কিছু হ'তে পারে;
আর, এটাও ঠিক—
ধর্ম্মে কোন সাম্প্রদায়িকতা নাই;
ধর্ম্ম সেখানে প্রকৃত-প্রবুদ্ধিপরায়ণ, অকপট,—
সেখানে সম্প্রদায় থাকতে পারে—সমন্বয়ে,

সাম্প্রদায়িকতা নাই,—অসহযোগিতা, বৈষম্যও নাই;
আছে সহযোগিতা, আছে ঐক্য—সদাচার,
আর আছে, ছোটকে বৃদ্ধিপর ক'রে তোলা,—
বড়কে স্বস্থ করা—আরো করা। ১৪৬।

যা'তে স্ব ধরা রয়েছে—
তা'তেই হ'চ্ছে স্ব-এর অধীনতা,
স্ব যখন তা-ই নিয়ে
সেই হ'চ্ছে স্ব-এর স্বাধীনতা;—
তবেই হ'ল—
পারস্পরিক, সক্রিয় সহযোগিতা ছাড়া
স্বাধীনতা হয় না;
পারস্পরিক সহযোগিতাপূর্ণ ব্যষ্টি ও সমষ্টি যখন,
তখনই সে বা তা'রা স্বাধীন। ১৪৭।

মা, বাপ, ভাই, বোন,
স্ত্রী, পুত্র, আত্মীয়, স্বজন, কুটুম্ব, বন্ধুবান্ধব,
পারিপার্শ্বিক, পরিস্থিতি, দেশবিদেশ ইত্যাদির ভিতরে
যখন বাস্তবভাবে দেওয়া-নেওয়ার ভিতর-দিয়ে
সক্রিয় সহানুভূতি ও সহযোগিতায়
পারস্পরিক সংগঠন সৃষ্টি করে,—
মানুষ আদর্শপরিপূরণী, কর্ম্মঠ ও অর্জ্জী হ'য়ে ওঠে—
প্রত্যেকের পূরণে, পোষণে, রক্ষণে,
অশিষ্ট-দমনে—
স্বাধীনতা তখনই আসে সত্যিকার হ'য়ে;—
আর, তা' চলে উচ্ছল উন্নতিতে,
—ওর তাৎপর্য্যই ওইখানে;
আর, ভারতে চন্দ্রগুপ্ত, ধর্ম্মাশোক,
সমুদ্রগুপ্ত, বিক্রমাদিত্যাদি ছিলেন
এর খানিকটা বাস্তবপরিণয়নী সিদ্ধপুরুষ। ১৪৮।

যা'তে থাকাটা বিদ্যামান থাকে—
সত্তাও তা' নিয়ে,
তা' বাদ দিয়ে নয়কো,—
যা' যা' দিয়ে তুমি—তা' তা' নিয়েই তুমি,—
তা'কে বাদ দিয়ে যদি
তুমি তুমিই থাকতে চাও—
তোমার থাকাটা তেমন ক'রে বা তেমনভাবে
কিছুতেই হ'য়ে উঠবে না,
তোমার থাকার অনুপূরক
বা হওয়ার অনুপূরক যা'-যা'-কিছু
তা' নিয়েই কিন্তু তোমার সত্তা,—
আর, তা-ইই বৈশিষ্ট্য—
সত্তা বা স্ব শাসিত হ'চ্ছে বা নিয়ন্ত্রিত হ'চ্ছে
যা' যা' থাকায়—অন্তর্নিহিতভাবে,—
তোমার জন্মতাৎপর্য্যে। ১৪৯।

আত্মসমর্পণ ক'রেই আছে
বা করতেই হবে তা'র কাছে—
যা' তোমার সত্ত্ব বা সৎ,
আর, তা'-ই তোমার বাঞ্ছিত বা ইষ্ট;
আবার, সশ্রদ্ধ অনুসরণ করতে হবে তাঁরই—
যিনি তাঁ'কে জানেন—যিনি আচার্য্য—
আচরণের ভিতর-দিয়ে জেনেছেন,—
অর্থাৎ ঋষি—বিধিকে জেনেছেন
তা'র খুঁটিনাটি যা'-কিছু নিয়ে;—
আর, ঐ অনুসরণের ভিতর-দিয়েই
পাবে তুমি—পুষ্টি, সম্বর্দ্ধনা ও স্বস্তি;
তাই, এই অনুসরণ বা অনুচলন নিয়ে যে-তুমি
সেই-তুমি স্বাধীন
বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্যসম্পন্ন;

আবার, ঐ অনুসরণ—
যে-অনুসরণের ভিতর-দিয়ে তোমার তুমি
বেঁচে আছে ও সম্বর্দ্ধিত হ'চ্ছে—
প্রত্যেক-তুমির সহযোগিতায়,—
বৈশিষ্ট্যানুক্রমিক পারস্পরিক সেবার ভিতর-দিয়ে—
তা-ই হ'চ্ছে তোমার বা তোমাদের
দাঁড়াবার ভিত্তি, রাষ্ট্রের ভিত্তিও তাই;
আর, ঐ নীতিগুলি যা' অনুসরণ ক'রে
বাঁচবে ও বাড়বে—
পারস্পরিক সহযোগিতার সেবা-সৌকর্য্যে
অসৎ যা' তা'কে নিরোধ ক'রে—
সেইগুলি হ'ল আইন বা শাসন;
এই শাসনকে যত অবজ্ঞা করবে,
তোমার বেঁচে-থাকা বা বেড়ে-চলাও
তত ক্ষুণ্ণ হ'য়ে উঠবে,—
বিচ্ছিন্নতা ও বিধ্বস্তির কবলে
তুমি আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হবে;
তার মানেই,—মৃত্যুতে অবসান হওয়াকেই
আবাহন করবে। ১৫০।

স্বাধীন যদি হ'তে চাও—
তা' উৎকর্ষের দিকেই—অবাধে;
সাথে-সাথে যদি অপকর্ষকে
নিরুদ্ধ না কর,—
উৎকর্ষ ঠাট্টায় অপনোদিত হবে—
তা' সহজেই অনুমেয়। ১৫১।

সুবিপ্লব—যা' মানুষকে সমুন্নত ক'রে তোলে—
যত পার তা' আন,

আর, বিদ্রোহ কর অমঙ্গলের সাথে—
যা' মানুষকে অবনত ক'রে তোলে;
কিন্তু সাবধান থেকো—
বিপ্লবের দোহাই দিয়ে
বিদ্রোহকে ডেকে এনে
অমঙ্গল ও অবনতির উল্লম্ফনকে
বাড়িয়ে দিও না—
ওই মহাপাপে ছারেখারে যাবে তুমি
ও আরো অনেকেই,—
বিধ্বস্ত হবে সবাই;
মনে যেন থাকে—তোমার বিপ্লব বা বিদ্রোহ
যেন অবনতকে উন্নতপ্রয়াসী ক'রে তোলে—
উন্নতকে আরোতে উৎকর্ষী ক'রে;
নতুবা, তুমি হবে তোমার এবং দশের যম। ১৫২।

চমূ যেখানে সংখ্যালঘু, দুর্ব্বল,
নিয়ন্তৃহীন, স্বল্পসম্ভার ও অনিয়ন্ত্রিত,—
সেবাপটু, প্রখর ও দীপ্তপ্রাণ নয়,—
অরি—সে যেই হোক,—
প্রচণ্ড ও প্রাণঘাতী। ১৫৩।

চমূ যেখানে নেতৃপ্রাণ, প্রদীপ্ত-হৃদয়,
প্রখর, সেবাপটু, সুসম্ভার-সজ্জিত,
দক্ষ, সংহতি-প্রবণ, ক্ষিপ্র, কূটকৌশলী—
শত্রু যেমনি হোক না কেন,—
সে চমূ অরিন্দম। ১৫৪।

চমূকে শক্তিশালী, সংহত ও সুশিক্ষিত ক'রে
যথারীতি বিন্যাস করা মানে—

এ নয়কো—দাম্ভিক, অন্যায্য বিরোধ সৃষ্টি করা,—
আর, পর বা পারিপার্শ্বিকের সত্ত্ব বা সত্তাকে
গায়ের জোরে অভিভূত ও আয়ত্ত করা;
সুনীতি-শাসনে
দুষ্ট যা' তা'কে প্রতিনিবৃত্ত করা,—ঠাণ্ডা করা,—
নিপীড়িতকে সাহায্য করা—এইত!
আর, এর উল্টো হ'লেই—
শয়তানপন্থী হ'লেই
শ্রেয়কেই হারাবে কিন্তু। ১৫৫।

চর যদি সুনিষ্ঠ, সূক্ষ্ম, দূরদৃষ্টিপ্রবণ,
চকিত, উপস্থিতবুদ্ধিসম্পন্ন না হয়,—
চলনই তা'র বিপর্য্যয় ডেকে আনতে পারে। ১৫৬।

প্রিয়, সুদর্শন, বিজ্ঞ
শান্ত, অবস্থা-নিয়ন্ত্রণী-কূটকৌশলী,
সার্থকবাগ্মী, সদ্বংশজ, দক্ষ, পরিশ্রমী,
অচ্যুত ইষ্টনিষ্ঠ, দান্ত যে—
দৌত্য কিন্তু তা'তেই মানায়। ১৫৭।

রাজা কিংবা পুরোধ্যাসীর
অমাত্যমণ্ডলী-সহ প্রথমেই হওয়া উচিত—
পূর্ব্বপরিপূরণী, আদর্শে-আত্মাহুত, বিনয়ী,
অক্ষুব্ধভী, সার্থক-স্বল্পভাষী অথচ বাগ্মী,
কূট, ক্ষিপ্র, তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন,
সময়-সদ্ব্যবহারী, আদর্শপ্রতিষ্ঠ,—
লোকসেবায় পরিরক্ষণী, পরিপোষণী ও পরিপূরণী,—
সামঞ্জস্য, সমাবেশ, সমাধান ও নিয়ন্ত্রণে
লোকের অচ্যুত অনুরাগ বা আসক্তির কেন্দ্রস্থল,—

প্রত্যেককে পারস্পরিক সহযোগী সক্রিয় প্রবোধনায়
সম্বর্দ্ধনমুখর;—
তিনিই বাস্তবভাবে
লোকরঞ্জক রাজা বা পুরোধ্যাসী। ১৫৮।

যিনি পূর্ব্বপূর্য্যমাণ গণদেবতা—গণ-প্রতিভূ যিনি—
অর্থাৎ রাষ্ট্রপাল, রাষ্ট্রনেতা যিনি—
তাঁকে বাস্তব-সক্রিয়তায় সম্বর্দ্ধিত ক'রো,—
আর, এই সম্বর্দ্ধনাই তাঁর পূজা;—
তিনি বহু কল্যাণ-বিধায়ক—
তাঁর সম্বর্দ্ধনায় যদি দৃঢ়-সঙ্ককল্প না হও—
তাঁর অন্তরস্থ বহু মঙ্গলও
তোমাদিগেতে সার্থক হ'য়ে উঠবে না কিন্তু,—
মনে রেখো, এটা তোমাদের নিত্য করণীয়—
বাস্তব সক্রিয়তায়;—
আর, দিক্‌পাল যা'রা—
সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁ'দিগকে
অমনি ক'রেই পরিবর্দ্ধন ক'রো—
যদি ব্যষ্টি-ব্যক্তিত্বের সহিত
সমষ্টি-মঙ্গলের উদ্বর্দ্ধন করতে চাও;
আমাদের অষ্টবসু, দিক্‌পাল
এবং গণদেবতা-পূজারও তাৎপর্য্য ঐখানে;
মনে রেখো, এ নিত্যকরণীয় আর্য্যবিধি,
আর, এ সবই সার্থক ক'রে তুলো
সমন্বয়ী সার্থকতায়
তোমার ইষ্টে। ১৫৯।

মানুষকে আদর্শে আনত ক'রে তোল—
দীক্ষিত ক'রে তোল সেই একে,—কৃষ্টিপটু ক'রে,
কর্ম্ম-ব্যাপৃত ক'রে রাখ—

উপচয়ী উৎপাদনী শ্রমপ্রবর্ত্তনায়—
জন্মগত বৈধানিক সংস্কারানুপাতিক,
প্রগতিপ্রবণ বর্ণানুসংযোগী পরিণয় প্রবর্ত্তন কর—
উন্নতিমুখে,
সাম্যে নিয়ন্ত্রিত কর যার যথা প্রয়োজন,
শুধু উপভোগ-অৰ্জ্জী না ক'রে
ইষ্টানুপূরণে অর্জ্জী ক'রে তোল—
প্রত্যেকের প্রতিপ্রত্যেককে
সক্রিয় সহযোগী সেবায়—
পরিরক্ষণে, পরিপোষণে, পরিপূরণে,
অশিষ্ট-দমনী চমূ-বিন্যাস এমনতর কর—
যা'তে কুৎসিত যা'—
তা' নিরস্ত হয়—লোপ পায়;
শাসন, সংহতি ও কর্ম্মপ্রয়াস
সামঞ্জস্যে এমনতর হ'লে
শান্তি সবাইকে প্লুত ক'রে তুলবে। ১৬০।

সবকে ধারণ করতে পারে,
সবকে গ্রহণ করতে পারে,
সবকে রক্ষণ করতে পারে,
সবকে পূরণ ও নিয়ন্ত্রণ করতে পারে,
প্রতিলোকবৈশিষ্ট্যকে অটুট রেখে
উদ্ধর্দ্ধনে উৎকর্ষ-সম্বেগী করতে পারে—
ছোটকে বড়র দিকে—বড়কে ছোটর দিকে নয়কো,—
ধর্ম্মের মূর্ত্তি যদি এই হয়, তা-ই রাষ্ট্রধর্ম্ম,
রাষ্ট্রধর্ম্ম কেন—বিশ্বধর্ম্ম বললেও অত্যুক্তি হয় না;
যিনিই রাষ্ট্রনায়ক হন—
তিনি যদি এমনতর আদর্শে সক্রিয়ভাবে
নিবেদিত ও নিয়ন্ত্রিত না হন,—
তাঁর রাষ্ট্রনায়কত্ব বা পুরোধ্যাসিত্ব
বিকৃত, বিচ্ছেদ ও বিভ্রান্তির স্রষ্টা। ১৬১।

তোমার প্রিয়পরম যিনি,
তোমার অন্তরের সম্রাট যিনি,
তোমার ইষ্ট যিনি—
তাঁতে অনুরাগ যত অচ্ছেদ্য হ'য়ে উঠবে—
রাষ্ট্রব্যবস্থিতির সম্ভাব্যতাও
ফুটে উঠবে ততই তোমাতে;
কারণ, তোমার অন্তর্নিহিত প্রবৃত্তিগুলি
সম্যক্ দর্শনের ভিতর-দিয়ে
ইষ্ট-সার্থকতায় যতই ব্যবস্থিত হ'য়ে উঠবে,
যোগ্যতাও তেমনি বাড়বে—
যা' রাষ্ট্রের ব্যবস্থিতিকে
বাস্তবায়িত ক'রে তুলতে পারবে—
পরিবেশের পারস্পরিক বোধ-উদ্দীপনার ভিতর-দিয়ে—
সক্রিয় সামঞ্জস্যে;—যদি চাওই তা';
আর, ঐ ইষ্টানুরাগ অচ্ছেদ্য না হ'লে
বিদ্যাভিমানী বিচ্ছিন্নতাই
তোমার সহকর্ম্মী ও পরিবেশকে বিচ্ছিন্ন ক'রে তুলবে,
সশ্রদ্ধ অনুরাগের বদলে পাবে—
বীতশ্রদ্ধ, স্বার্থলোলুপ, বিরাগী বিচ্ছিন্নতা;
সম্যক্ একনিষ্ঠা দিতে পারে—
শ্রদ্ধা ও চলনে নিরন্তরতা,
সম্যক্ নিয়ন্ত্রণ দিতে পারে—
সমঞ্জস সমাধান,
আর, সম্যক্ সমাবেশ দিতে পারে—
শক্তি বা যোগ্যতা—ভিতরে এবং বাইরে—
যা' স্বতঃ হ'য়ে ওঠে
জীবনকে কেন্দ্র ক'রে—পরিবেশে। ১৬২।

আমার মনে হয়
যা'রা শ্রমণ—যতি—বা সন্ন্যাসী,
তা'দের শাসক হ'তে নেই—

অপরিহার্য্যের আহবান-ব্যতিরেকে,
বিচার, নিয়ন্ত্রণ, নিরোধকে
সত্তা-সম্বর্দ্ধনী পরিবেষণে,
আপূরণী পরিচর্য্যায় সেবা-নিরত রেখে,
লোক-কল্যাণ-নিরত হওয়াই তাদের বিশেষত্ব—
বিরোধকে ব্যাহত ক'রে—
উদীয়মান সামঞ্জস্য নিয়ে;
আর, এই নিয়ন্ত্রণ—
শাসক হ'তে প্রতিটি ব্যক্তি, ব্যাপার ও বিষয়—
জীবনকে যা' ক্ষোভযুক্ত ক'রে তোলে—
তা'কে নিরোধ ক'রে—
সম্যক্ সমীক্ষা ও বিচারে
সম্বর্দ্ধন-মুখর হ'য়ে ওঠে যাতে,—
তা-ই তা'দের জীবনের স্বতঃ-উৎসারণা
—আত্মপ্রসাদী তীর্থ হ'য়ে ওঠা উচিত। ১৬৩।

ধর্ম্মঘট যেখানে বাতুল,
অপকর্ষপ্ররোচিত—
জন ও জাতিকে ধারণ করে না,
পালন করে না, সম্বর্দ্ধিত করে না—
তা' বিপত্তিঘট;—
অন্তরালে তা'র বিচ্ছিন্নতা ও বিভ্রান্তি
আপদ-অপেক্ষায়
ওত পেতেই থাকে। ১৬৪।

আইন যত কড়া—
অপকর্ম্মাও পাকা তেমনি;
ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্যোৎকর্ষী বিহিত বিন্যাসে

অপকর্ম্মের প্রয়োজনীয়তাকে
নিরাকরণ করাই হ'চ্ছে—
অকপর্ম্ম-উদ্ধারের মৌলিক পথ। ১৬৫।

ব্যাধিগ্রস্ত বিধান
শাসনে বিকৃতি ও বিসর্জ্জনকেই
আবাহন করে। ১৬৬।

বিধান বা উন্নতিকে উপাসনা করে না,
বৈশিষ্ট্যকে আরাধনা করে না,
শ্রেষ্ঠকে অর্ঘ্য প্রদান করে না,
অথচ সাম্যের বোলচালে মুখর—
তা' কপট, সর্ব্বনেশে—
আত্মঘাতী। ১৬৭।

যে-সরকার আইনের আশ্রয়—
কিন্তু মানুষের নয়—
তা' বিকৃত-মস্তিষ্ক রাহাজানি মাত্র। ১৬৮।

আশ্রিত-পালক, লোকরক্ষী,
লোকপোষক,
উৎক্রমণী লোকপূরক সরকার
লোকানুরাগেরই কেন্দ্রস্থল,—
শক্তি-অধ্যুষিত আধার। ১৬৯।

কৃষ্টি-শাসিত সমাজ
রাষ্ট্রের রাজমুকুট। ১৭০।

রাজা বা রাষ্ট্রে আনুগত্যই যদি চাও—
তবে প্রথমেই কৃষ্টি বা উৎকৃষ্টে
আনুগত্য স্বতঃ ক'রে তোল,
তবেই তা' সম্ভব;
যেখানে কৃষ্টিতে, উৎকৃষ্টে বা বৈশিষ্ট্যে
অনুগতি বা অভিবাদন নেই,—
সেই রাষ্ট্র, রাজা বা রাজত্ব
ভূতের বাসা ছাড়া আর কিছুই নয়কো। ১৭১।

শাসনতন্ত্র সহজ তখনই,—
আদর্শতন্ত্র যখন একনিষ্ঠ, নিরাবিল,
শ্রমই সেখানে স্বাস্থ্য ও তৃপ্তি,
অন্তরই কৈফিয়ৎ-কর্ত্তা,
কৃতি-সমাধানই উত্তর। ১৭২।

রাজতন্ত্র বা প্রজাতন্ত্র যখনই প্রবৃত্তিতান্ত্রিকতায়
গা' ভাসিয়ে চল্‌তে সুরু করে,—
অবজ্ঞা ক'রে বৈশিষ্ট্যানুগ, সত্তা-সম্বর্দ্ধনী
আদর্শ, ধর্ম্ম ও কৃষ্টিকে—
অন্তর-প্রতিক্রিয়ায়, তা'র ভিতর থেকেই
স্বতঃ-অঙ্কুরণায় গজাতে থাকে
সেই নীতিবাদ, সেই শাসন
যা' ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যকে অবদলিত ক'রে
সর্ব্বহারা হ'তে বাধ্য করে। ১৭৩।

যদি ইষ্টনিষ্ঠ, অচ্যুত, একানুবর্ত্তী না হও,—
যদি তোমার দৈনন্দিন কর্ম্মজীবনে

ধর্ম্মকে প্রতিপালন না কর,—
তোমার যা'-কিছু বৈশিষ্ট্য নিয়ে—কুশলকৌশলে,
যদি তুমি শ্রম-কুশল উৎকর্ষী চলনে না চল—
সানুকম্পী, সহযোগী, সক্রিয়, সেবা-সৌকর্য্য নিয়ে
সুশৃঙ্খল দক্ষতায়,—
তোমার চরিত্র যদি সত্য ও ন্যায়ে
সক্রিয়ভাবে এমনতর জৌলুস বিকীরণ না করে—
যা'তে প্রতি-প্রত্যেকের কাছে তুমি শ্রদ্ধার্হ হ'য়ে ওঠ,
তোমার সংসর্গে সশ্রদ্ধ অনুরাগোদ্দীপ্ত হ'য়ে
লোকে যদি চরিত্রবান না হ'য়ে ওঠে,—
সম্বর্দ্ধিত না হ'য়ে ওঠে জীবন-চলনে—
অন্ততঃ এগুলির ছিটেফোঁটাও
যদি তোমার চরিত্রে না থাকে—
ব্যক্তিত্বকে জড়িয়ে, সুষ্ঠু দৃঢ়তায়
স্বতঃ-উৎসারণশীল হ'য়ে,—
তুমিই হও আর তোমরাই হও—
যদি প্রতিপ্রত্যেকে পারস্পরিকভাবে
নিজের এবং নিজ জাতিগত
কৃষ্টি-বৈশিষ্ট্যোৎকর্ষী সত্তা-সম্বর্দ্ধনের
বিরোধী যা', অশুভ যা', অমঙ্গল যা',—
যেখানে যেমনতর প্রয়োজন,
তা'কে তেমনতর বিরোধ ক'রে না চল
বিক্ষোভকে প্রশমিত ক'রে,—
যে-শাসন বা যে-নীতিই
তোমাদের শাসনভার গ্রহণ করুক না কেন,
তা' ব্যর্থ হ'য়ে উঠবেই কি উঠবে—
শুভ-সম্বর্দ্ধনী হ'লেও;
ওতেই আবার জীবনের আত্মরক্ষণ-প্রবৃত্তি
এমনিতর শাসন-নিগড় সৃষ্টি ক'রে তুলবে—
যা'তে বৈশিষ্ট্যকে লাঞ্ছিত ক'রে,
ইষ্ট, কৃষ্টি ও ধর্ম্মহারা ক'রে,

সরীসৃপের সম্মোহিত শিকারের মত
তোমার উন্মাদ-প্রবৃত্তি-প্ররোচনা
ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যকে ডুবিয়ে, বাধ্য করবে তোমাকে
তা'র কবলে গা' ঢেলে দিতে;
আর, তোমার ব্যক্তি-স্বাতন্ত্রী স্বতঃ-আত্মনিয়ন্ত্রণকে
দাসত্ব-নিগড়ে আষ্টেপৃষ্ঠে-ললাটে
আবদ্ধ ক'রে তুলতে থাকবে তা' তখন থেকেই,—
একটা শঙ্কা-শাসিত মৃত্যু-ভীতিকে
জাগরূক রেখে তোমার সম্মুখে;
আগুন-ছাড়া তপ্ত-কটাহেও আর স্থান মিলবে না তখন—
বেঁচে থেকেও,—
তোমার ধর্ম্ম বা সত্তাশাসক ঐ হ'য়ে উঠবে—
স্বতঃ-শাসনে,—
আর তা' ততক্ষণ,—যতদিন পর্য্যন্ত তুমি তোমার
প্রবৃত্তি-বিক্ষোভে গা' ঢেলে দিয়ে চলছ;
তোমার দুর্ব্বলতাকে তুমি খাতির করতে পার,
কিন্তু দুর্নীতি তা'র সুবিধা নিতে কসুর করবে না;
আবার, যোগ্যতর যে—সে যেমনই হোক,—
অন্যের উপর আধিপত্যও করবে তেমনতর;
তাই শায়েস্তাকারী বিপাক ছাড়া—
সর্ব্বনাশা শাসন ছাড়া—
তোমাকে আয়ত্তে রাখবে কে?—
যে-শাসন এই তোমাদেরই আত্মঘাতী বিক্ষোভেরই
কুটিল আমন্ত্রণ;
তাই যত পার, বিরোধ না ক'রে
অশুভ যা' তা'কে নিরোধ কর,
মন্দ যা' তা'কে এগুতে দিও না,
উৎকর্ষী উদ্দীপনায় উদ্দাম হও—
ও উদ্যমী ক'রে তোল তোমার পরিবেশকে,
আদর্শানুগ সহযোগী সম্বর্দ্ধনা
স্বাধীন উদ্যমে স্বতঃ হ'য়ে

শুভে সম্বর্দ্ধিত ক'রে তুলুক সবাইকে;
জীবনকে অবজ্ঞা করলে
যমই তোমাদের একমাত্র অবধারিত আশ্রয়;
যদি জীবনই চাও—বোঝ,—কর, চল—
আর, চলন্ত ক'রে তোল সবাইকে তা'তে। ১৭৪।

লোকহিতী, একসূত্র-সঙ্গতি-সার্থক,
বৈশিষ্ট্যপূরণী, ব্যক্তিস্বাতন্ত্রী, গণস্বার্থী যা'রা—
তা'রা যদি তা'দের বিবেচনায় নিকৃষ্ট কোন প্রথা
বা পন্থার বিরুদ্ধে সঙ্ঘর্ষ বা যুদ্ধ-ঘোষণাও করে—
আর, এ সঙ্ঘর্ষের ভূমি
যদি স্বার্থসন্ধিৎক্ষু হাম্‌বড়াই না হ'য়ে
ব্যক্তিস্বাতন্ত্রী লোকহিত হয়,—
তোমার বিবেচনায় বিভ্রান্ত হ'লেও—
তা'দিগকে যুদ্ধ-অপরাধী ক'রে দণ্ড-নিদেশ জারি করা
এমন একটা নিষ্ঠুর প্রভাব সৃষ্টি করে—
যা' মানুষকে বিবেচিত ক'রে তোলে,
সন্ধিগ্ধ ক'রে তোলে—
উৎসাহান্বিত না ক'রে—লোকহিতব্রতে;
যদি তোমার বাস্তব যৌক্তিক আলোচনা দিয়ে
তা'দিগকে সংশুদ্ধ ও সংবুদ্ধ করতে পার—
তা-ই কিন্তু তোমার কাজের হবে,
পাবে তাকে—প্রাণবন্ত লোক-জীবন-উদ্বর্দ্ধনীরূপে;
কারণ, অমনতর বৈশিষ্ট্যপ্রাণ
দুনিয়ার বুকে কমই আবির্ভূত হয়। ১৭৫।

আমার মনে হয়, জমিদারদের জমিদারিগুলি
যদি স্বত্বস্বামিত্বওয়ালা
আধা-সরকারী লোকায়ত্ত সম্পত্তি হয়,—

জমিদারেরা সরকারের সহযোগিতায়
তা'দের সম্পত্তির জনগণকে
সর্ব্বতোভাবে শিক্ষা ও কর্ম্মে সমুন্নত ক'রে,
বাস্তবে প্রত্যেককে তা'র বৈশিষ্ট্যমাফিক
উৎকর্ষে উপচয়ী ক'রে তুলতে পারে—
পরিরক্ষণে, পরিপোষণে, পরিপূরণে—
রাষ্ট্রিক নিয়ন্ত্রণের ভিতর-দিয়ে—সব রকমে,
স্বত্বস্বামিত্বে অচ্যুত থেকে—বাস্তব লোকসেবায়,—
আর, সে-নিয়ন্ত্রণ
যদি প্রজা-প্রতিনিধির ভিতর-দিয়ে নিষ্পন্ন হয়
—বিহিতভাবে—তা-ই ভাল,
এতে স্বাতন্ত্র্য ও সমষ্টি দুই-ই
বজায় থেকে, হাত ধরাধরি ক'রে
বৃদ্ধিপর হ'য়ে উঠবে;—
শান্তি ও স্বস্তি-প্রসাদে সার্থক হ'য়ে উঠবে। ১৭৬।

যা'র ভিতর-দিয়ে—
পরিশুদ্ধভাবে গণ গজিয়ে ওঠে,
সেই অনুশাসনী নিয়ন্ত্রণই প্রজাতন্ত্র;
মোট কথা, প্রজাতন্ত্র মানেই হ'চ্ছে
সঙ্ঘতন্ত্র বা বর্ণানুগ সমাজতন্ত্র—
যা'র অনুশাসনে শাসিত হ'য়ে
জনগণ বিশুদ্ধভাবে গজিয়ে উঠতে পারে—
প্রতিপ্রত্যেকে নিজের বৈশিষ্ট্য
ও ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের উপর দাঁড়িয়ে,—
ব্যষ্টি ও সমষ্টিগতভাবে—সম্বর্দ্ধনার পথে,
প্রত্যেকটি সঙ্ঘের বৈশিষ্ট্যানুশাসিত,
সক্রিয় স্বার্থ-সহযোগিতায়—
প্রত্যেকটি বিশেষ নিয়ে,
কৃষ্টি ও আদর্শের পথে চ'লে—

প্রত্যেক বৈষম্যের সাম্য-সহযোগিতায় রকমারিতে
একতান্ত্রিক বিশেষ-বৈশিষ্ট্যানুশাসিত ক'রে,—
সেই এককে পরিপালন, পরিপোষণ, পরিপূরণে
শক্তি ও সম্বর্দ্ধনায় নিরন্তর ক'রে তুলে
প্রতিপ্রত্যেকে নিরন্তর হ'য়ে,
আর, প্রজাতন্ত্রের প্রাণই ওখানে;
আবার, গণ ও কেন্দ্রীয় সরকারের বিপর্য্যয়ে
সুনিয়ন্ত্রিত জমিদারী প্রথা
একটা সংঘাত-সঙ্কোচক সংস্থার মতই কাজ করে। ১৭৭।

জাতীয় জীবনে পঞ্চদশী

১। প্রত্যেক বৈষম্যের সাম্য-সহযোগিতায় রকমারিতে
পূর্ব্বতন ঋষি ও পিতৃপুরুষে যা'রা সশ্রদ্ধ,—
তাঁদের অনুভূতিগুলি যা'দের ভিতর অন্বিত হ'য়েও—
বর্ত্তমান জীবন্ত আদর্শে সেবাসক্রিয় ও সংহত যা'রা;

২। নিষ্ঠায় সুনিষ্ঠ যা'রা;

৩। ধর্ম ও কৃষ্টি যা'দের কর্ম্মমুখর,
পরাক্রম ও প্রীতিউচ্ছল,—সংহত;

৪। ধর্ম্মমন্দির, ধর্ম্মানুষ্ঠানের প্রতি
যা'রা সহজ-সশ্রদ্ধ ও স্বতঃই সংস্কারপ্রবণ;

৫। অনুসন্ধিৎসা, সহযোগিতা
ও ব্যক্তিগত তপশ্চরণ বাদেও
সমবেত প্রার্থনা ও সম্মেলনে স্বাভাবিকভাবে
অভ্যস্ত যা'রা;

৬। যা'রা প্রজ্ঞাবৃদ্ধ, বিদ্বান,
আদর্শপ্রাণ, সৎ, সুকর্ম্মপরায়ণ
ও ব্রহ্মবিৎ ব্রাহ্মণদিগকে সহজ শ্রদ্ধাবনত অর্ঘ্যে
অভিনন্দিত ও পরিপালিত ক'রে থাকে;

৭। প্রবৃত্তি-প্রলোভন, বিরোধ বা ব্যতিক্রম
বিপর্য্যস্ত ও পরশ্রীকাতর ক'রে তোলে না যা'দের;

৮। শাশ্বত, বহুপরীক্ষিত, প্রাচীন বিধানকে
প্রবৃতি-পরবশতায় যা'রা অপঘাত তো করেই না,—
বরং ঐ দাঁড়ায় চ'লে তা'র পরিমার্জ্জন
ও চিরপরিপূরণ-তৎপর যা'রা;

৯। প্রতি বর্ণ বা সম্প্রদায়ের
পালন, পোষণ ও উৎকর্ষাভিধ্যানপ্রবণ যা'রা;

১০। স্ত্রী যাদের যথাযথভাবে সুপরিচালিত;

১১। অনুলোম-পরিণয় যা'দের
কুলসংস্কৃতি-পরিপোষক;

১২। যা'রা নিজের বৈশিষ্ট্যকে না হারিয়ে
অন্যকে প্রয়োজনানুপাতিক
আপ্ত ক'রে, পরিপোষক ক'রে নিতে জানে
কিংবা ক'রে নিয়ে চলে—
নিজেরই অঙ্গীভূত ক'রে;

১৩। প্রতিলোম-পরিণয়—
ব্যক্তি, সম্প্রদায়, সমাজ ও রাষ্ট্রগতভাবে
নিরুদ্ধ যা'দের;

১৪। স্বাস্থ্যসংরক্ষণী সদাচার
ও সহযোগী শ্রম যা'দের স্বাভাবিক,
কুশল-কৌশলী উপচয়ী শ্রম
ও উৎপাদন-পরিবেষণী সেবা
যোগ্যতার উৎকর্ষ যোগ্যতর ক'রে
সহজ সম্পদে অধিষ্ঠিত করে যা'দের;

১৫। আর, প্রয়োজনের পূর্ব্বেই প্রস্তুতি যা'দের
সদা স্বতঃসিদ্ধ—
তা'রা শাশ্বত-বৈশিষ্ট্য-বিবর্দ্ধনী,
দুনিয়ায় তারা অজেয়,—
পরাভূত করতে পারে তা'দের
বা বিপর্য্যস্ত করতে পারে তা'দের—
দুনিয়ায় এমনতর কেউ আছে কিনা জানি না;
যদি তোমাদের গৌরব-কিরীট
জীবন্ত ও অমর ক'রে রাখতে চাও,
অমরণপথের যাত্রী হ'য়েই চলতে চাও,—
যত সত্বর ঐ অমর-নীতিতে
অভিষিক্ত হ'য়ে উঠবে তোমরা—
অমর গান গরীয়ান্ সুরে
স্তুতি-উচ্ছল ক'রে তুলবে তোমাদের;—
ঠিক জেনো,—
অজেয় তোমরা,—
অজেয় তোমরা—
অজেয় তোমরা। ১৭৮।

যা' বাঁচাবাড়াকে ধ'রে রাখে
কেন্দ্রায়িত উদ্বর্দ্ধনে,—সপরিবেশে—তাই ধর্ম্ম;
তা'কে দৈনন্দিন জীবনে প্রতিকর্ম্মের ভিতর-দিয়ে

পরিপালন করা থেকে আসে উন্নতি—
যা'র যেমন বৈশিষ্ট্য—তেমনতর ক'রে তা'র;
আর, এই হ'চ্ছে সেই আর্য্যসঙ্ঘবাদ
বা আর্য্যসাম্যবাদের স্বতঃ-স্ফুটমূর্ত্তি—
যা' প্রতি ব্যষ্টি-বৈশিষ্ট্যের
পালনে, পোষণে, পূরণে—
আদর্শভরণী জীবনচলনের ভিতর-দিয়ে
স্বতঃ-সহযোগী ঐক্যে একতাবদ্ধ ক'রে
উন্নতিমুখর চলনায় চলতে থাকে;
আর, যে-কোন বাদই হোক না কেন,
বাঁচাবাড়াকে তা' যদি সার্থক ক'রে না তোলে—
উৎকর্ষী-বিবর্ত্তন-প্রগতিতে,—
তা' কিন্তু জীবন-কল্যাণী ব'লে
ধরতে পারা যায় না;—
তাই, ধর্ম্ম হ'তেই আসে এই সঙ্ঘ বা সাম্যবাদ—
বৈশিষ্ট্যপুরণী ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদ—
যা' আদর্শে কেন্দ্রায়িত হ'য়ে
সহযোগিতার ভিতর-দিয়ে
সমষ্টি-স্বাতন্ত্র্যে সার্থক হ'য়ে ওঠে—
সমাজে—রাষ্ট্রে;
ধীইয়ে বেশ ক'রে বুঝে,
মিলিয়ে, সাব্যস্ত ক'রে নিও—
আর চ'লোও তেমনি ক'রে,—
অভিনন্দিত হবে আত্মপ্রসাদে;—
এই হচ্ছে আর্য্যভারতীয়
সাম্যবাদী পারিষদিক লোকতন্ত্র। ১৭৯।

মানুষের একক,
পারিপার্শ্বিকের সহযোগহারা হ'য়ে থাকা
অস্বাভাবিক—অসম্ভব—সব দিক দিয়ে;

তাই, পারস্পরিক সহযোগী
সংরক্ষণ, পরিপোষণ, পরিপূরণ যেমন
প্রত্যেকের নিত্য করণীয়—
দুঃস্থিকে ব্যাহত ক'রে,—নিজেরই জন্য অপরের,
তেমনি প্রত্যেক দেশ বা প্রদেশেরও
পারস্পরিক প্রতি-প্রত্যেকের সংরক্ষণ,
পরিপোষণ ও পরিপূরণ সর্ব্বতোভাবে প্রয়োজনীয়—
অপকর্ষকে নিরোধ ক'রে;
তা' না হ'লে কা'রও সত্তাই
স্বতঃ হ'য়ে থাকতে পারে না,
সম্বর্দ্ধিতও হ'তে পারে না—
শক্তিতে, সৌন্দর্য্যে ও সৌকর্য্যে,
দেশ বা প্রদেশেরও দৈনন্দিন তাই করণীয়—
যা'তে তা'র পারিপার্শ্বিক
সর্ব্বতোভাবে সব দিক দিয়ে
সুষ্ঠু সম্বোধনায় চলতে পারে,
অন্যকে না বাঁচালে কা'রও বাঁচাই
বেঁচে থাকতে পারে না—এটা ঠিক জেনো;
এমনি ক'রেই ব্যক্তিবৈশিষ্ট্যকে
সব দিক দিয়ে উন্নতিমুখর ক'রে,
ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে সমষ্টি-স্বাতন্ত্র্যে
উন্নত ক'রে তুলতে হবে
—তা' তার ব্যক্তিগত জৈবী-সংস্থিতির
সম্বর্দ্ধনায় যেমন,
যোগ্যতা ও কৃষ্টি-সম্বর্দ্ধনায়ও তেমনি;
আর, এই সমষ্টি-স্বাতন্ত্র্যকে
প্রত্যেক দেশের সমষ্টি-স্বাতন্ত্র্যের
সক্রিয় সহযোগিতায় এনে, স্বতঃ ক'রে,
এমন একটা সমবায়ী বিশ্বসংস্থায় উপনীত হ'তে হবে—
তা'র পূর্য্যমাণ প্রাণপুরুষ—পুরোধ্যাসীতে দানা বেঁধে,—
যা'তে সেই সংস্থায় প্রতিদেশ

তা'র সমষ্টিকে নিয়ে,
ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্যকে উচ্ছল ক'রে তুলে
তা'রই প্রতিপালী, পরিসেবী ও পরিশাসী সংস্থায়
ফুটে উঠতে পারে—
নিরোধ ক'রে তা'র
কলুষ-কর্দ্দমী, প্রবৃত্তি-পরিচালিত,
উচ্ছৃঙ্খল, আত্মঘাতী যা'-কিছুকে;
আর, তখন থেকেই স্বর্গ
এই ধরার ময়দানে নেমে আসতে সুরু করবে,
প্রকৃতি স্বয়ংস্বরা হ'য়ে সত্যযুগকে "স্বাগতম্" ব'লে
অভিনন্দন গেয়ে চলবে,
বাস্তবে ফুটে উঠবে—
"মধুবাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ
মাধ্বীর্নঃ সন্ত্বোষধীঃ
মধুনক্তমুতোষসো মধুমৎ পার্থিবং রজঃ
মধু দ্যৌরস্তু নঃ পিতা
মধুমান্নো বনস্পতি মধু মাঁ অস্তু সূর্য্যঃ
মাধ্বীর্গাবো ভবন্তু নঃ।" ১৮০।

নীতি

আলোক-বিন্যাস এমনি কর—
যা'তে কোল আঁধার করতে না পারে,
আর, এ যতটা হয়, ততই ভাল। ১৮১।

অন্ধকারকে উদ্ভিন্ন করে যেখানে আলো—
উদগ্র আগ্রহে,—আত্মসমর্পণের জন্য
অনেক কীটপতঙ্গ তো সেখানে যায়ই,
উদ্বুদ্ধপ্রাণতা নিয়ে গুবরে পোকাও যায়;
গুবরে পোকা হ'লেও
আলোতে আত্মসমর্পণ-প্রচেষ্টা কিন্তু কম নয়কো—
যদিও ব্যাঙ, টিকটিকি ইত্যাদি জীব
সহজে তা'দের কিছু করতে পারে না—
বিড়াল-কুকুর ছাড়া,
সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নাই কিন্তু;
তেমনি সংসার-সম্বদ্ধ অন্তর্নিহিত-ঈশ্বরানতিযুক্ত জীবেরও
আত্মসমর্পণবুদ্ধি কম নেইকো—
দুর্ব্বল আলোককে তা'র ঐ প্রচেষ্টা
যদিও সময়-সময় নিভিয়ে দেয়,—
তথাপি অমনতর যা'রা তাদের ঘৃণা ক'রো না,
বরং নিয়ন্ত্রণ কর, সংবুদ্ধ কর—
উদ্ভাসিত হ'তে দাও তা'দিগকেও। ১৮২।

অজ্ঞতা থাকলেই
পাপ ক'রেই থাকে মানুষ,
আবার, বিজ্ঞ হ'লেও
অজ্ঞ পারিপার্শ্বিকের চাপে

বাধ্য হ'য়ে বেঘোরে পড়তে হয়—অনেক সময়;
তুমি ঈশ্বরে অচ্যুত হ'য়ে থাক—
ইষ্টনির্দ্দেশ চরিত্রে মূর্ত্ত ক'রে তোল—
যথাবিহিত,—তোমার বৈশিষ্ট্যমাফিক;
পাপকে প্রশ্রয় দিও না—
তা' নিজেতেও নয়,
পরিবারেও নয়,
পারিপার্শ্বিকেও নয়—
যেখানে যেমন ক'রে—বিহিত ব'লে বিবেচনা কর
তেমনি ক'রে,
—এড়াবে অনেক। ১৮৩।

সব সময় স্মরণ রেখো,
সজাগ থেকো সতর্কতায়—
তোমারই হোক আর অন্যেরই হোক—
কারও অকৃতজ্ঞতাকে প্রশ্রয় দিও না,
আর, প্রশ্রয় পায় এমনতর কিছুও ক'রো না;
বিশ্বসঘাতকতাকেও প্রশ্রয় দিও না,
আর, প্রশ্রয় পায় এমনতর কিছুও ক'রো না;
চৌর্য্য-প্রবৃত্তিকেও প্রশ্রয় দিও না,
আর, প্রশ্রয় পায় এমনতর কিছুও করো না;
দায়িত্বহীনতাকেও প্রশ্রয় দিও না,
আর, প্রশ্রয় পায় এমনতর কিছুও ক'রো না;
সেবা-বিমুখতাকেও প্রশ্রয় দিও না,
এবং প্রশ্রয় পায় এমনতর কিছুও ক'রো না,—
এগুলি মানুষের সত্তাসম্বর্দ্ধনের
সর্ব্বনাশা বিষাক্ত প্রবৃত্তি;
এ যা'র থাকে সে তো নষ্ট পায়ই,—
তা' সংক্রামিত হ'য়ে অন্যেরও সর্ব্বনাশ করে;
আর, জীবনকে যদি উন্নতই করতে চাও—

তা'র প্রথম পদক্ষেপেই এগুলিকে
নিরুদ্ধ ক'রে ফেল, অবলুপ্ত ক'রে ফেল—
প্রীতি-সৌজন্যে—মর্ম্মস্পর্শী ক'রে,
উন্নতির পথ নিষ্কণ্টক হ'য়ে উঠবে—অন্তর-রাজত্বে। ১৮৪।

প্রশ্রয় যদি দাও,
প্রস্তুত থেকো সাথে সাথে—
যা'তে তা' মন্দমোড় না নিতে পারে,
বিষাক্ত কিছু সৃষ্টি করতে না পারে;—
করলে তা'কে তৎক্ষণাৎ সংযত করতে পার—
প্রাচুর্য্যের সহিত,--সব বিধিব্যবস্থা নিয়ে
খাড়া হ'য়ে থেকো এমনতরভাবে,—
অল্পেই রেহাই পাবে। ১৮৫।

আপন প্রবৃত্তিকে প্রতিফলিত ক'রে
কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হ'তে যেও না—
দৃষ্টি তোমার ব্যর্থই হবে,
দেখবে নিজের মনেরই প্রতিচ্ছবি—বাইরে,
আর, আবদ্ধ হ'য়ে পড়বে
একটা ক্ষোভ-উদ্দাম বিভ্রান্তি-দুর্গে,—
পদে-পদে হবে অপ্রীতিভাজন সবারই। ১৮৬।

যা'রা দোষ বা ত্রুটির কথা বললে চ'টে যায়—
নিজেকে বিচার ক'রে নিশ্চয় হ'তে চায় না—
সংশোধন তো দূরের কথা,—
তা'দের দোষগুলি অহং-এ দানা বেঁধে দাঁড়ায়;
সংশোধনে উঠে-প'ড়ে না লাগলে
বিপর্য্যয় নিয়েই চলতে হবে তা'দের
বুঝে সংশোধন কর—এখন থেকেই। ১৮৭।

মানুষকে তপোবিভূতির প্ররোচনায়
মূঢ়-ভাবাপন্ন ক'রে তুলো না,—
ওতে লোক শিথিলনিষ্ঠ, অলস-নির্ভরশীল হ'য়ে ওঠে,
চায়—না-ক'রেই ঐশী-পাওয়া,—
আলৌকিকতাবাজ হ'য়ে ওঠে;
যদি মঙ্গলই চাও—তা'দের করতে বল—
তুক্ ব'লে দাও—
যা'তে অভ্যস্ত হ'য়ে ওঠে তাই করার,
বিহিত ক'রে, তা'র ফলে আপনিই
প্রদীপ্ত হ'য়ে উঠবে তা'রা,
করার প্রবৃত্তিও বেড়ে যাবে তা'তে,—
পাওয়াটাও হ'য়ে উঠবে স্বতঃ;
নয়তো, জাতটা একটা অর্থহারা,
আজগুবী তত্ত্ব-খিচুড়ী হ'য়ে উঠবে। ১৮৮।

কেউ ক্রুদ্ধ হ'লে—
তা' ন্যায়তঃই হোক আর অবুঝ হেতুই হোক—
বিনয় দিয়ে নিরোধ করাই সহজ পন্থা তা'র;
বলতে হয়—"ব্যাপারটা বুঝতে পারিনি,
ধরতে পারিনি,
তা'তে হয়ত অন্যায়ই ক'রে ফেলেছি—
উৎক্ষিপ্ত হবেন না, সহ্য করুন—
যা'তে আমাকে সংশোধন করতে পারি",
ব্যবহারেও তেমনি অনুকম্পী হ'তে হয়;—
এটা প্রায়শঃ শুভপরিপ্রসূই হ'য়ে থাকে। ১৮৯।

কেউ ক্রুদ্ধ হ'লে, কারণে লক্ষ্য রেখে
তদনুকম্পী বিনয়ে ত্রুটি-স্বীকার
ও পরিশুদ্ধি-পরিচর্য্য ব্যবহারই হ'চ্ছে—
তা'র প্রশমনী নিরোধ;—

দাম্ভিক, দোষদর্শী, ক্রূর কথা ও ব্যবহার
কিন্তু প্রতিক্রিয়ায় অমনতরই ক'রে তোলে;
যদি চাও, বুঝ ও ব্যবস্থায়
যথাবিহিত ক'রো। ১৯০।

তোমার প্রয়োজনকেই
মুখ্য ক'রে চলতে থেকো না সব সময়,
অন্যকেও ফুরসত দিও সুষ্ঠুতার সহিত—
তা'র প্রয়োজন-পূরণে;
তাই ব'লে, কেবলই অযথা নিজ প্রয়োজনকে
উপেক্ষা ক'রে চ'লো না অন্যায্যভাবে,—
তা' পূরণ ক'রো সৌজন্যে;—
নির্দ্বন্দ্বিতায়, অবিপর্য্যয়ে
অনেক বিপাক থেকে রেহাই পাবে। ১৯১।

ধর্ম্ম বা নিষ্ঠায় অস্বাভাবিক বাহুল্য
বা বাড়াবাড়ি করা ভাল নয়কো,
নিজের সৎচলন অচ্যুত রেখে—
সহজ উৎসারণায় চল,
অযথা বাড়াবাড়ি
অন্তরের আসল উৎসারণাকে
ঘোমটা দিয়ে রাখে—
আর, বাস্তবতাও মুহ্যমান থাকে তা'তে। ১৯২।

কু ও সু অনেক ভাব বা কথাই মনে আসে—
কু যা' তা' ব'লোও না—
আর ক'রোও না কাজে,
সামাল থেকো তা' হ'তে,

আর, মানুষকে রেখোও তেমনি;
সু যা' তা' ভাব—আর যত পার,
কাজেও ফলিয়ে তোল তা',
এতে তৃপ্তিও পাবে—
অভ্যাসও আয়ত্তে রাখবার যোগ্যতা বাড়বে,—
ফ্যাসাদেও পড়বে কম। ১৯৩।

দুনিয়ায় চলতে—
সাধারণের সমান্তরাল হ'য়ে
মানুষের সাথে সুষ্ঠু ব্যবহার ক'রো—
যা'তে তোমার প্রতি সবাই সশ্রদ্ধ হ'য়ে চলে;
তোমার ধন, মান, সম্পদের গৌরব,—
যা'তে অন্যকে ম্লান করে এমনতর চলা, বলা
মানুষের অহঙ্কারকেই উস্কে দেয়,—
তা'তে তা'রা
স্বীকার ক'রে নিতে পারবে না তোমাকে,
প্রতিপক্ষ হ'য়ে দাঁড়াবে,—
তোমার শ্রী-কাতর হ'য়ে দাঁড়াবে অহেতুকভাবে,—
অযথা বিরোধ-ভাগী হবে—
তাই, বুঝে চ'লো। ১৯৪।

কাহারও মর্য্যাদাকে বিক্রয় ক'রে
স্বার্থসিদ্ধি করতে যেও না,
বরং মর্য্যাদাকে মর্য্যাদায় প্রতিষ্ঠিত ক'রে
পারতো সুবিধা ক'রে নিও—
সামঞ্জস্যে, সমন্বয়ে—
ব্যাহত বা বিপর্য্যস্ত না ক'রে কা'কেও;—
তাতে তুমিও উপচয়ের পথ পাবে,—
মর্য্যাদাও তোমার বাড়বে,

যা'র মর্য্যাদায় তুমি চলন্ত
তা'রও প্রতিষ্ঠা হবে;
নয়তো, লোকসান কিন্তু তোমারই বেশী—
বঞ্চিত করবে তুমিই তোমাকে। ১৯৫।

সত্তাসম্বর্দ্ধনী সনাতন যা'
তা'কে ভেঙ্গো না—
মাজ, ঘষ, গ্লানি দূর কর,
নতুন ক'রে তোল আরোতে,—
সার্থক হবে সম্বর্দ্ধনা;
নয়তো, পয়মাল অবশ্যম্ভাবী। ১৯৬।

যদি কাউকে তোমাতে শ্রদ্ধান্বিত ক'রে
ইষ্টানুরাগী ক'রে তুলতে পার
বা কাউকে পীড়া না দিয়ে
যদি উৎফুল্ল ক'রে তুলতে পার,
আর, তা'র যদি পারগতা থাকে,
যদি চাইতেই হয়,—
চাইতেই পার তা'র কাছে,—
দেওয়ায় নেওয়ায় কৃতার্থ হবে উভয়েই;
কিন্তু তার অপারগতায়
দুঃখিত হ'য়ে ব'সো না,—
তা'তে কিন্তু উপঢৌকন—ব্যর্থতাই। ১৯৭।

যে দেয়—
যা'র কাছে পাচ্ছ বা পেয়েছ,—
তা'র দায়িত্বকে বহন করতে
সজাগ থেকো সব সময়,

আর, নৈতিক বাধ্যবাধকতা বা আধিপত্যকেও
কখনও অবহেলা ক'রো না,
চৌম্বক স্মৃতির অধিকারী হবে,—
সার্থকতায়—'শুভমস্তু'তে। ১৯৮।

শ্রদ্ধা বা প্রীতির সেবা
কিংবা অবদান যা' পাও—
তা'তে কৃতজ্ঞ থেকো,
বিনীত সানুকম্পী থেকে তা' গ্রহণ ক'রো;
আর সময়, সুযোগ ও সামর্থ্য তোমার যেমনতর,
সুবিধা পেলে সানন্দে,—সক্রিয়তায়
তা'র প্রতিপূরণে বিরত থেকো না,
আন্তরিক সমবেদক উৎসারণায়—
অভিনন্দন ক'রো তাকে—বাস্তবে—
সুখী হবে তা'তে। ১৯৯।

যতই দাও—আর যতই কর,
কেউ নিজে-নিজে যতক্ষণ
তোমাতে স্বার্থান্বিত হ'য়ে
সন্তুষ্ট না হয়—স্বতঃ-নিয়ন্ত্রণে—
অনুরাগ-উদ্দীপনায়,
ততক্ষণ পর্য্যন্ত তা'কে
সন্তুষ্ট করতে পারবে না,
আর, সন্তুষ্ট করতে পারবে না ব'লে
অবসন্ন হওয়া ভাল নয়,
কারণ, তুমি তা'র তুষ্টির
পোষণ জোগাতে পার মাত্র—
আচারে-ব্যবহারে—
কথায়-বার্ত্তায়—কর্ম্মে;

কিন্তু স্মরণ যেন থাকে—
তোমাকে চলতে হবে—
শ্রদ্ধার্হ চলনে, পরিবেশে,
আর, সন্তোষ যেন
তোমার চরিত্রে জীবন্ত হ'য়ে অভিব্যক্ত হয়
কর্ম্মকুশল, সহযোগী সম্বর্দ্ধনায়—উপচয়ে। ২০০।

যা'রই যে-কোন জিনিষ নাও না কেন,—
যেখান থেকে যেমন ক'রে—
তা' তোমার আপন লোকেরই হোক
আর অন্যেরই হোক,
পরিপূরণ বা প্রত্যর্পণ ক'রো—
তা' আবার সত্বর;
কিংবা যদি না পার, ব'লে রেখো তা'—
যা'তে সে সুখী হয়—এমনি ক'রে,
নয়তো, সে বিব্রত হ'য়ে উঠতে পারে
কখনো তা'তে,
আর, এ না করলে তোমার প্রয়োজন-পূরণও
শুকিয়ে উঠবে দিন দিন,
তোমার স্বভাবও ক্রমে
একপেশে, স্বার্থান্ধ, অলস-দায়িত্বশীল হ'য়ে উঠবে;
আর, এই পরিপূরণী বা প্রত্যর্পণী স্বভাবকে
অবজ্ঞা করার অভিসম্পাতে
দিন-দিন তোমার পাওয়াও
অবজ্ঞাত হ'য়ে উঠবে—
লোকের কাছে—বিরক্তিতে। ২০১।

কৃষ্টি ও ঐক্যের ভিত্তিই হচ্ছে—ভাবানুকম্পা;
এই ভাবানুকম্পাকে
বৈশিষ্ট্যে যত দৃঢ় ক'রে তোলা যায়,—

ঐক্য তত অচ্ছেদ্য হ'য়ে পড়ে,
আর, মানুষের প্রেরণাও তা' থেকে
প্রস্রবণে চলতে থাকে,
ফলে, শ্রম, সংহতি, সহানুকম্পা
সার্থকবুদ্ধি হ'য়ে ওঠে,—
স্থৈর্য্যশীল চলনে জন ও জাতি
বীর্য্যবত্তায় উৎকর্ষের দিকে চলতে থাকে—
সার্থক সম্বর্দ্ধনে;
তাই, ভাবানুকম্পী বৈশিষ্ট্যকে
নিকেশ করতে যেও না,
তা'কে দৃঢ় ক'রে তোল,
প্রেরণাপুষ্ট ক'রে তোল সবাইকে,
প্রতি-বৈশিষ্ট্যই উন্নতিতে অব্যাহত হ'য়ে উঠবে,
শাসন স্বার্থে
সুনিয়ন্ত্রিত হ'য়েই চলতে থাকবে। ২০২।

কোন নীতি প্রণয়ন করতে হ'লে
সব সময় লক্ষ্য রাখতে হবে—
ব্যষ্টি ও সমষ্টি-হিসাবে
সত্তাসম্বর্দ্ধনী ক'রে—বৈশিষ্ট্য-পরিপোষণে,
লক্ষ্য রাখতে হবে—কৃষ্টিতে অর্থাৎ ধর্ম্মে—
যা' মানুষের বাঁচা-বাড়াকে ধ'রে রাখে—
সমুন্নত চলনে,
লক্ষ্য রাখতে হবে—ঐক্যে—
কৃষ্টি বা আদর্শানুগ সক্রিয়তার ভিতর-দিয়ে;
অন্ততঃ এ তিনটেকে যে-নীতি
সামঞ্জস্যে সমুন্নতিতে
চলন্ত ক'রে তুলতে পারে,
তা'কেই গ্রহণ করা যেতে পারে;
আর, নিরোধ করতে হবে

এর পরিপন্থী যা' তা'কে—
যেমনটি—তেমনটি ক'রে;
এই হ'ল নীতি প্রণয়নের
মোক্তা মাপ-কাঠি। ২০৩।

শোষণ ও শত্রুতায়
এমন নিরোধ সৃষ্টি কর,
যা'তে তোমার ক্ষয় বা ক্ষতিই আনতে না পারে—
কিন্তু বিরোধ সৃষ্টি করতে যেও না,
এমনতর আবহাওয়ায় পরিবেষ্টিত ক'রে রাখ—
তোমার ক্ষতি করার একটু প্রলোভনও
প্রত্যক্ষভাবে বোধ করিয়ে দেয়—তা'র ক্ষতিকে,
নিজের ক্ষতির খতিয়ান যেন তা'কে
আপনা-আপনিই বুঝিয়ে দেয়—এমনভাবে,
যা'তে ঐ ক্ষতির প্রলোভন তা'র
অঙ্কুরেই বিনষ্ট হ'য়ে যায়;
বোঝা যাবে
বৈশিষ্ট্যবান কুশল-কৌশলী ব্যক্তিত্ব
তোমাতে সহজ হ'য়ে উঠেছে;
কূটনৈতিকতা সাধুবাদে
অভ্যর্থনা করবে তোমাকে। ২০৪।

জ্ঞানবুদ্ধি-মত ভালই যদি কিছু ক'রে থাক,—
আর, তা' অন্যে যদি সঞ্চারিত হয়—
তা'তে তাদেরও ভালই হবে
এমনতর বিবেচনা যদি থেকে থাকে তোমার,—
তবে যা' করেছ—
তা'তে সাহসও থাকা উচিত,
শক্ত হ'য়ে তা'তে দাঁড়াতেও পার—

ব্যাপারমাফিক সহজ যুক্তিরও
অভাব হওয়া উচিত নয় তা'তে তোমার;
এর অভাব যেখানে,
বুঝতে হবে, সন্দিগ্ধ তুমি তা'তে—
প্রবৃত্তি-পরিচালিত,
তাই, জোরও নাই, যুক্তিও নাই অন্তরে তোমার,—
যদি থাকে কিছু—তা' এঁড়ে-যুক্তি;—
সৎ যা' তা'তে সাবুদ হওয়াই ভাল। ২০৫।

প্রকৃতি, বৈশিষ্ট্য, গুণ ও কর্ম্ম দেখে
নির্ণয় করতে চেষ্টা ক'রো—
কার কাছে কতটুকু কী পেতে পার,
আর, সময়ের সাথে মিলিয়ে
কওয়া-করার হার দেখে
মোক্‌থা একটা সিদ্ধান্ত ক'রে রেখো—
তোমার প্রত্যাশা কতখানি
পরিপূর্ণ হ'তে পারে;
যদিও অন্তরে ঠিক দিয়েই রাখতে হয়
এবং চলতেও হয় তেমনি
যা'তে প্রত্যাশা তোমাকে ছলনা না করে,—
ইতোভ্রষ্টস্ততোনষ্টে না নিয়ে ফেলে। ২০৬।

দায়িত্বকে সমবায়ী ক'রে তুলো না—
যে-বিষয়ে যে-কোন দায়িত্ব নেও না কেন,
তা' সম্পূর্ণভাবেই নিও,
নয়তো, ওর ভিতর-দিয়ে, স্বার্থসন্ধিক্ষুতার পথে,
শৈথিল্যকে অবলম্বন ক'রে
প্রতারণা ঢুকে যাওয়া খুবই সম্ভব;
বরং তোমার দায়িত্বপ্রবণ চরিত্র

তোমার সহযোগী যারা আছে—
তা'দিগকেও অনুপ্রাণিত ক'রে তুলুক,—
সক্রিয় কর্ম্মপ্রবণতায়
উদ্বুদ্ধ হ'য়ে উঠুক তা'রা—
তোমার চরিত্রের উদ্দীপনী অনুপ্রাণনায়,
তা'তে কৃতকার্য্য হওয়ারই সম্ভাবনা বেশী—
যোগ্যতার সঙ্কর্ষণে;
ভাগের মা গঙ্গা পায় কমই। ২০৭।

তোমার দায়িত্বকে অন্যের উপর বরাত দিয়েই
নিশ্চিন্ত হ'য়ে যেও না,
অমনতর নির্ভর করতে যেও না;
বরং দরকার হ'লে অন্যকে
নিয়োগ করতে পার তা'তে—
কঠোর সক্রিয় সমীক্ষায়,
নিয়ন্ত্রণী বল্‌গা হাতে ক'রে;—
তা'তেও হয়তো কৃতকার্য্য হ'তে পার—
নয়তো, বৃথা প্রত্যাশায় হয়রাণও হবে—
বঞ্চিতও হ'তে পার। ২০৮।

ভেবো,—বেশ ক'রে চিন্তা ক'রে দেখো—
কী কাজ, কোন্ কথা বা ব্যবহার গড়িয়ে গিয়ে
ভবিষ্যতে কী রূপ নিতে পারে,
আর, কী করলে,
কেমন ক'রে কইলে বা ব্যবহার করলে,
কোন্ কথা বা ব্যাপার—
কখন, কেমন ক'রে প্রকাশ করলে,
বর্ত্তমানে ও ভবিষ্যতে
তোমার ইষ্টার্থী উদ্দেশ্যসাধনের

অনুকূল হ'য়ে দাঁড়ায়,
পরিপন্থী না হ'তে পারে কিছুতেই;
যত নিখুঁতভাবে এমনতর চলতে পারবে—
বাধা-বিপত্তি এড়িয়ে,—
লোকের কুৎসিত বা বিকৃত সমালোচনাকে
ব্যাহত ক'রে
সুফলে এগিয়ে যেতে পারবে ততই। ২০৯।

প্রচার ও পরিবেষণ
যেন এমনতর হয়—
পূর্ব্বাহ্নেই,—বিহিত ধারাবাহিকতায়,—
দক্ষ নিপুণতার সহিত,—
যা'তে তোমার মূল বা মূলজ উদ্দেশ্যকে
তা'র প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি নিয়ে—
প্রতিষ্ঠা ও পরিপোষণ ক'রে—
তা'তে প্রবুদ্ধ ক'রে তোলে সবাইকে,
পক্ষে আগ্রহান্বিত ক'রে সক্রিয়ভাবে—
বিরুদ্ধকে প্রতিহত ক'রে—
প্রশমিত ক'রে;
প্রবুদ্ধ সঙ্গতি প্রাঞ্জল সমাবেশে
তোমাকে সুষ্ঠু ও সামর্থ্যবান ক'রে রাখবে। ২১০।

মানুষকে যা' বারবার শোনাবে, করাবে—
তা-ই তার কাছে স্বাভাবিক হ'য়ে উঠবে—
সাধারণতঃ;
যা' সৎ তা' শোনাও,
করাও তেমনি, নানারকমে,
নিয়ে যাও সেই এক-এ—
ভাল হবে তোমারও। ২১১।

হটু-হিসেবী হ'তে যেও না—বরং বিবেচক হও;
একটা কিছু কর,—
তা' যতটুকু সামান্যই হোক না কেন,—
বিবেচনার সহিত এগিয়ে
উপচয়ী নিয়ন্ত্রণে—সার্থক শৃঙ্খলায়,
তা'র থেকে অনেক গজিয়ে উঠবে,—
পাবেও ক্রমে,
বেকার হ'তে রেহাই পাওয়ার
এই হ'চ্ছে তুক্। ২১২।

'কেন'র উত্তর শোন,
বেশ খতিয়ান ক'রে দেখ—
তা'র কতটুকু পরিপোষণ করতে পার,
কা'রো ক্ষতিকর না হয় বর্ত্তমান বা ভবিষ্যতে—
এমনতর কতটুকুই বা তাচ্ছীল্য করতে পার,
তার ভিতর ক্ষতিকর যদি কিছু দেখ—
যা'র পক্ষেই হোক না কেন—
তাকে নিরোধ কর,
যত পার বিরোধ সৃষ্টি না ক'রে;
কিন্তু যা' জান না তা'কে উড়িয়ে দিও না,
আর, সে-বিষয়ে জোর ক'রে চাপিও না
কোন মতামত—
সম্ভাব্যতা ছাড়া;
প্রণিধান কর, বুঝতে চেষ্টা কর,
ওয়াকিবহাল হও,
মীমাংসায় আসবে—প্রশংসা পাবে—
প্রবোধনাও তোমার প্রদীপ্ত হ'য়ে উঠবে। ২১৩।

অসুবিধা করবার সাহস
সৌজন্যের সহিত পরিহার কর—

সৎ-পরিপন্থী যা' নয় তার পরিরক্ষণে,
তুমিও সক্রিয় হ'য়ে ওঠ তাতে,—
লাভবান হবে। ২১৪।

তুমি যত ভালই হও না,
যত ভালই কর না,—
তা'র স্তাবকও যেমন থাকবে,
নিন্দকও থাকবে তেমনি সাধারণতঃ,
নিন্দকের ক্রূর কটাক্ষে ঘাবড়ে যেও না,
সৎ যা'—তা' হ'তে বিচ্যুত হ'তে যেও না—
চল, নিয়ন্ত্রিত চলনে;
দেখুক, করুক,
লোকে মঙ্গল-ফল-ভাগী হোক—
ঐ তো তোমার সার্থকতা। ২১৫।

তোমার পারগতা যদি অন্যকে
সমর্থ না ক'রে আপারগই ক'রে তুল্‌ল—
সে-পারগতা তোমার নিরর্থক,—
কল্যাণ-ব্যাহত;—
দেখ, কী নিয়ন্ত্রণে
তাকে লোক-কল্যাণী ক'রে তুলতে পার। ২১৬।

দোষবিচ্যুতির কথা
যেখানে বলতে হয় ব'লো,—
তা' বেশ ক'রেই বুঝিয়ে-সুঝিয়ে;
কিন্তু যাকে বলছ
তাকে দোষী ক'রে তুলো না,
নজর রেখো বেশ ক'রে—
যেন সে সামর্থ্য পায়,
রেহাই পেতে পারে তা'র থেকে—যত্নে। ২১৭।

মনে রেখো—সব ব্যাপারে—
সব সময় তুমি
সবারই প্রয়োজনীয় নাও হ'তে পার—
প্রগাঢ় প্রীতিতেও;
তাই, প্রয়োজনের বিশেষত্ব বিবেচনা ক'রে
তোমাকে নিয়ন্ত্রণ ক'রো—
স্বাভাবিকভাবে,—
দ্বন্দ্ব হ'তে রেহাই পাবে—অনেক। ২১৮।

যাঁকে বহুলোকে শ্রদ্ধায় অনুসরণ করে—
তাঁর প্রীতিপরিচর্য্যা
তোমাকে যদি শ্রদ্ধার্হ ক'রে তোলে
অনেকের কাছেই,—
আর, তুমি যদি ভাব—
এ আর কিছুই নয়
তোমার নিজেরই কের্দ্দানী,—
ভ্রান্ত তুমি—
তোমার মৌলিক চরিত্রেই
অচ্যুত অকৃত্রিমতা কম,
বেকুবী হামবড়াইয়ে দাম্ভিক হ'য়ে—
নিজের পায়েই কুড়োল মারতে বসেছ—
আত্মম্ভরী বঞ্চনার সেবায়;—
যাঁ' দিয়ে পাচ্ছ তাঁরই সেবা কর এখনও,
ভেজাল না রেখে—
এখনও পথ আছে। ২১৯।

প্রতিষ্ঠা ও পুষ্টিই যদি চাও—
ইষ্ট বা আদর্শের প্রতিষ্ঠা কর—
কৃষ্টির পথে,—পূরণে,—

সর্ব্বতোভাবে,—সর্ব্বান্তঃকরণে,—
নিজের জন্য ব্যস্ত না হ'য়ে মোটেই,
প্রতিষ্ঠা ইষ্টমুকুটে, পুষ্টি-পরিচর্য্যায়
তোমাকে প্রতিষ্ঠা করবেই কি করবে—তেমনতর;
—নিছক জেনো। ২২০।

যাঁ'কেই অনুগমন করবে, তা' ততক্ষণ পর্য্যন্ত—
যতক্ষণ পর্য্যন্ত
আদর্শের নীতিবিধি দেদীপ্যমান তাঁ'তে—
অচ্যুত সশ্রদ্ধ সন্দীপনায়—সক্রিয়তায়;
এর ব্যত্যয়ে অঘটন ঘটতে পারে কিন্তু,—
এ কিন্তু সাধারণতঃ সবারই পক্ষে। ২২১।

বিজ্ঞ, লোকচর্য্যানিরত, সামর্থ্যবান, শ্রেষ্ঠ যাঁরা—
প্রধানতঃ তাঁরা তোমার কাছে যখনই কিছু চান,—
ভেবো না—তাঁদের স্বার্থ-সংক্ষুধার জন্য চাচ্ছেন
তোমার কাছে,
বরং অন্যকে পূরণ করতে,—
যোগ্যতার উৎকর্ষণ ও পরিপূরণে—
তোমাকে যোগ্য করতে, সার্থক করতে,
অনুকম্পী সহযোগী করতে,
এক কথায়—
তোমার পাওয়াটা তোমাতে উন্মুক্ত ক'রে দিতে—
ঐ প্রচেষ্টার ভিতর-দিয়ে;
তাঁ'দিগকে ব্যাহত করো না—
আর, বিফল হ'তে যেও না—অমনি ক'রে;
পারগতা কর্ষিত হোক তোমাতে,
আর, তাই-ই ভাল—
যদি চাও আর পারই। ২২২।

তোমার ঐশ্বর্য্যই থাক, সম্পদই থাক,
আর সঙ্গতিই থাক,—
তুমি যদি কাউকে পরিপালন করতে না জান,
বিহিত ব্যবস্থায় সুবিন্যাস করতে না জান,
তা'কে এমনতর নিয়োগ করতে না জান—
যা'তে প্রতিক্রিয়ায় সে নির্ঘাতভাবে
উপচয়ে চলবেই কি চলবে,—
তাহ'লে অতো থাকা,—অতো পাওয়াও
তোমার কাছে
তোমার সত্তাসম্বর্দ্ধনী হ'য়ে উঠবে না—
বরং তোমার জীবনে সে ভারস্বরূপ হ'য়ে উঠবে,
তোমার ভার নিয়ে চলতে পারবে না সে;
তাই, সন্ধিৎসু সমালোচনায় তা'কে দেখ,
নিয়ন্ত্রণ কর বিহিতভাবে—
যা'তে উপচয়ী হ'য়ে ওঠে সে তোমাতে,
তবে তো সুবিধা;
"যো যাকো শরণ লে
সো তাকো রাখে লাজ,
উলট্ জলে মছ্‌লি চলে
বহি যায় গজরাজ"। ২২৩।

ধৰ্ম্ম

যাতে ভাল থাক তা'ই ধৰ্ম্ম—
সত্তায়, শরীরে, মনে, পারিপার্শ্বিকে। ২২৪।

ধৰ্ম্ম মানেই—কৃষ্টিকে ধ'রে রাখা—
যা' আয়ত্ত ক'রে
সত্তায় সুস্থ থেকে, নিয়ন্ত্রিত হ'য়ে, শাসিত হ'য়ে
উৎকর্ষে বৃদ্ধি পেতে পারা যায়—
সপারিপার্শ্বিক নিজে,
যা'র পরিপালনা জনগণকে ধ'রে রাখে—
উৎকর্ষে পরিপোষিত ক'রে;
—একটা অশ্বডিম্ব নয়কো। ২২৫।

যে-ধৃতি কৰ্ম্মে মূৰ্ত্ত হ'য়ে সক্রিয়তায় চলে—
সেই তার ধৰ্ম্ম,
ধৰ্ম্ম মানে শুধু ধারণা বা বোধ নয়কো—
তদনুপাতিক কৰ্ম্মের ভিতর-দিয়ে
বাস্তবে পৰ্য্যবসিত করা—
কৰ্ম্মে প্রবুদ্ধ ক'রে তোলা—বাস্তবে;
"আচারঃ পরমো ধৰ্ম্মঃ"। ২২৬।

ধৰ্ম্ম কেন্দ্রায়িত হয় আদর্শ-জীবনে—
আর, জীবন্ত হ'য়ে ওঠে তখনই তা'—
অনুস্যূত হ'য়ে তৎচরিত্রে,
আর, তখনই এমনতর জৌলুস নিয়ে
তা' বিকীর্ণ হ'তে থাকে—

যা'র ফলে
সেই আলোতে আলোকিত হ'য়ে ওঠে—
যা'রাই শ্রদ্ধান্বিত, অনুরাগী;
আর, এমনি ক'রেই ধর্ম্ম
জীবনে বাস্তব রূপ নিয়ে মূর্ত্ত হ'য়ে দাঁড়ায়—
ধারণ করবার—পোষণ করবার
একটা সম্বর্দ্ধনী আবেগ নিয়ে,
প্রীতি-বিহ্বল, সক্রিয় পরিবেষণ নিয়ে,
লোক-সংহতির একটা সুষ্ঠু দম্বল নিয়ে,—
যে-দম্বলের চরিত্রগত তাৎপর্য্যই হ'চ্ছে
তা'র অনুকূল যা', তা'তে শ্রদ্ধান্বিত যা,—
তা'কে তৎচরিত্রে উন্নত ক'রে তোলা। ২২৭।

ঋত্বিকই হউন, পুরোহিতই হউন,
আর, যে-কোন মন্ত্রে
বা যে-কোন দেবতায় আচারবান,
শিষ্ট, সাধু, দীক্ষাদাতা গুরুই হোন না কেন—
কিংবা যা'রা নিজেকেই সদ্‌গুরু
বা সিদ্ধ-তাপস আখ্যায় আখ্যায়িত করেন—
কাপট্য-অবগুণ্ঠনে,—কায়দায়,—
সিদ্ধ চরিত্রখ্যাত না হ'য়েও,
দীক্ষা বা উপদেশ দেবার সময়
যজমানকে যদি তাঁরা
বিশেষভাবে প্রবুদ্ধ না করেন—
জীবন্ত বা জীবনে জীবন্ত হ'য়ে আছে এমনতর
সদ্‌গুরু-সান্নিধ্যলাভে ও তাঁর অনুসরণে,—
বুঝে নিও ওসব ভূয়ো,
অযথা স্বার্থসন্ধিক্ষুতা ছাড়া কিছুই নয়,
তা'রা গণপাতক;
কিন্তু কৃষ্টি-সংরক্ষার্থ যিনি

বা যাঁ'রা উপদেশ দিয়েও
আদর্শে, সদ্‌গুরুতে—পূর্য্যমাণ সহজ—
ভাগবত মানুষে প্রবুদ্ধ ক'রে তোলেন—
তাঁর খোঁজে এবং অনুসরণে—
অর্থাৎ তাঁকে জানতে,—
তাঁ'রা শিষ্ট ও পালনীয় ব'লেই মনে রেখো। ২২৮।

মনে রেখো, পূর্ব্বপূর্য্যমাণ দ্বিজাধিকরণের
যে কোন বার্ত্তিক, প্রেরিত বা তথাগত—
যিনিই হউন না কেন,
তাত্ত্বিকতায় এঁরা প্রত্যেকেই প্রত্যেকের
যুগোপযোগী পরিপূরণী প্রতীক,—
এঁদের কাহারও প্রতি অবহেলায়
প্রত্যেককেই উপেক্ষা করা হয়—
এক-এ অনুরক্ত হ'য়ে
অন্যের প্রতি অমর্য্যাদা দেখানতে
প্রত্যেকের প্রতিই
অমর্য্যাদা পরিবেষণ করা হয়;
তাই পারতো, গ্লানির নিরাকরণ কর,
তাঁদের মহাপরিবেষণকে
তাৎপর্য্যে সুবিন্যস্ত ক'রে
সামঞ্জস্যে উজ্জ্বল ক'রে তেলে,—
পারস্পরিক সহযোগিতায় সমত্বে অধিষ্ঠিত হও—
ঐক্য-নিবদ্ধ হ'য়ে, একেই সার্থক হ'য়ে ওঠ। ২২৯।

যেমনই হও না, আর যাই কিছু কর না,—
তা' যদি উপচয়ী ইষ্টস্বার্থ-প্রতিষ্ঠাপন্ন হয়—
বিহিত পটুতায়, দক্ষ ঈক্ষণায়,

স্বাস্থ্য-সম্পদশালী হ'য়ে,—
তোমার সম্বর্দ্ধনা অপ্রতিহত—
ঝঞ্ঝাট তোমাকে কাবু করতে পারবে কমই। ২৩০।

তুমি ইষ্টানুগ-সৎচলন-নিরত থেকে
অনাসক্ত বিষয়ী হ'লেও
যখন অর্থ, কাম, মোক্ষ তোমাকে
সেবায় সম্বর্দ্ধিত ক'রে চলতে থাকবে,—
বোঝা যাবে তা'তে এই—
তোমার চরিত্র ইষ্টসার্থকতার সমন্বয়ী চলনে—
ধর্ম্মে উন্নীত হ'য়ে চলেছে তখন। ২৩১।

'ধর্ম্ম-টর্ম্ম ক'রে কিছু হয় না,
এতদিন তো দেখা গেল—ওতে কিছু নেই'—
যারা এমন ব'লে থাকে—
একটা পাতলা দায়িত্বহীন দাম্ভিক চালে,
তা'রা তো কিছুই করেই নাই নিজে,
আর, তাকিয়েও দেখে নাই কিছু,
দেখবার ক্ষমতাও কম তাদের—
উপরচালে আবহাওয়ার পাতলা বিক্ষুব্ধ ঢেউএ
ভেসে-বেড়ান-ছাড়া গত্যন্তরও নেই কিছু;
নিজের শত্রু তো তা'রা বটেই—
আরও কৃষ্টি-কৃতঘ্ন তা'রা,
জনগণেরও বঞ্চনার আড়কাঠি,
ধাপ্পাবাজ-বিজ্ঞ,
সাবধান থেকো এদের হ'তে। ২৩২।

ডাকাতের সরদার মায়ের আসনে
দু'পয়সার চিনি দিয়ে

ডাকাতি করতে গেল,
ঐ ধর্ম্মের গুণে ধরাও প'লো,
নাজেহালও হ'ল বহুত,
শেষে বুলি ধরল—'ধর্ম্মে-টর্ম্মে কিছু নেই—
ওতে কিছু হয় না';
কূট-কটাক্ষীর ধাপ্পাবাজ-ঈশ্বর-অনুরাগী
'ধর্ম্মে কিছু নাই' বিজ্ঞ-বোলও—
ঐ রকমেরই রকমওয়ারী। ২৩৩।

মতবাদ যাই হোক না,—
আর, যে-কোন সম্প্রদায়ই হোক,
যা' মুখ্যতঃ 'পঞ্চবর্হিঃ' ও 'সপ্তার্চ্চিঃ'কে
স্বীকার করেনিকো—
কোন-না-কোন রকমে,—
তা' কখনও অনুসরণ করতে যেও না,
তা' কিন্তু জঘন্য—অসম্পূর্ণ,
সত্তা-সম্বর্দ্ধনার পরিপন্থী তা';
আর, ঐ 'পঞ্চবর্হিঃ' ও 'সপ্তার্চ্চিঃ'ই হ'চ্ছে
সেই রাজপথ—
যা'কে স্বীকার ও গ্রহণ ক'রে চল্‌লে
ক্রমশঃই তুমি সার্থকতায় সমুন্নত হ'তে পার। ২৩৪।

যা'রা জীবিত সৎ-এর সাহচর্য্য পায়নি—
তা'রা দুর্ভাগ্য তো বটেই,
যাঁ'রা জীবিত সৎ-এর সংসর্গ না পেয়ে
বিগত সৎ-এর অনুসরণ ক'রে থাকেন—
প্রবুদ্ধিপরায়ণ হ'য়ে অকপটভাবে,—
তাঁ'রা সুন্দর হ'লেও দুরদৃষ্ট,
কিন্তু যারা জীবিত সৎ থাকতেও
বিগত সৎ-এর বিগত আলোতে প্রব্রজ্যানিরত—

আপন প্রবৃত্তির খদ্যোতালোকে,
তা'রই মতন দৃষ্টি-ভঙ্গীতে
নিজ-আওতার বেষ্টনীতে ঘুরপাক খাচ্ছে,—
তা'রা দুর্ভাগ্যও নয়, দুরদৃষ্টও নয়—
একদম সরাসরি হতভাগ্য;
নিস্তার সঙ্কীর্ণ তা'দের কাছে,—
জ্ঞানহীন বা জানাহীন বোধ
একমাত্র আশ্রয়স্থল তাদের। ২৩৫।

ধর্ম্ম ও কৃষ্টি হ'চ্ছে মানুষের
উৎকর্ষী বিবর্ত্তনের একমাত্র দাঁড়া,
ওতে অবজ্ঞা বা ঔদাসীন্য
সে-দাঁড়াটাকে দুর্ব্বল ক'রে তোলে—
উৎকর্ষী বিবর্ত্তনও শ্লথ হ'য়ে ওঠে ক্রমশঃ;
যখনই দেখা যায়—
কেউ লেখাপড়া জানে বেশ,
মোটামুটি বুদ্ধিমত্তাও কম নয়—
অথচ ধর্ম্ম বা কৃষ্টির কোন ধার ধারে না,
উপায়ও করে,—দান-ধ্যানও করে,
কথাও বলে রুচিকর অনেকখানি,—
বুঝতে হবে, তা'র উৎকর্ষী বিবর্ত্তন
খতমের দিকেই চলছে,—
প্রবৃত্তির আওতায়
একটা ভোগজীবনকেই উপভোগ করছে—
ওরই আবর্ত্তনে,
শেষে সংঘাতই হ'য়ে ওঠে
তা'র একমাত্র চেতনী-সূত্র। ২৩৬।

সত্তাপোষণী ক্ষুধা নাই অর্থাৎ ধর্ম্মাকৃতি নাই—
আর, তার পরিচর্য্যাও নাই,

অথচ ধৰ্ম্ম-বিহীন ধৰ্ম্মানতি—
যা' সাজ-সজ্জা বা চালচলনে
ও বাক্য-বিন্যাসে পরিসমাপ্ত,—
সে-জীবনে ধৰ্ম্ম জীবনহীন। ২৩৭।

দ্বিজাধিকরণান্তর হ'লেই
বৈশিষ্ট্য বা জাত্যন্তর হয় না,—
যদি সে-দ্বিজাধিকরণ
আপূর্য্যমাণ, বৈশিষ্ট্য-পরিপোষক,
সৎসম্বৰ্দ্ধনী হ'য়ে থাকে,
সে-দ্বিজাধিকরণ বরং
বৈশিষ্ট্যের উৎকর্ষী পরিপোষক—
কৃষ্টির সক্রিয় আবাহন;
যা'রা দ্বিজাধিকরণান্তর হ'লেই
ধৰ্ম্মান্তর হ'ল বিবেচনা করেন—ভ্রান্ত তা'রা,—
বৈশিষ্ট্য-হননী তা'দের উপচার;
'পঞ্চবর্হিঃ' ও 'সপ্তার্চ্চিঃ'-বিধৃত বর্ণে
প্রতিভাত বা ফলিত হ'য়ে
বিশিষ্টেরই শিষ্ট অভিযান চলেছে—
যা' প্রত্যেকেরই সহজাত স্বধর্ম্ম—
গঠনে—গুণে—ক্রিয়ায়—নানান ধাঁচে—
সত্তা-সম্বৰ্দ্ধনী অনুশাসনে,
দ্বিজাধিকরণান্তরে তা'র খণ্ডন তো হয়ই না—
বরং উপচয়ী সম্বৰ্দ্ধনায়
সবুজ পাতায় পল্লবিতই হ'য়ে ওঠে তা';
যদি ধী-ই থেকে থাকে তোমার—
ভেবে দেখ। ২৩৮।

পরম আগ্রহে সঙ্কল্প কর—
ইষ্ট-সংশ্রয় কিম্বা শিক্ষার সংশ্রয় থেকে

যে-কাজে যখনই যেখানেই যাও না কেন,—
সন্ধিৎসায়, উদ্বোধনার পরিবেষণে
ওঁর জন্য তৃপ্ত ক'রে, তৃপ্ত হ'য়ে—
সার্থক কিছু-না-কিছু
সংগ্রহ ক'রে আনবেই কি আনবে
সম্ভব হ'লে এটা প্রত্যহ;
বাড়বে এতে শৌর্য্য, সহৃদয়তা,
অর্জ্জীপ্রবণতা, শিষ্ট সুচারুতা,
আর, এতে আধিব্যাধি হ'তেও
অনেকটাই রেহাই পাবে,
সহযোগী পারিপার্শ্বিকে ক্রমেই
স্বস্থ হ'য়ে উঠতে থাকবে। ২৩৯।

তোমার জীবন জনে বিস্তার লাভ করুক,
জনস্বার্থ তোমার জীবনস্বার্থকে
উৎসারণশীল ক'রে তুলুক,
আর, তোমার ব্যক্তিত্ব
সমষ্টি-ব্যক্তিত্বের প্রতীক হ'য়ে
প্রতি ব্যষ্টিকে প্রতিটির মতন ক'রে
উদ্বর্দ্ধন-মুখর ক'রে তুলুক,—
পরিপোষণে—পরিবর্দ্ধনে—পরিরক্ষণে;
সার্থক হোক তোমার জীবন,
সার্থক হোক তোমার বৃদ্ধি। ২৪০।

যাই ভাব,—যাই কর, আর যেমনই চল—
মনে রেখো—তোমার বৈশিষ্ট্য, তোমার কৃষ্টি—
ব্যষ্টি ও সমষ্টি নিয়ে,
বিধবস্তিকে এড়িয়ে—অতিক্রম ক'রে,
উৎকর্ষী ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যে অবাধ হ'য়ে
যেন চলতে পারে;

প্রতি বৈশিষ্ট্যানুপাতিক পরিপোষণায়
সেদিকে নজর রাখতে হবে—
অচ্যুত থেকে,—উদ্বর্দ্ধনার পরম আবেগে,
—তবেই তা' লোকহিতী হ'য়ে উঠবে,—
মঙ্গলের অধিকারী হবে তুমি—
তোমার পরিবেশ নিয়ে—সগৌরবে। ২৪১।

তুমি উদ্‌গত হ'য়েছ সেই পূর্ণ থেকে—
সেই অখণ্ড থেকে;
পূর্ণ তা'কেই বলে—যা'—
তা'র যা'-কিছু নিয়ে
সার্থক হ'য়ে থাকে বা আছেই;
তুমি ও তোমার যা'-কিছু নিয়ে অখণ্ড,—পূর্ণ,
কারণ, প্রকৃতি-পরিমাপনার ভিতর-দিয়ে
তুমি তাঁরই উদ্‌গমন,—
আর, তোমার যা'-কিছু পরিবেশ নিয়ে
সমন্বয়ী সার্থকতায় বর্দ্ধিত হওয়াই তোমার স্বভাব;
তোমার প্রতিপ্রত্যেকটি পরিবেশও
তা'র রকমে পূর্ণ—অখণ্ড,
প্রত্যেকে যেমন তা'র যা'-কিছু পরিবেশ নিয়ে
সমন্বয়ে সার্থক হ'য়ে সম্বর্দ্ধিত হ'তে চায়,
স্বভাবতঃ তুমিও তাই—
পূরণে—পোষণে—রক্ষণে,
বিস্তারে—বর্দ্ধনে—সমঞ্জস সেবায়;
এই অখণ্ডের চাহিদা তোমার বৈশিষ্ট্য,
তাই, তুমি চাও—নিজের অখণ্ডত্ব নিয়ে,
সেই এক অখণ্ডের উপাসনার ভিতর-দিয়ে
পরিবেশের প্রত্যেকটিকে অখণ্ড রেখে
সম্প্রদায়, সমাজ, রাষ্ট্র, দেশ ইত্যাদির
ভূমায়িত অখণ্ডতা;

এই অখণ্ডত্বের বিপরীত যা'—
তা-ই তোমার জীবনের ব্যাপ্তির ও বৃদ্ধির ক্ষয়কারী,
আর, তা-ই পাপ তোমার কাছে। ২৪২।

পরিবেশের প্রত্যেকটি মানুষ—
সত্তানুপূরক যা'-কিছু—
সবই কিন্তু তোমার পরম সম্পদ;
এর একটিরও ব্যতিক্রম
তোমাকে অতখানি বঞ্চিত ক'রে
তুলেই থাকে—নিঃসন্দেহে,
তোমার প্রতি তোমার যেমন দায়িত্ব আছে—
সেই দায়িত্বের অনুপূরক তোমার পরিবেশেও
ততখানি তা',
বিপথ-বিধ্বস্ত পরিবেশ
তোমারই বিধ্বস্তির আগমনী;
হুঁশিয়ার থেকো—
যত পার দেখো—বঞ্চিত হ'তে না হয়;
তাই, ধর্ম্মের প্রথম পদক্ষেপেই হ'চ্ছে—
নিজে হওয়া আর পরিবেশকেও
সেই এক অদ্বিতীয় ইষ্ট ও কৃষ্টির
পূজারী ক'রে তোলা—
জীবনে—চিন্তায়—কর্ম্মে—বাস্তবীকরণে,
পারস্পরিক সম্বর্দ্ধনী সৌজন্যে। ২৪৩।

যদি লোককল্যাণই চাও
মানুষকে ইষ্টনিষ্ঠ ক'রে তোল—
তা'দের সামনে কর্ম্মভূমিকে
এমনতর বিস্ফারিত ক'রে ধর—
যা'তে তা'রা নিজ-বৈশিষ্ট্যে দাঁড়িয়ে

বেছে নিতে পারে—
তা'দের শ্রমসার্থক অভিযান;
দক্ষ সাফল্যে তা'রা যেন
আত্মপ্রসাদ লাভ করতে পারে,—
উপচয়ে বেড়ে ওঠার পথে
সুখী হ'তে পারে,
নিজেকে অনুভব করতে পারে
নানাপ্রকার দ্বন্দ্বকে অতিক্রম ক'রে
তৃপ্তি-চলনে—জ্ঞানে,
সবাই স্ববৈশিষ্ট্যে দাঁড়িয়ে
আদর্শাভিনন্দনী সার্থকতায়
উদ্যম নিয়ে যেন চলতে পারে—
সহজ-স্বাতন্ত্র্য-উৎকর্ষী ব্যক্তিত্বে,—
পারস্পরিক সহযোগিতায়—ঐক্যে,—
পূর্ণত্বের কৃতী পরিণয়ন-তাৎপর্য্যে। ২৪৪।

ধৰ্ম্ম যখন তা'র আত্মনিবেশে
প্রগতির পথে উদ্ভিন্ন হ'য়ে,
নানা শাখাপ্রশাখায়,
প্রবুদ্ধতায়, পত্রে-পুষ্পে
পরিশোভিত হ'য়ে ওঠে—
রকমারি একসার্থকতায়—নানা শাস্ত্রে,—
তাই হ'চ্ছে অনুভূতিলব্ধ জ্ঞান—
উদ্বৰ্দ্ধনী শাসন,—
পর্য্যায়ী পরিক্রমে। ২৪৫।

"মা ম্রিয়স্ব! মা জহি!
শক্যতে চেৎ মৃত্যুমবলোপয়"—
ম'রো না,—মেরো না,—
পার তো মৃত্যুকে অবলুপ্ত কর। ২৪৬।

সত্তা সচ্চিদানন্দময়—
অসৎ-নিরোধী স্বতঃই,
সচ্চিদানন্দের পরিপোষক যা' তা-ই ধর্ম্ম,
ধর্ম্ম মূর্ত্ত হয় আদর্শে—
আদর্শে দীক্ষা আনে অনুরাগ,
অনুরাগ আনে বৃত্তি-নিয়ন্ত্রণ,
বৃত্তি-নিয়ন্ত্রণ আনে ধৃতি,
ধৃতি আনে সহানুভূতি,
সহানুভূতি আনে সংহতি,
সংহতি আনে শক্তি,
শক্তি আনে সম্বর্দ্ধনা;—
আর, ঐ ধৃতি আনে প্রণিধান,
প্রণিধান হ'তেই আসে সমাধি,
আবার, সমাধি হ'তেই আসে কৈবল্য—
তৃষ্ণার একান্ত নির্ব্বাণ—
মহাচেতন-সমুত্থান। ২৪৭।

ঈশ্বর এক, অদ্বিতীয়,
মানুষ যখন একে সমৃদ্ধ হ'য়ে ওঠে—
পারস্পরিক সহযোগিতায়—ঐক্যে,
সব বৈশিষ্ট্য নিয়ে—প্রত্যেক এক সেই একে—
স্বর্গ তখনই আবির্ভূত হয়। ২৪৮।

ঈশ্বর এক—অদ্বিতীয়,
তাই, মানুষ তাঁ'তে সার্থক হ'য়ে উঠতে পারে তখনই—
বহুবৈশিষ্ট্য-সমাবেশী হ'য়ে
সে যখন ঐক্যসমাবদ্ধ;
তিনি অদ্বিতীয়,
দ্বৈতভাব—
যা' জন বা সম্প্রদায়ে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করে—

পারস্পরিক অসহযোগিতায়,—
তা'তেই তিনি অবজ্ঞাত থাকেন;
আর, সহযোগিতায় তা' যখনই সমৃদ্ধ হ'য়ে
কৃষ্টির পথে তাঁকে পূরণ করতে
পারস্পরিক সাম্যে উদ্দীপ্ত হ'য়ে চলে,—
তখনই আসে শান্তি—
তখনই আসে সম্বৰ্দ্ধনা;
পূজা তাঁর—বাস্তবায়িত হ'য়ে,
উৎকর্ষানুগ আশীর্ব্বাদে,
সুষ্ঠু সম্বৰ্দ্ধনায়,
সৰ্ব্বশক্তিমত্তায়
সমর্থ ক'রে তোলে। ২৪৯।

সাধনা

ঈপ্সিতের প্রতি এমনতর অনুরাগ—
তাঁ'কে ভালবেসে—তৃপ্তির সহিত সহ্য ক'রে—
সুখী ক'রে—সুখী হওয়া,
আবার, সেই ভালবাসা পারিপার্শ্বিকে
চারিয়ে দিয়ে সেবা ও ব্যবহারে
এমনভাবে নন্দিত করা তা'দের—
যা'তে ঈপ্সিত সার্থক হন—
পরিরক্ষিত, পরিপোষিত, পরিপূরিত হন,
সুখী ও সম্বর্দ্ধিত হ'য়ে ওঠেন,
আর, তা'তে নিজেরও সর্ব্বতোভাবে
স্বতঃ-সমৃদ্ধি উপ্‌চে উঠতে থাকে;
যোগ সেখানেই—একেই বলে তা'। ২৫০।

ইষ্টদেবে অচ্যুত হও,
আবেগ তোমার উৎফুল্ল হ'য়ে উঠুক—
ইষ্ট-নিষ্ঠায় তাঁর পথে চলতে,
তাঁকেই বাস্তবায়িত ক'রে তোল তোমার জীবনে
অকপট অনুবর্ত্তিতায়;
নিরাশী হও,—
তাঁকে-ছাড়া কিছুই চেও না তাঁর কাছে—
তবে তো নিরাশী হতে পারবে,
তাঁ'তে সংন্যস্ত হ'য়ে
বীরের মত তৎকর্ম্মপরায়ণ হ'য়ে উঠবে,
ঔজ্জ্বল্যে উদ্ভাসিত হবে তুমি—
সাথে-সাথে তোমার দুনিয়াটাও;
ইষ্ট যদি তোমার জীবন্ত মূর্ত্ত বিগ্রহ হ'য়ে

তোমার সামনে থাকেন,—
অকপট অনুবৰ্ত্তী হ'য়ে যদি চল—
তুমি ভাগ্যবান,
সম্ভাব্যতা তোমাতে অনেক বেশী। ২৫১।

তুমি যেমন তোমার প্রিয়পরমে
সক্রিয় ভালবাসায় উদ্দাম হ'য়ে উঠবে—
অচ্যুতভাবে,—যথোপযুক্ত বিকীরণে,—
উপযুক্ত পারিপার্শ্বিকও
তোমাতে তেমনি হ'য়ে উঠবে;
তুমি যদি তা' না হও—
পরিস্থিতিতে সে-প্রত্যাশা তোমার
মরীচিকার ঝিলিমিলি। ২৫২।

যা'কে অবলম্বন ক'রে তুমি দাঁড়িয়ে আছ—
তুমি উন্নীত হ'চ্ছ উদ্বৰ্দ্ধনে—
তোমার বিশ্বের যিনি কেন্দ্রস্থল,—
তোমার কোন প্রিয়ের
প্রীতিভাজন তিনি যদি না হন—
সেই প্রিয়ের প্রভাবকে
ত্যাগ ক'রো অবলীলাক্রমে—
পরিশুদ্ধি-নিয়ন্ত্রণরত থেকে—
যা'তে শ্রদ্ধার পাত্র হ'য়ে উঠতে পার
তুমি তা'র কাছে,
নয়তো, ভূতে পেয়ে বসবে কিন্তু। ২৫৩।

যদি নিষ্ঠুর হও—
তা' বিধ্বস্তি বা বিকৃতি যা'—
তা'কে নিরোধ করতে,—

ইষ্টনিষ্ঠ সত্তাসংবর্দ্ধনী সংযমে;
নিষ্ঠুরতা—সুষ্ঠু যা' তা'র উদ্‌গাতা হ'য়ে
তোমাকে দেবব্রত ক'রে তুলবে। ২৫৪।

সাবাড় যদি চাও—
প্রবৃত্তিগুলি স্বেচ্ছাচারিণী ক'রে তোল—
বিক্ষিপ্ত বহুমুখিতায়,
আর, পরমেষ্টই যদি চাও—
প্রবৃত্তিগুলি সংন্যস্ত কর ঈশ্বরে—
তাঁর অনুপূরণে—সেবায়,
বিশ্বত্রাণ হ'য়ে উঠবে,
নয়তো নরকাভিযাত্রী,
কী চাও—বুঝে দেখ। ২৫৫।

তুমি যেমন বৈশিষ্ট্যবানই হও না কেন,
সে-বৈশিষ্ট্য যে-ধর্ম্মীই হোক না কেন,—
শ্রেয়ার্থ-চলনে এগিয়ে চল তোমার মত—
তোয়াক্কা না রেখে আর কিছুতে,
পরমেষ্টী ঈশ্বরে কেবল হ'য়ে ওঠ,
সেবায় পালন কর তাঁকে,
পোষণ কর তাঁকে,
পূরণ কর তাঁকে—
সব অন্তর দিয়ে—অকপটে;
এমনি ক'রেই চল—অচ্যুত চলায়,
তিনি সব-কিছু থেকে
মুক্ত করবেন তোমাকে—
এ ভগবানেরই বাণী। ২৫৬।

যদি বাতকে-বাত সদিচ্ছ না হও,
সদ্‌গুরু হ'তে দীক্ষা নাও—

অচ্যুত অনুরাগের সহিত তাঁ'কেই অনুসরণ কর—
সব দিক দিয়ে;
আর, সৎ, সৎপ্রতিষ্ঠান বা সাধু যেখানেই দেখবে—
সামর্থ্যে যতটুকু আসে,—যতটুকু পার,
সেবা ক'রো—সাহায্য ক'রো
তা'দের ইষ্টকর্ম্মানুরাগে,
অটুট থেকে নিজে—ইষ্টে,
—প্রসারিত হবে অন্তরে। ২৫৭।

দীক্ষা মানেই হ'চ্ছে—
নিষ্ঠার সহিত আনতি-অভিবাদনে
ইষ্ট, গুরু বা তাঁর অভিষিক্ত সকাশে
উপদেশের ভিতর-দিয়ে নিয়ম-গ্রহণ—
যা'-দিয়ে জীবনের প্রত্যেকটি পদক্ষেপ
নিয়ন্ত্রিত করতে হয়—ঐ নিয়মানুবর্ত্তিতায়;
আর, যথোচিত অভ্যাসে
ক্রম-উৎকর্ষে, ক্রম-বোধনাকে উদ্দীপ্ত ক'রে
জ্ঞান আহরণ ক'রে
প্রজ্ঞালাভে তৎপর হ'তে হয়—
যথোচিতভাবে কৃতকার্য্যতায় নিষ্পন্ন ক'রে,
তাই, একেই বলে সাধনা বা তপস্যা। ২৫৮।

যে-ই যা-ই কিছু করুক না—
যদি তা'র পেছনে কোনপ্রকার
দেওয়ার দায়ী উদ্দীপনা না থাকে,
যা'কে বা যে-কিছুকে দিয়ে,
বা যা'র জন্য ক'রে তৃপ্তি পাওয়া যায়—
তা'র প্রেরণা লাগোয়া থাকে না অন্তরে,—
অভ্যাসেও তা'কে আনা কঠিন,—
কৃষ্টি-প্রবুদ্ধ হ'য়ে ওঠে না তা';

তাই, সমস্ত শুভ অনুষ্ঠানের মূলেই আছে
শ্রেষ্ঠের জন্য ক'রে বা দিয়ে কৃতার্থ হওয়া,—
যে-প্রবোধনা মানুষকে ওতে অনুপ্রাণিত করে,
আর, যে-করার প্রবর্ত্তনার মুখ্য তাৎপর্য্য—
ঐ করার ফলভাগী ক'রে তোলে তা'কে—
মুখ্যতঃ;
যেমন প্রীতির নেশায় দেওয়া—
দক্ষিণা, অর্ঘ্য, ইষ্টার্থে নিবেদন। ২৫৯।

কা'রও ভাল কেউ ক'রে দিতে পারে না,
দেখয়ে দিতে পারে, ব'লে দিতে পারে—
সাথিয়া হ'তে পারে বিহিত পথে;
কেউ যদি ক'রেও দেয়,
তা' ভোগ করতে পারা যায় না বিহিতভাবে—
যতক্ষণ তা' নিজে অর্জ্জন করা না যায়;
তাই, নিয়ম গ্রহণ কর,
উপদেশ নাও—যে জানে তা' হ'তে,
আর, নিজে চল সেই রাস্তায়,
ভাল যা' তা' অর্জ্জন কর—উপভোগ কর,
আর, মানুষকেও তা' বাতলে দিয়ে
তা'দেরও ঐ চলনায় চলৎশীল ক'রে তোল
যা'তে উন্নত হ'তে পারে তা'রা—
অবশ্য যা'রা চায়;—
সার্থক হবে—আত্মপ্রসাদ পাবে। ২৬০।

নিয়ন্ত্রিত হ'তে হ'লেই—
মূর্ত্ত আদর্শে সক্রিয় আত্মাহুত হ'তে হয়—
স্বেচ্ছায়,—সহনশীলতা নিয়ে,
এই আত্মাহুতিই আনে

সংবেদন, সামঞ্জস্য, সমাবেশ—
অন্তরে এবং বাহিরেও,
যা'র ফলে, সার্থক সক্রিয়-প্রবৃত্তি-সংহত হ'য়ে
পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতিকেও
সে নিয়ন্ত্রিত করে তেমনি,
আর, প্রাজ্ঞও হ'য়ে ওঠে তেমনি—
সিদ্ধ হয় প্রচলনে। ২৬১।

ব্রহ্মজ্ঞান বৃদ্ধির জ্ঞান,—
সত্তাকে সম্বর্দ্ধনা করার তুক্,—
কার্য্যকারণের ভিতর-দিয়ে—
বাস্তবে—সক্রিয়তায়। ২৬২।

ঈশ্বর-প্রাপ্তি মানে—
ঈশ্বরকে আপন ক'রে তোলা,
নিজের ক'রে তোলা,
তাঁর আশীর্ব্বাদ চরিত্রগত ক'রে ফেলা;
আর, এ করতে হ'লেই চাই—
ইষ্টানুরাগ—ইষ্টের পথে চলা,—
ইষ্টকে নিবিড় আপন ক'রে তোলা,—
সেবায়, পরিপালনে, পরিপোষণে, পরিপূরণে;
তাই, ইষ্ট যেমন আপ্ত,
ঈশ্বরও তেমনি প্রাপ্ত;
আর, প্রাপ্ত মানেই আপ্ত—আপন করা—
কথায়, বার্ত্তায়, চরিত্রচলনে, ব্যবহারে—সক্রিয়ভাবে। ২৬৩।

আমরা ঈশ্বরকে উপাসনা করি—
ইষ্টের প্রতি অচ্যুত অনুরাগ
বা ভক্তির ভিতর-দিয়ে,—

সেবায়, সাহচর্য্যে,—
তাঁকে পরিপালন, পরিপূরণ,
পরিপোষণে চরিত্রগত ক'রে,
আর, এমনি ক'রেই ঈশ্বরসান্নিধ্যে
আমরা উপনীত হ'তে পারি
এবং এমনি ক'রেই ঈশ্বরকে আপন করা
সহজ ও সম্ভব,—
আর তা'ই-ই প্রাপ্তি;
'নান্যঃ পন্থাঃ বিদ্যতেঽয়নায়'—আমি যা' বুঝি। ২৬৪।

সত্তা বা প্রাণের প্রতিভা
প্রতিফলিত হয় শরীরে—চরিত্রে;
প্রাণকে অনুসরণ করতে গেলে
তা'র শারীরিক প্রতিভা—যা' সক্রিয়—
—তা'র মধ্য দিয়েই করতে হয়;
তেমনি ঈশ্বর যাঁ'র আপ্ত—
তাঁ'র অনুসরণ ও অনুচর্য্যার ভিতর-দিয়েই
ঈশ্বর পাওয়া সম্ভব,—
আর, এই-ই পন্থা। ২৬৫।

যেখানে অগ্নি,—
উত্তাপও সেখানে তদনুপাতিক—প্রায়শঃ;
তাই, অচ্যুত, সক্রিয় শ্রদ্ধানতি
যেখানে আছে,
অনুসরণও সেখানে
তেমনতরই স্বতঃ,
আর, তদনুপাতিক গুণসমন্বয়ও তেমনি। ২৬৬।

জ্ঞান থাকে জ্ঞানীতে,—
সমীক্ষা, সেবার ভিতর-দিয়ে

সমন্বয়ে সার্থক হ'য়ে ওঠে তাঁ'তে;
তাই, জ্ঞানেই যদি তোমার ঈপ্সা থাকে—
জ্ঞানীকে ঈপ্সিত ক'রে তোল,
আর, সক্রিয়তায় সার্থক সমীক্ষায়
প্রাণ ঢেলে প্রীতি-উৎসারণে
তাঁ'রই অনুবর্ত্তী হও,—
জ্ঞান দীপ্ত হ'য়ে উঠবে স্বভাবে—সহজে। ২৬৭।

তোমার পঞ্চেন্দ্রিয়—
চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্—
সজাগ ক'রে রাখতে অভ্যস্ত হও,
সাথে-সাথে চটপটে হ'তে থাক—সক্রিয়ভাবে;
আর, এ পারবে তত বেশী—
যতই তুমি আবেগে
অচ্যুত ইষ্টনিষ্ঠ হ'য়ে থাকবে;
এতে বিক্ষিপ্ত হবে না,—
বরং সংগ্রাহী হ'য়ে উঠবে ক্রমশঃ,
বোধ তীক্ষ্ণ হ'য়ে রইবে,
চলনও হবে ক্ষিপ্র—অনেক। ২৬৮।

তুমি আগে নিজে
সংন্যস্ত ও সুনিয়ন্ত্রিত হও—
সামঞ্জস্যে—সক্রিয়তায়—
সব দিক দিয়ে—প্রণিধানে,
চলায়-বলায় যেন ফাঁক না থাকে কোথাও
কোনরকমে,
চিন্তায় ও হাতেকলমে নিয়ন্ত্রিত কর—
নিয়ন্ত্রিত হ'য়ে—
যা' করবে বা যা'কে দিয়ে করাবে তা'কে—

ক্ষিপ্র বাস্তব তৎপরতায়—
বিহিত বিশুদ্ধভাবে,—
তবে পারবে;
নইলে, যত আপশোষই কর,
আর পেছটানই দাও,—
'না-পারা'র বা 'না-হওয়া'র জাগ্রত মূর্ত্তি
হবে তুমিই—ঠিক জেনো। ২৬৯।

ভাবসিদ্ধ হও,
চেষ্টা, চলন ও কথায়
যখনই যে-কাজে যেমনতর ভাবের প্রয়োজন
তখনই যেন তা'তে
প্রভাবান্বিত হ'য়ে উঠতে পার,
মূর্ত্ত হ'য়ে উঠতে পার বাস্তবে—সামঞ্জস্যে,—
সার্থকতায় উদ্দীপ্ত ক'রে তোমার কর্ম্ম,
মাধুর্য্য-উদ্দীপনায়। ২৭০।

উৎসুক হ'য়ে বুঝো আর ধারণা ক'রো,
যা' ধারণা করছ—
ভাবরঙ্গিল হ'য়ে ওঠ তা'তে—
যদি তদ্ভাবিত হ'তে চাও;
মন ও মস্তিষ্ককে সেই-ঝোঁকা ক'রে তোল,
তা'র সব দিককার চিন্তাগুলিকে সমাবেশ ক'রে
বল, লেখ বা কাজে কর—
বাস্তবতায় মূর্ত্তি দিতে;
এতে অভ্যস্ত হ'লেই ভাবসিদ্ধ হ'য়ে উঠবে,
সব আবেগ নিয়ে
মূর্ত্ত ক'রে তুলতে পারবে তা'কে—
যখনই প্রয়োজন। ২৭১।

তোমার মূল চরিত্র
ইষ্টে অচ্যুত অনুরাগোদ্দীপ্ত ক'রে—বাস্তবতায়,—
চিন্তা, চলন, কথায়, কাজে
সংযত ও সুসংবদ্ধ উদ্যমদীপী ক'রে রাখ,—
জীবন-চলনায় পথভ্রষ্ট হ'তে হ'বে কমই। ২৭২।

যে-ধারণায় যেমন আবদ্ধ মন,
প্রবৃত্তিও সেখানে তেমনি সচল,
অবস্থানও তা'র তেমনি;
ধারণাকে উদ্বুদ্ধ কর,
প্রবৃত্তিকেও তেমনতর প্রবুদ্ধ ক'রে চালাও—
অবস্থার উৎকর্ষও তেমনি হবে। ২৭৩।

মানুষ যে বুদ্ধি বা ধারণায়
অভিভূত হ'য়ে চলে,—
যুক্তি, চিন্তা, সন্ধান ও সমর্থন
এসব তদনুকূলে বিন্যাসপ্রয়াসী হয়,
আর, বিরুদ্ধ যা'—তা'তে আসে অবজ্ঞা—
তা' যত ভালই হোক বা মন্দই হোক;
তাই, বোধ বা ধারণাকে
শুদ্ধ, সত্তাসম্বর্দ্ধনী ক'রে তোল—
যদি ভালই চাও। ২৭৪।

যতই যা'-কিছু কর না কেন,
তা' শিক্ষাই হোক, সাধনাই হোক, তপস্যাই হোক—
অচ্যুত ইষ্টানতির পথে তা' যতদিন না
সার্থক-সন্নিবেশে, সামঞ্জস্যে,
বাস্তবভাবে পরিসেবিত হ'য়ে উঠছে,—

বিচ্ছিন্ন ব্যর্থতারই অধিকারী হ'য়ে থাকবে,
বাস্তব প্রজ্ঞা র'বে অনেক দূরে তোমার;
চুম্‌কি অনেক পেতে পার—
সজ্জা তা'তে সার্থক হবে না—সৌকর্য্যে। ২৭৫।

ক্ষিপ্র হও, দক্ষ হও,
সময়-সমীক্ষু হও,
কূটবিশারদ হও,
প্রস্তুত থাক কৃতনিশ্চয়ে—
অচ্যুত ইষ্টানুরাগী হ'য়ে—সক্রিয়তায়;
কূটবিশারদ হ'তে গিয়ে
নিজেই কূটবিদ্ধ হ'য়ে ব'সো না,
আর, এগুলি স্বভাবসিদ্ধ ক'রে চল,
একটা জীবন্ত মানুষ হ'য়ে দাঁড়াও সবার কাছে। ২৭৬।

বৃত্তি-পরিদলন বা ইন্দ্রিয়নিগ্রহ করাই যে ধর্ম্ম
তা' নয় কিন্তু,—
বরং তা'দের সুষ্ঠু, সবল
ও ইষ্টানুগ ক'রে তোলাতেই তা';
আর, এতে যে যেমন—
বীর্য্যবানও সে তত সব দিক দিয়ে;—
তাই, 'ব্রাহ্মীচলনে বীর্য্যধারণ'—শাস্ত্রের বাণী। ২৭৭।

সর্ব্বাগ্রে ইষ্টকর্ম্ম
উপচয়ী সমাধানের সহিত নিষ্পন্ন ক'রো,
তারপর ইষ্টসংস্রবী করণীয়
যথাবিহিত উপযোগিতার সহিত ক'রে—
তা'র ভিতর-দিয়েই নিজের সত্তাপোষণী
ও সম্বর্দ্ধনী যা'-কিছু করতে হয় তা' ক'রো;

আবার, এ করাগুলির সার্থক সমন্বয়ে
পারিপার্শ্বিকের যা'-কিছু এমনভাবে ক'রো—
যা'তে শ্রদ্ধাদীপন হ'তে পার সবার কাছে;
পর্য্যায়ানুপাতিক তোমার নিষ্পন্নতা
এমনি ক'রেই কৃতীর আসনে
সমাসীন থাকতে পারে,—
আপশোষের উপহাস তোমাকে
কমই উপভোগ করতে হবে। ২৭৮।

যিনি শ্রেষ্ঠ—শ্রদ্ধাস্পদ তোমার,
সৎ-শুভাকাঙ্ক্ষী যিনি,
তোমার ভালতে আত্মপ্রসাদ উপভোগ করেন—
এমনতর যিনি তোমার,
বা যিনি যুগপুরুষোত্তম—
তাঁ'র সঙ্গ, সেবা ও সাহচর্য্যে
অগ্রণী হ'য়ে থেকো তুমিই,
শোনায়, করায়, জিজ্ঞাসায় প্রবুদ্ধ হ'য়ে
ইষ্টানুগ চলনে প্রাজ্ঞতা লাভ কর—
তদনুবর্ত্তিতায়;
তাঁ'কে তুমি তোমারই অবাধ্য প্রয়োজনীয়
ক'রে রাখ—
তুমি তাঁ'র প্রয়োজন হবার
অবসর দিতে যেও না,—
সম্বিতে সার্থক হবার এই-ই পথ। ২৭৯।

যা' শ্রেয়—এমনতর কাউকে
বা কিছুকে অবলম্বন কর,
আর, তা'রই পুষ্টি ও পরিবর্দ্ধনায়
সমন্বিত হও,

আহরণ কর—দক্ষপটুত্বে,—
অচ্যুত আগ্রহে,
বিচ্ছিন্ন প্রচেষ্ট হ'য়ো না,
বিক্ষিপ্ত-অবলম্বন হ'য়ো না,—
সম্বর্দ্ধিত হবে পুষ্টিতে—ক্রমশঃই। ২৮০।

যা' ভাবছ—যা' বলছ—যা' করছ—
যেমন চলছ—এর প্রত্যেকটি যা'তে
আদর্শ-উপচয়ী হ'য়ে ওঠে—
তেমনতর পেয়ে-বসা ফন্দী নিয়ে
যখনই চলতে থাকবে—সার্থক-সমন্বয়ে,
তখনই তোমার যা'-কিছু
দানা বেঁধে উঠবে তোমার সত্তাতে,
ব্যক্তিত্বও ক্রমশঃই ফুটন্ত হ'য়ে উঠবে—
প্রজ্ঞায়—আরোতে। ২৮১।

ইষ্ট বা আদর্শে, অচ্যুতভাবে
কেন্দ্রায়িত হ'য়ে উঠবে যতই তুমি—
কর্ম্ম ও প্রবৃত্তির সার্থক অন্বয়ে,—
ততই জ্ঞানপ্রভানুরঞ্জিতালোকে
সাকার তোমার বৈশিষ্ট্য-স্বার্থে
নিরাকারে সার্থক হ'য়ে উঠতে থাকবে,
দেখবে, তখন এই সাকারই
দেদীপ্যমান রয়েছে ওতপ্রোত—নিরাকারে;
পন্থা ওই-ই—
ইষ্টস্বার্থী, ভক্তি-আপ্লুত সেবাসংহতি। ২৮২।

আত্মস্বার্থ-চিন্তাকে বিদায় দাও,
উদ্যমের সহিত
ইষ্টস্বার্থপ্রতিষ্ঠা-চিন্তাকে গৃধ্নুর মত
উদগ্রীব ক'রে তোল,—

কেমন ক'রে, কতক্ষণে তাঁ'র ইচ্ছাকে
উপচয়ে মূর্ত্ত ক'রে তুলতে পার তা'ই ভাব,
আর, করও তা'—সক্রিয়ভাবে—
যথাসময়ে—প্রয়োজন-পরিপূরণে,
আর, এতে অভ্যস্ত হ'য়ে ওঠ—অপ্রতিহততায়;
এর কৃতকার্য্যতায়—ক্রমোন্নতিতে
পাবে তৃপ্তি, আসবে আত্মপ্রসাদ,—
শান্তি নন্দিত হ'য়ে উঠবে,
তা'তে স্বর্গ তোমাকেও উপচয়ী অভিনন্দনে
ধর্ম্মে, অর্থে, কামে, মোক্ষে—
সার্থকতায় উপচয়-মুখর ক'রে তুলবে। ২৮৩।

ঠিক জেনে রেখো—
যতক্ষণ পর্য্যন্ত সর্ব্বান্তঃকরণে,
ইষ্টস্বার্থপ্রতিষ্ঠাপন্ন হ'য়ে,
নির্ম্মম ও প্রত্যাশারহিত আবেগে
তৎকর্ম্মা না হ'য়ে উঠছ—উপচয়ী পদক্ষেপে,—
কিছুতেই পারবে না তুমি
উপচয়ে তাঁ'কে নন্দিত ক'রে তুলতে,
আর, তোমাকেও তুমি ফাঁকি দেবে—তেমনি করেই;
কারণ, তোমাকেও
উপচয়ে চালাতে পারবে না—বাস্তবে,
ভার হবেই তাঁ'র তুমি—
তাঁ'র ভার বহন করতে পারবে না নিজে;
কপট, ব্যর্থ, অনুকম্পী অজুহাত দেখানই হবে সম্বল—
নিজেকে সমর্থন করতে—
এবং অন্যের সমর্থন আকর্ষণ করতে। ২৮৪।

১। তথাগতে অচ্যুত হও—
আত্মস্থ হ'য়ে নিজেকে বিশ্লেষণ কর—
পর্য্যালোচনায়;

২। দুঃখ-প্রসূ যা'—তা'র নিরাকরণ কর,—
শীলকে সংস্থাপন কর—
সক্রিয় চলনে—চিন্তায়,
সত্তাপোষণী চলনই শীল;

৩। সত্তাসম্বর্দ্ধনী সদাচারসম্পন্ন হও—
সার্থক অন্বয়ে—ধর্ম্মে—তথাগতে। ২৮৫।

১। কঞ্চুষের মত ইষ্টস্বার্থপ্রতিষ্ঠাপন্ন হও—
অচ্যুতভাবে,—বিপত্তি ভেঙ্গে,—
সব রকমে,—সব ব্যাপারে—
তথাগতদের মধ্যে ভেদ সৃষ্টি না ক'রে,
উদার হও উপচয়ীতে—সত্তাবর্দ্ধনীতে;
২। ঘৃণা ক'রে কাউকে ত্যাগ ক'রো না,
কিন্তু ঘৃণ্য যা', তা' হ'তে রিক্ত থেকো,—
আর অপরকেও ক'রো—নির্ব্বিরোধে;

৩। মানুষের অসময়ে যথাসাধ্য
সাহায্য ক'রো তা'কে—
যথাসম্ভব পরপ্রত্যাশী না হ'য়ে—
স্বোপার্জ্জনী সক্রিয়তায়;

৪। প্রীতি-অবদান বিহিত যা'—
তা'কে অবজ্ঞাও ক'রো না,
দাবীও ক'রো না,—
অচ্যুত ইষ্টানুগ থেকে,
মানুষের ভারও হ'তে যেও না;

৫। সর্ব্বতোভাবে শ্রদ্ধার্হ, সেবাপ্রাণ হ'য়ে চ'লো—
তা' যেই হোক না—প্রত্যেকের কাছে
আদর্শে অটুট থেকে—
প্রত্যেক চলনায় তপঃ-তৎপর ও সদাচারী হ'য়ে,
ঈর্ষ্যা, অনৈক্য, অভিমান ও স্বার্থপ্রত্যাশাকে
পরিবর্জ্জন ক'রে,—
সময়কে অবজ্ঞা না ক'রে—
ইষ্টানুগ ধর্ম্ম-সৌকর্য্যে। ২৮৬।

আত্মাতেই সত্তা থাকে—
তাই সত্তার সত্ত্বই হ'চ্ছে আত্মা;
তিনি অখণ্ড সচ্চিদানন্দ,
আর তদ্বেত্তাতেই তিনি সাকার,
আর, তিনিই তাঁ'র বার্ত্তিক—
এবং তিনিই ইষ্ট—রূপায়িত মঙ্গল,
অচ্যুত তন্নিষ্ঠ, সার্থক অন্বিতবৃত্তি হ'য়ে
সম্যক্ দৃষ্টি, সম্যক্ চেষ্টা,
সম্যক্ বোধি, সম্যক্ স্মৃতি,
সম্যক্ প্রাণন স্বভাবসিদ্ধ ক'রে
মহাচেতন-সমুত্থানে
সম্বুদ্ধ হ'য়ে ওঠ। ২৮৭।

গোড়ায় সর্ব্বান্তঃকরণে
ইষ্টস্বার্থপ্রতিষ্ঠ হ'য়ে—
অর্থাৎ বুদ্ধে শরণ রেখে
ধর্ম্মে শরণ রেখে
সঙ্ঘে শরণ রেখে
সক্রিয় দায়িত্বপূর্ণ পারস্পরিক স্বতঃ-সমবেদক
সহানুভূতির সঙ্গে—

কেমনভাবে দেখতে হবে কী নজরে,
কেমনভাবে কথা বলতে হবে,
কেমনভাবে ব্যবহার করতে হবে,
কেমনভাবে চলতে হবে ও জীবিকা অর্জ্জন
করতে হবে,
কখন কেমনভাবে কর্ম্ম নিষ্পাদন করতে হবে—
কেমন চেষ্টায়—পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে,
এর সাথে-সাথে কেমন ক'রে অন্তর-পরিচর্য্যা
করতে হবে—
সম্যক্ স্মৃতি ও সম্বোধি নিয়ে—
বিদ্যুৎকর্ম্মা হ'য়েও দুঃখ স্পর্শ করতে না পারে
এমনতর চলনকে সম্ভব ক'রে;
এই-ই সেই অষ্টাঙ্গ মার্গ—
ভগবান তথাগত যেমন বলেছেন। ২৮৮।

আচার্য্যে অনীত হ'য়ে—
শিক্ষায় তাৎপর্য্যবান হওয়া—
ভাবতঃ সম্ভব হ'তে পারে,
কিন্তু মনোজগতে মনোবানের পক্ষে
বাস্তবভাবে অবাস্তব ব'লে মনে হয়;—
তাই গীতায় আছে—
"ক্লেশোহধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্
অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে।" ২৮৯।

তুমি জ্ঞান-যোগীই হও আর
ভক্তি-যোগীই হও,—
বেদান্তবাদীই হও আর
সাংখ্যবাদীই হও—
যাই হও না কেন,—
যতক্ষণ পর্য্যন্ত সর্ব্বান্তঃকরণে

গুরু বা ইষ্টবাদী না হ'য়ে উঠছ,—
তোমার বোধ অন্বিত হ'য়ে
সামঞ্জস্য সমাধানে
সার্থক হ'য়ে উঠবে না—
এটা নিছকই ধ'রে নিতে পার;
তাই শঙ্কর বলছেন—
"অদ্বৈতং ত্রিষু লোকেষু—নাদ্বৈতং গুরুণা সহ।" ২৯০।

তোমার জীবনে শ্রেয় যিনি—
তিনি যা' বলেন—
হয় তা' পরিপালন কর সর্ব্বতোভাবে—
আত্মপ্রসাদে—
ঈর্ষ্যা, দ্বন্দ্ব, দুঃখ, আপশোষকে
জলাঞ্জলি দিয়ে—তৃপ্তির সহিত,
নয় তা'র পূরণে—বিচার ক'রে
যেমনতর সঙ্গত বিবেচনা কর,
ন্যায্যতঃ সম্ভব যা' তোমার পক্ষে
বুঝে-সুঝে জীবন দিয়ে তা'কে
উদ্‌যাপন করতে চেষ্টা কর;
মাঝামাঝি যে-কোন দিকই
সমীচীন হবে না কিন্তু;
জীবনে প্রেয়-প্রতিষ্ঠার দু'টিই পথ—
হয় আম্‌মোক্তার-নামা দাও,
নয় তপশ্চরণ কর;—
তোমার পক্ষে যেটা শোভনীয় তা-ই কর,—
প্রতিষ্ঠা পাবে প্রেয়—তোমাতে। ২৯১।

হয় ইষ্টনিদেশ যা' পাও তা' শোন,
করও তেমনি,—
আর, করার ভিতর-দিয়ে

তোমার বুঝকে এস্তামাল ক'রে নাও—
সামঞ্জস্যে—সমন্বয়ে,—
কোন দূষ্যভাব না রেখে—
বরং এড়িয়ে তা'কে;
না হয় তিনি যা' বলেন তা' বুঝে নাও—
যথাবিহিত রকমে—
যা'তে ঐ বিষয়ে কোন প্রশ্ন বা দোষদৃষ্টি
তোমাকে ব্যাহত করতে না পারে;
আর, করও তা' একনিষ্ঠ অন্বিত সামঞ্জস্যে,
উপচয়ী কৃতিত্বে,—তবেই তা' সার্থক হবে,
কৃতী হ'য়ে উঠবে বাস্তবে;
এর মাঝামাঝি কিছু করতে যাও যদি,
কিংবা একদম কিছু না কর—
এদিকও হবে না, ওদিকও হবে না—
ব্যর্থ হ'য়ে উঠবে;
আর, ঐ ব্যর্থতার সমর্থনই
দার্শনিক তত্ত্ব হ'য়ে উঠবে তোমার কাছে—
বোঝ, তোমার পক্ষে যা' শ্রেয় বিবেচনা কর—
তা-ই কর,—তেমনি ক'রেই চল। ২৯২।

যদি ব্যর্থ ক'রেই থাক কাউকে—
বিপন্ন বিপদ-সঙ্কুল ক'রে,
কা'রো নির্ভরতাকে বিশ্বাসঘাতকতায়
বিদীর্ণ ক'রে থাক—
স্বার্থ-স্বচ্ছন্দতার মোহে,
নিজেকে বিচার ক'রো,
অন্যের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে
নিজেকে সমর্থন করতে যেয়ে
লোকের চোখে কথার ধোঁয়া দিয়ে
নিজেকে ঢেকে রেখে—

নিজ প্রবৃত্তির যদি এখনও প্রশ্রয়প্রয়াসী হও,
তোমার শুদ্ধি ও উন্নতি
ভবিষ্যতের অন্ধ প্রকোষ্ঠে
কারারুদ্ধ ক'রে রাখছো কিন্তু;
তাই, আদর্শের দিকে তাকাও,
যা' মন্দ করেছ এখন থেকেই সাবধান হও—
পূরণ করতে চেষ্টা কর;
আর, তা' না ক'রে
ভালই যদি কিছু ক'রে থাক,
কৃতকার্য্যতাই যদি অর্জ্জন ক'রে থাক,—
অমনি ক'রে তা'ও খতিয়ে দেখ
কিসে আরও ভাল করতে পার,
চলতেও থাক তেমনি ক'রেই—
সত্তাকে বাঁচিয়ে;
রেহাই পাবে—পুরস্কৃত হবে। ২৯৩।

অন্তরে যদি খুঁতই থাকে,
অন্যায়ই যদি হ'য়ে থাকে,
বিপর্য্যয়ই যদি কিছু ক'রে থাক—
আত্ম-পর্য্যালোচনা ক'রে তা'কে ধ'রে ফেল—
সমাধানে সুবিন্যস্ত ক'রে তোল তা'কে,
আত্মসমর্থন করতে গিয়ে
নীতি বা ন্যায়কে বিপর্য্যস্ত করতে যেও না,
লোকসান তা'তে তোমারই বেশী—
অন্যেরও কম নয়। ২৯৪।

ভক্তির উদাত্ত আগ্রহে
বৃত্তিগুলি সামঞ্জস্যের সহিত
সংযত ও সার্থক হ'য়ে ওঠে। ২৯৫।

তুমি বোঝ আর নাই বোঝ,—
জ্ঞানের আওতায় ধরা-ছোঁয়া পাও
আর নাই পাও আপাততঃ,—
ইষ্টকে কেন্দ্র ক'রে—
ঈশ্বরের প্রতি তোমার উদ্‌গ্রীব আগ্রহ
যথাবিহিত উন্নত-চলনশীল ক'রে
তোমাকে আরোতে নিতেই থাকবে ক্রমশঃ—
এটা ঠিক জেনো—
তা' সার্থক সমন্বয়ী সামঞ্জস্যে—সর্ব্বতোভাবে,
এই হ'চ্ছে
জানায় দাঁড়িয়ে অজানাকে পেতে যাওয়া;
যা'তে যেমন আগ্রহ,—
মানুষকে এগিয়েও নিয়ে যায় তা'তে তেমনি;
মানুষের জীবনে অনায়ত্তকে অধিগত করার
অদম্য আকূতিই হ'ল বিবর্ত্তনের গোড়ার কথা,
আর, ঈশ্বরের প্রয়োজনীয়তাও ওতেই—
বিশেষতঃ। ২৯৬।

অচ্যুত ইষ্টনিষ্ঠ হও—
তপঃপ্রাণ হও—
সংবুদ্ধ হও—
বীর্য্যবান হও—
অক্লান্ত তেজীয়ান পরিশ্রমী হও,
দায়িত্ব নিতে শেখ—
সৎসম্বর্দ্ধনী যা'—তা'র,
আর, তা'র অনুপূরণও ক'রো—
বিহিতভাবে—বিহিত সময়ে;
প্রবৃত্তি-পরিচর্য্যা ক'রো না—তা'তে নিরাশী হও,
নির্ম্মম হ'য়ে ওঠ তা'তে,
নিরখ-পরখ কর নিজকে—

আত্ম-বিশ্লেষণ ও আত্ম-নিয়ন্ত্রণে
অন্তরকে সব সময় ঝক্‌ঝকে ক'রে রাখ,
কৌশলী ও তীক্ষ্ণ-ধী হও,
সদাচারে শরীর ও সত্তাচর্য্যী হও,
সৎ ও সুভাষী হও,
প্রীতি, সৌজন্য, সেবা, সহযোগিতায়
সবারই সম্বর্দ্ধনী ক'রে তোল নিজেকে,
কলঙ্ক, দ্বন্দ্ব ও দুর্ব্বলতাকে তিরোহিত ক'রে
অন্যায় বা অসৎ যা' তা'কে নিরোধ ক'রে
আলোকে উল্লসিত থাক
এবং ক'রে তোল সকলকে,
তপশ্চেতা হ'য়ে
ধর্ম্মানুগ সর্ব্ব সৎকর্ম্মে নিয়োজিত থেকে—
স্বাধ্যায়ী হ'য়ে জীবনপ্রবৃদ্ধি
ও স্মৃতিবাহী চেতনার পথকে অনুসন্ধান কর,
এবং তা' বাস্তবীকরণে
বিহিত ব্যবস্থাবান হও,
আর, সব কিছু নিয়ে
প্রিয়-পরমে সার্থক হ'য়ে ওঠ;
এই হ'চ্ছে—যা'-কিছু সবেরই পরম সার্থকতা। ২৯৭।

একটা বিরাট গহ্বর কামিনী,
আর, তা'র পাশেই—
আর একটা বিরাট গহ্বর কাঞ্চন;
ও দু'টো গহ্বরের ভিতর বাস করে
দু'টি বিরাট পৈশাচিক দৈত্য—
একজন মান আর একটি হ'চ্ছে বড়াই;
এই দুই বিরাট গহ্বরের মাঝখানকার
সঙ্কীর্ণ পথ দিয়ে
ভবসমুদ্র পার হ'তে হয়—
ইষ্টানুরাগকে অবলম্বন ক'রে;

তা'র একটু বিচ্যুতি হ'লেই
সত্তাবিলোপী পতন অনিবার্য্য—
যদি অনুরাগরজ্জু শক্ত হ'য়ে না থাকে হাতে—
অচ্যুতির সহিত;
এই দুই গহ্বর পার হ'য়ে গেলেও
ঐ দৈত্য দু'টো আবার
কিছু দূর পর্য্যন্ত পিছু নিতে থাকে—
শিকারের আশায়। ২৯৮।

যদি তুমি দুষ্টই হ'য়ে থাক—
কোন প্রলেপ দিয়ে তা' মুখরোচক ক'রে
মানুষের সামনে ধ'রো না,
বরং তা'কে আলগা ক'রে ধ'রো,
নিজেও মুক্ত হ'তে চেষ্টা ক'রো তা' হ'তে,—
অন্যেও তেমনতর ফাঁদে না পড়ে নজর রেখো;
অন্যায়টাই তুমি নও
বা তোমার সর্ব্বস্ব নয়কো,
সত্তা আর তা'র সম্বর্দ্ধনী যা'
তা-ই কিন্তু তোমার সম্পদ,
আর, অন্যায়টা তা'রই অপলাপী;
তাই, দুষ্ট হ'তে পার,
কিন্তু দোষটাই তুমি নয়কো,
আর, তা' তোমার সম্বর্দ্ধনীও নয়কো;
রিক্ত হও তা' হ'তে—
তোমার আবহাওয়ায় থেকে
সবাই যেন রিক্ত হ'য়ে ওঠে—তা' হ'তে। ২৯৯।

উৎকর্ষে অনুরাগ রাখ অচ্যুতভাবে,
তোমার চিন্তা, স্নায়ু, বাকের ভিতর
বন্ধুত্ব স্থাপন কর—সক্রিয়তায়,—

বৈশিষ্ট্যের উপর দাঁড়িয়ে—
যা' তোমার আভ্যন্তরীণ সমাবেশে স্বতঃ-সক্রিয়—
সত্তায় গ্রথিত হ'য়ে আছে যা',—
তোমার প্রকৃতিতে স্বধর্ম্ম যা' তোমার;
যা' করবে, এর উপর দাঁড়িয়েই ক'রো
নিয়ন্ত্রণ, সামঞ্জস্য, সমাধানে—
স্বাভাবিকতায়,—
আদর্শে অকাট্য নিষ্ঠায়;—
এই হ'চ্ছে সার্থকতার পথ—যদি চাও। ৩০০।

স্বতঃ-ক্রিয় বৈশিষ্ট্যের উপর না দাঁড়িয়ে
যা'র জন্য যতই মক্‌স তুমি কর না কেন—
তা' সত্তায় সংবদ্ধ হওয়া সুদূরপরাহত;
তোমাতে সংগঠিত হ'য়ে উঠবে না তা'—
বরং বিপর্য্যয়ের হাত এড়াতে পারবে না,
তোমার স্বতঃ-ক্রিয় বৈশিষ্ট্যও
মুহ্যমান হ'য়ে উঠবে তা'তে—
ইতোভ্রষ্টস্ততোনষ্টই হ'বে তোমার প্রাপ্তি;
আর, স্বতঃ-ক্রিয় বৈশিষ্ট্যই হ'চ্ছে তোমার স্বধর্ম্ম;
তাই, ভগবান গীতায় বলেছেন—
"স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ
পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ"। ৩০১।

শ্রমণ!
শ্রমকে সার্থকতামণ্ডিত ক'রে তোল,
অচ্যুত ইষ্টনিষ্ঠ নিয়ন্ত্রণ-সামঞ্জস্যে—
আহুতি দিয়ে নিজেকে—তাঁ'তে;
যা' করবে তা'কে যথাসময়ে,
বিহিত উপায়ে সুসম্পন্ন ক'রে তোল—উপচয়ে;

তপঃ-প্রবৃত্তিকে অচ্যুত নিষ্ঠায়
ইষ্টানুশাসনে সক্রিয় সার্থক ক'রে তোল;
অহিংসা, সত্য, অস্তেয়
তোমার জীবনে যেন চিরপ্রতিষ্ঠ থাকে—
চিরায়ু হ'য়ে,
তাই ব'লে, হিংসাকে প্রশ্রয় দিও না;
সদাচার সুপরিপালন-তৎপর হও—
শরীরে, মনে এবং আধ্যাত্মিকতায়—
বিহিত সামঞ্জস্যে,
যখন যে-কোন প্রবৃত্তিই
তোমার মনে আবির্ভূত হোক না কেন—
নিয়ন্ত্রণ, সামঞ্জস্য, সমাধানে
সৎসম্বর্দ্ধনী ক'রে
তাঁ'র মোড় ফিরিয়ে
ইষ্টার্থ-পরিপূরণী ক'রে তোল,
সৎসম্বর্দ্ধনী সুচিন্তা যা-ই
মনে আসুক না কেন—
বিহিত সময়ে,—বিহিত রকমে
প্রীতি-সৌকর্য্যে তা'কে মূর্ত্ত ক'রে তোল—বাস্তবে;
মনে রেখো, তোমার পরিরক্ষণ,
পরিপোষণ ও পরিপূরণ
নিহিত আছে তোমারই পরিবেশে,
আর, পরিবেশের পরিরক্ষণ, পরিপোষণ
ও পরিপূরণই তোমার সত্তাসম্বর্দ্ধনী—
মুখ্যতঃ ও গৌণতঃ;
তাই, তোমার শ্রম যেন বিমুখ না হয়
তা'দের সেবায়,—
নিরখ-পরখ কর নিজেকে,—
আত্মবিশ্লেষণে ও আত্মনিয়ন্ত্রণে
চরিত্রে এমনতর সমাধানী ঔজ্জ্বল্য সৃষ্টি কর—
যা'তে সবাইকে আলোকিত ক'রে তোলে—

প্রীতি, সৌন্দর্য্য ও সৌহার্দ্দ্যের আলিঙ্গনে—
শ্রদ্ধার্হ চলনে—প্রত্যেকটি অন্তরে;
কাম, কাঞ্চন ও যশোলিপ্সাকে
অন্তস্তল হ'তে বিদায় ক'রে দাও—
নিরাশী হ'য়ে—নির্ম্মম হ'য়ে,—
তা'রা যেন তোমাকে কিছুতেই
প্ররোচিত করতে না পারে;
প্রীতির অবদান যা' পাও—
যা' অন্যকে কিছুতেই পীড়িত না করে—
উদ্দীপনী আগ্রহ নিয়ে
প্রাণবন্ত যে-দান তোমার কাছে—
তা' পেয়েই তৃপ্ত থেকো;
অসৎ-প্রতিগ্রাহী হ'তে যেও না,
লোভপরবশ হ'তে যেও না—
তা' সম্মানেরই হোক
যশ বা ঐশ্বর্য্যেরই হোক—
কৃতকৃতার্থতাই যেন তোমার আত্মপ্রসাদ হয়,
প্রবুদ্ধ যিনি—বরণীয় যিনি,
সৎ-সংবর্দ্ধনী তদ্‌গোষ্ঠী যেখানে—
তা'দের পরিপালন ক'রে, পরিপোষণ ক'রে
কৃতার্থ হ'য়ো;
ধর্ম্মের আনুষ্ঠানিক বাড়াবাড়ি করতে যেও না,
ব্যভিচারও ক'রো না,—
বাস্তবতায় সক্রিয়ভাবে—
বাক্যে ও কর্ম্মে,
এক কথায়, চরিত্রে ধর্ম্মকে মূর্ত্ত ক'রে তুলো,
নজর রেখো, কথায় এবং কাজে
তা'র ব্যতিক্রম না হয়;
মিতভাষী হ'য়ো,—
প্রীতিকে প্রজ্জ্বলিত রেখে
ইষ্ট বা আদর্শকে দেদীপ্যমান রেখে

মন্দ যা' তা'কে নিরোধ ক'রো—
তা'তে যেন সম্প্রীতিই সংস্থাপিত হয়,
তেজ ও বীর্য্যকে এমনতর দীপ্ত ক'রে রেখো—
যাতে সব ব্যাপারে—
সব দিক দিয়ে—
সকল কর্ম্মে—সমস্ত মননে
সার্থকতার জৌলুস নিয়ে
অভিনন্দিত ক'রে তোলে তোমাকে—
কুশল-কৌশলে;
যা'ই-কিছু কর, ভাব, দেখ—সবটার ভিতর
অমৃত-অনুসন্ধিৎসু হ'য়ে চ'লো—
স্বাধ্যায়ী হ'য়ে,
স্মৃতিবাহী চেতনা
যেন জাগরূক হ'য়ে ওঠে তোমাতে;
তোমার সব করা—সব হওয়া—
সব পাওয়াই যেন সার্থক হ'য়ে ওঠে—
প্রিয়পরমে—মহাচেতন-সমুত্থানে। ৩০২।

যখনই তুমি প্রেষ্ঠ-নিদেশ বা ইচ্ছাকে
যথাসময় পরিপূরণ করতে পারলে না—
অথচ একটা সাধু সমর্থন-বুদ্ধি
র'য়ে গেল নিজের অপারগতায়—
কিংবা ইচ্ছা ও বুঝের সঙ্গতিহারা
একটা শ্লথ আপশোষ নিয়ে
চলতে লাগলে,—
তখনই বুঝবে যে কোন-না-কোন
প্রবৃত্তির হাতে পড়েছ—ফাঁদে পড়েছ;
বেশ ক'রে ধীইয়ে দেখ, আত্মবিশ্লেষণ কর,
খুঁজেপেতে বের ক'রে
তা'কে নিয়ন্ত্রণ ক'রে ফেল,

সক্রিয় হ'য়ে ওঠ এমনতর—
যা'তে বিহিতভাবে বিহিত সময়ে
পরিপালন করতে পার তা'—
তবে তো রেহাই পাবে। ৩০৩।

পূর্ব্বে যা' করেছ
সেগুলিকে টুকটাক ক'রে
সবই স্মরণপথে নিয়ে এস,
তা'কে বিশ্লেষণ কর সম্যক্‌ভাবে,—
অন্বিত ক'রে তোল—
খ্যাপনে—নিয়ন্ত্রণে—প্রণিধানে,
প্রত্যয়ে সার্থক ক'রে তোল,
তলিয়ে যেন না যায় সেগুলি
তোমার স্মৃতির অন্তরালে,—
বেশ ক'রে খতিয়ে বাজিয়ে
দেখে নিও সেগুলিকে,
আর, এখনকার অবস্থায় চলতে-চলতে
সেগুলি পরিণাম নিয়ে
বর্ত্তমানে যে-রূপে হাজির হয়েছে—
তা'দিগকে সাক্ষাৎকার ক'রে
সামঞ্জস্য ও সমাধানে
উৎকর্ষে বাস্তব সক্রিয়তায়
চরিত্রে মূর্ত্ত ক'রে তোল—
ইষ্টার্থ-পরিপোষণী ক'রে,
বুঝ, জ্ঞান, প্রজ্ঞা
অবস্থান্তরের ভিতর-দিয়ে
তাৎপর্য্যে তোমাকে অভিনন্দিত করবে;—
"ক্রতো স্মর কৃতং স্মর
ক্রতো স্মর কৃতং স্মর"। ৩০৪।

ইষ্টে অচ্যুতমনন হও,
বৃত্তিগুলি অন্বিত ক'রে তোল—
তৎস্বার্থ-প্রতিষ্ঠা-সার্থকতায়,
প্রণিধান-তৎপর থাক—তদর্থভাবনায়,
শ্রদ্ধার্হ সেবা-সার্থকতায় সত্ত্বপ্রতিষ্ঠ হও,
সিদ্ধান্ত সক্রিয়তায় বাস্তবায়িত ক'রে তোল;
আর, এ-ই হ'চ্ছে—সার্থক ধ্যান। ৩০৫।

ওঠো, জাগো—
বরণীয় যিনি তাঁ'তে
নিবুদ্ধ হও;
ঊষা এল আজ
এ জীবনে নবীন হ'য়ে,
নবীন উদ্যমে—অর্ক-আলোকে,
উদ্বুদ্ধ ক'রে তোল—
তাঁ'রই জীবন মন্ত্রে;
ওঠ, আসন গ্রহণ কর, প্রার্থনা কর,
প্রবুদ্ধ হ'য়ে সকল কর্ম্মে
তাঁ'কে পরিপালন কর;
শান্তি আসুক, স্বধা আসুক, স্বস্তি আসুক—
তোমার জীবনে—জীবন্ত হ'য়ে। ৩০৬।

সূর্য্য পাটে বসেছে—
সন্ধ্যা তা'র তামসী বিতানে
ঘাটে বাটে ছড়িয়ে পড়েছে—
স্নিগ্ধ ক'রে—বিশ্রামে ভূবনকে আলিঙ্গন ক'রে;
তাপস! শান্ত হও!
বরেণ্য যিনি—
তোমার সব মন দিয়ে তাঁ'তে ছড়িয়ে পড়,
উপাসনা কর তাঁ'র—

দিনের সব কর্ম্মের সাথে
যা'-কিছু করেছ—স্মরণে এনে
নিবেদন কর তাঁ'কে—সার্থকে;
বিশ্রামের সুষুপ্তি-অঙ্কে
এলিয়ে দিয়ে তোমার সসত্ত্ব শরীর,
উন্মাদনার সৎমন্ত্রী সোমরস পান ক'রে
সুপ্তি পাও,—তৃপ্তি পাও,—সুস্থি পাও—
উদাত্ত জীবনে আবার জেগে উঠতে। ৩০৭।

অচ্যুত আদর্শানুপ্রাণতা,
আত্মবিশ্লেষণ ও আত্মনিয়ন্ত্রণ,
শম, দম, সহযোগিতা,
অভ্যাস, যত্ন ও চেষ্টা,
শ্রম ও শ্রদ্ধার্হ সেবা,
সাত্ত্বিক পোষণ ও প্রাণন,
উপচয়ী প্রস্তুতি, দান, গ্রহণ,
সাধনা ও সম্বোধি, আত্মনিবেদন—
এগুলির সুষ্ঠু পরিপালনেই আসে
তপঃ-সার্থকতা। ৩০৮।

শোন যতি! শোন সন্ন্যাসি!
এই ব্রতে ব্রতী হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে
দৃঢ়নিশ্চয় ক'রে বেঁধে রেখো অন্তরে তোমার—
তুমি তাঁ'রই সন্তান—যিনি অনামী পুরুষ;
তোমারও নাম নাই,—ছিলও না কখন,
যে-নামেই অভিহিত হও না কেন—
তা' তোমার উপাধির;
বিবর্ত্তনের বহু ঘূর্ণি অতিক্রম ক'রে—

সংযোগ-বিয়োগের প্রস্রবণে
ভেসে-ভেসে তুমি আজ যে বা যা'তে
পরিণত হ'য়েছ—সেই পরিণামের,
আর, যে-শরীরে তুমি আজ অধিষ্ঠিত—
তা-ই তোমার অতিথি-আবাস;
তোমার কেউ নাই,—কেউ ছিল না,
দেখছ যা' আছে—
তা'ও কিন্তু নাই ব'লেই জেনে রেখো,
বিশ্বেশ্বর যিনি—তাঁ'র আশীর্ব্বাদই তুমি,
আর, তিনিই তোমার একান্ত—
তাঁ'র মূর্ত্ত প্রতীক—তিনিই—তোমার ইষ্ট;
তোমার গৃহের ছাদ আকাশ,
শয্যা তোমার—এই শ্যামলী মায়ের বুকে
বিছিয়ে রয়েছে যে তৃণবিতান,
প্রকৃতির দুর্য্যোগ বা স্বস্তি
তাঁ'রই শাসন ও প্রেম-চুম্বন,
মনে রেখো, ক্ষুধায় অন্ন পাবে না—
তৃষ্ণায় জল পাবে না—
পরিধানে বস্ত্র পাবে না—
অর্থ পাবে না, ঔষধ পাবে না—
আত্মীয়-স্বজন, পরিবার-পরিজন
যা'রা তোমার উপরে
নির্ভর ক'রে জীবন ধারণ করে—
তা'রা হয়তো তোমার সম্মুখে
দুর্দ্দশার পরিপেষণে নিষ্পেষিত হ'য়ে যাবে,—
হয়তো প্রত্যেকে তোমাকে ঘৃণা করবে,
অপমান করবে—বিচারে উপস্থিত করবে,
তবুও তোমাকে অটল থাকতে হবে—
অচল থাকতে হবে—অটুট একনিষ্ঠায়—
প্রবৃত্তিকে নির্ম্মম অবজ্ঞায় প্রত্যাশারহিত ক'রে—
অচ্যুত একনিষ্ঠ অধ্যাত্মানুরাগের সহিত

তাঁ'তেই নিরন্তর হ'য়ে থাকতে হবে,—
চলতে হবে,—করতে হবে,—কইতে হবে;
কাম-কাঞ্চন বা যশোলিপ্সা
যেন তোমাকে স্পর্শও করতে না পারে,
প্রত্যেক জীবনই তাঁ'রই বিবর্ত্তিত বিগ্রহ ব'লে
ইষ্টানুগ সেবায় প্রত্যেককে উদ্বুদ্ধ ক'রে
প্রতিষ্ঠা করতে হবে তাঁ'কেই—
অনুরতির অকাট্য সিংহাসনে
প্রত্যেকেরই অন্তরে;
তোমার তপঃ-প্রাণতার জৌলসে
দীপ্ত ক'রে তুলতে হবে সবাইকে—
আলোকে অঢেল ক'রে,
আর, উপভোগও তোমার ওই-ই;
যা' পাও—প্রীতি-উন্মাদনার উৎসৃজনী যা'—
তা'তেই খুসী থেকো,—সন্তুষ্ট থেকো,
বুঝে রেখো, জীবিকাও তা-ই তোমার;
যে বা যা'রা অধিগমনের উদাত্ত উদ্যমে
সব অবস্থায় তুষ্টিকে বজায় রাখতে পারে—
আশীর্ব্বাদও আসে তা'দের কাছে—হাত ঝড়িয়ে;
আরো শোন! আরো বলি—
তোমার সম্বিৎ,—তোমার সম্বোধি,—
তোমার তপোবিভূতি—যা' স্বতঃ-অনুরাগে
ইষ্টানুগ অনুরাগ-উদ্দীপ্ত হ'য়ে
তোমার নিজেকে আহুতি পেয়ে
ইষ্টে কেন্দ্রায়িত হ'য়ে, ভূমায়িত ব্যাপ্তি নিয়ে
অণুকণাতেও আবর্ত্তিত হ'তে হ'তে
একতানতায় বিরাটে পর্য্যবসিত হ'য়ে—
সার্থক ক'রে তুলেছে—সব যা'-কিছুকে
চেতন উদ্দীপনে—মহাচেতন-সমুত্থানে,—
ব্যষ্টি ও সমষ্টির প্রত্যেককে নন্দিত ক'রে,
অমরণ-পরিবেষণে যে-অনুভূতি তোমার

গুরুগম্ভীর ঔজ্জ্বল্যে
চিন্তা, চরিত্র, বাক্ ও ব্যবহারে
উৎফুল্ল-মননে ঘোষণা করছে—
'মা ম্রিয়স্ব! মা জহি! মৃত্যুমবলোপয়'—
তা'কে প্রতি ব্যষ্টি-জীবনে, প্রতি রাষ্ট্র-জীবনে,
জীবন্ত পরিবেষণে, সম্বর্দ্ধনী অমৃত-বিকীরণে
উজ্জ্বল করতে নিরস্ত থেকো না কখনো;
তোমার আচার, তোমার নিয়ম,
তোমার নিষ্ঠা, তোমার চিন্তা,
তোমার বাক্, তোমার কর্ম্ম—
এক কথায়, তোমার জীবন
দুন্দুভিনিনাদে,
অমৃত বিকম্পনে, আহ্লাদ-ঔজ্জ্বল্যে
যেন সবাইকে উদ্দীপ্ত ক'রে তোলে—
ঐক্যে, শক্তিতে, স্থৈর্য্যে,—
পারস্পরিক সহযোগিতায়—
সম্বর্দ্ধনী হোম-তাৎপর্য্যে। ৩০৯।

ইষ্টে নিবিষ্ট হও—
তপে—চলনে—চরিত্রে যুক্ত থাক,
চিত্তবৃত্তি নিরোধ হো'ক তোমার—
বিশ্লেষণে—নিয়ন্ত্রণে—সামঞ্জস্যে—
সুষ্ঠু সঙ্গতিতে,
তুমি সাক্ষী হ'য়ে থাক,
দেখ—তোমার মনে যা' ভেসে আসে,—
চ'লে যেতে দাও তা'কে—
ঐ বৃত্তি-তরঙ্গে জড়িয়ে ফেলো না তোমাকে;
যদি তোমাকে আঁকড়ে ধরে,—
নিয়ন্ত্রণ-সামঞ্জস্যে
একটা সমাধানে দাঁড়িয়ে—
প্রজ্ঞাকে কুড়িয়ে নাও তা' হ'তে—

সত্তা-পরিপোষণী ক'রে;
ইষ্টনিবিষ্ট না থাকলে
হয়তো তলিয়ে যাবে বৃত্তি-প্রবিষ্ট হ'য়ে,—
ফের ঘোরে পড়তে হবে
অনেকখানি—তা'তে কিন্তু;
যে সংস্কার, যে বৃত্তি বা প্রবৃত্তি
তোমার সত্তা হ'তে উদ্ভূত হ'য়ে
তোমাকে কেন্দ্র ক'রে ঘুরছে—
চলৎশীল পরিবেষ্টনে,
পরিবেশের সঙ্ঘাতে
নানা সময়ে—নানা রকমারিভাবে সক্রিয় হ'য়ে
তোমাকে তদ্রূপে রূপায়িত ক'রে তুলছে,—
নিয়ন্ত্রণ ক'রে, সামঞ্জস্যে—
সংযোগী সমাবেশী সমাধানে,
তা'দিগকে সার্থক ক'রে তোল—
সত্তাপোষণী ও সম্বর্দ্ধনী ক'রে,
জ্ঞানাগ্নিতে পুড়ে যেন আর তৃষ্ণার সৃষ্টি ক'রে
রকমারিতে তোমাকে মূর্ত্ত করতে না পারে—
নানাভাবে;
তোমার সত্তা—
পার্থিব খোলস প'রে রয়েছে,
পার্থিব উপাদানের ভিতর-দিয়ে
সে নিজের সংরক্ষণী যা'
তা' আহরণ করছে,
অন্তর্নিহিত আবেগও
হাত বাড়িয়ে চলেছে তা-ই ধরতে—
যা' তা'র পরিপোষক;
আর, যা' পার্থিব উপাদানের বাইরে—
তা'কে স্থূলই বল আর সূক্ষ্মই বল—
তা'কে কিন্তু ধরতে পারছে না সে—
অনুরাগ দিয়ে,

কারণ, তা'র এমন রূপ নেই—যা' ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য;
তাই, যদি নিজেকে মুক্তই করতে চাও—
তোমার এমন একটি মূর্ত্ত জীবন্ত আদর্শের প্রয়োজন—
যা'র অনুভূতির আওতায় এসেছে
নির্ম্মল চৈতন্য,
সমাধিগত হয়েছে চরিত্রে তা'—এমনতর একজন—
যাঁ'র সাড়া ও আকর্ষণে
আবেগ-সংবদ্ধ হ'য়ে
তাঁ'র সার্থকতায়—তুমি তোমার নিজেকে
তোমার যা'-কিছু নিয়ে সংন্যস্ত করতে পার,
তাঁ'রই পরিপোষণায়, পরিপালনায়, পরিপূরণায়;
নয়তো, মন-গড়া একটা কিছু নিয়ে
যদি চলতে থাক,—
তোমার আবেগ ধরতে তো পারবেই না তা'—
বরং পাগলা হ'য়ে উঠবে, ইতস্ততঃ নানারকম
ফাঁকা আত্মপ্রসাদী জৌলসের পোষাক প'রে
দার্শনিক তাত্ত্বিকতার ভাঁওতায়
নিরর্থক হ'য়ে উঠবে,
তোমার বাস্তব নজর, বাস্তব সমীক্ষা
হয়রাণ হ'য়ে দেখিয়ে দেবে একদিন—সব ফক্কা;
তোমার পার্থিব বা পিণ্ডী মনকে
কেন্দ্র-নিবদ্ধ ক'রে
ভূমায়িত ক'রে তোল ব্রহ্মাণ্ডী মনে,
আবার, ঐ ব্রহ্মাণ্ডী মনকেও অমনি ক'রেই
ক্রমাধিগমনে,—আরো নির্ম্মলতায়
ঐ কেন্দ্র-পথ দিয়েই ছেঁকে—
পরিশুদ্ধ ক'রে তোল নির্ম্মল চৈতন্যে;
যেখানে যেমনতর অবস্থা আসবে
সেখানে তেমনতর ব্যবস্থা করবে—
সত্তা-পোষণী ক'রে,
সাধনার এই-ই মোটামুটি রকম। ৩১০।

তোমার তপশ্চরণ এমনভাবেও চলতে পারে—
তুমি অচ্যুত ইষ্টনিষ্ঠ থাক—মন্ত্রতপা হ'য়ে,
আর, প্রবৃত্তিগুলিকে রাঙ্গিয়ে তোল—
ইষ্টস্বার্থ ও ইষ্টপ্রতিষ্ঠায়,
আর, তদনুপাতিক সংস্কার, বৃত্তি ও প্রবৃত্তিকে
সক্রিয়ভাবে সাজিয়ে তোল;
এর অন্তরায়ী বাহ্যিক বা মানসিক
যা'-কিছু আসে তা'কে উৎক্রমণী ক'রে
অনুকূল নিয়ন্ত্রণে সামঞ্জস্যে নিয়ে এস—
দেখে, বুঝে, ভেবে, সুকৌশলে, আবেগের টানে;
তা'র ভিতর থেকে আবার
পরিহার কর সেগুলিকে
যা' খাপ খাইয়ে তুলতে পারছ না,—
আপনিই সংস্থ হ'য়ে উঠবে সেগুলি,
সেগুলিতে নজর রেখো—
অভিভূত না হ'য়ে ওঠ,—
সঙ্গে-সঙ্গে তপের উপদেশ-অনুযায়ী
তপশ্চরণ করতে থাক;—
এমনি ক'রে ক'রেই সমস্ত 'তন্‌হা' অর্থাৎ তৃষ্ণা
কেন্দ্রায়িত হ'য়ে উঠবে ইষ্টে,—
ইষ্টার্থপূরণী ঝোঁকে ভূমায়িত হ'য়ে
তাঁ'তেই কৈবল্য লাভ করবে,—
নিবৃত্তির মহাসার্থকতায়
সমাধিগত হ'য়ে উঠবে
প্রত্যয়ী চলনে,—
ভূমা-চৈতন্য অধিগত হ'য়ে উঠবে তোমার। ৩১১।

দ্বন্দ্ব-বিদ্বেষ যেখানে আছে—
যা' তোমার অন্তরে

একটা আক্ষেপ সৃষ্টি ক'রে রেখেছে—
সম্ভব হ'লে
সে ব্যাপার, বিষয় বা লোকের সহিত
একটা প্রীতি-সৌজন্যে এমনতর মেলামেশা কর—
যা'তে সে তোমাতে তৃপ্ত
ও তোমার শুভানুধ্যায়ী হ'য়ে ওঠে—উল্লসিত হৃদয়ে,
অন্তঃস্থ আক্ষেপ বিদূরিত করবার
এটা একটা সুন্দর পন্থা;
আবার, কারও যদি ঐ রকম অবস্থা ঘ'টে থাকে,
অথচ তা'র উপর তা'র হাত নেই—
তুমি ভেবে-চিন্তে পথ বের ক'রে
যদি এমনতর কিছু সংঘটন করতে পার—
যা'তে সে বেদনা থেকে রেহাই পায়,—
স্বস্থ হয়,—
তা'তে তা'র কাছে তুমি
স্বস্তির আশীর্ব্বাদই ব'য়ে নিয়ে যাবে,
সে দুর্ভোগ থেকে বেঁচে উঠবে—
নিরাকৃত তবে তা'র ঐ অন্তর্নিহিত আক্ষেপ;
পাবে তৃপ্তি,—পাবে স্বস্তি,—
তা'র বুকভরা হাহাকার থেমে যেতে পারে,—
শান্তিঘটক আশীর্ব্বাদেই অভিনন্দিত হয়। ৩১২।

মানুষ ভাবে, কাজ করে—
আর, এই কাজের ভিতর থেকে
আসে তা'র বুঝ বা জানা,
এই জানাগুলির নিয়ন্ত্রণ, সামঞ্জস্য, সমাবেশে,
আসে একটা সমাধান,
তা'তে আসে দর্শন ও অভিজ্ঞতা,—
আর, এই দর্শন ও অভিজ্ঞতার
সমাবেশী সমাধানে আসে প্রজ্ঞা,

আর, এই প্রজ্ঞাগুলি
সার্থক হ'য়ে ওঠে চেতন-সমুখানে। ৩১৩।

নিয়ত মন্ত্র জপ কর—ভাব,
চিন্তা কর এমনতরভাবে যা'তে তা'র অর্থ
উদ্ঘাটিত হ'য়ে ওঠে তোমাতে ক্রমশঃ,
আর, সাথে-সাথে ইষ্ট-মনন কর—
ইষ্টবিষয়ক চিন্তার ভিতর-দিয়ে—
যা'তে তা' সার্থক হ'য়ে ওঠে তোমার ইষ্টে,
ঐ মন্ত্রের ভাবের স্ফুরণ হয় ক্রম-সার্থকতায়
আত্মসমীক্ষা ও পরীক্ষা নিয়ে;
এতে তোমার বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ জগৎ
নিয়ন্ত্রণ ও সামঞ্জস্যে
একটা সমাধানী উপনিবেশ সৃষ্টি ক'রে
সত্তায় সংবুদ্ধ হ'য়ে উঠবে—
অচ্যুতভাবে,—সক্রিয় বাস্তব প্রকরণে,—
যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম,
প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণার ভিতর-দিয়ে—
সমাধিগত হ'য়ে। ৩১৪।

সক্রিয় একনিষ্ঠ নয় যা'রা—
তা'রাই তাৎপর্য্যে ভজনবিহীন—
তাই ভাগ্যহীন তারাই;
এমন অধিক লোকের বেশী সংসর্গ
সংক্রামিত হ'য়ে
লোককেও দুর্ভাগ্য ক'রে তোলে;
আবার, নিজে নিষ্ঠায় শক্ত না হ'য়ে
এমনতর একজন লোকেরও বেশী সংসর্গে
মানুষ বীতশ্রদ্ধ ও দুর্ভাগ্য হ'য়ে ওঠে;

তুমি কিন্তু এমন অচ্যুত ইষ্টনিষ্ঠ হ'য়ে
চলতে সচেষ্ট থাকবে—
যা'তে তোমার চিন্তা, চলন ও হাবভাবে
অর্থাৎ চরিত্রে
তা' উদ্ভাসিত হ'য়ে—
যত তামস প্রকৃতিই তোমাকে পরিবেষ্টিত
ক'রে থাকুক না কেন—
তা' তোমার চরিত্রের আলোকে
উদ্ভাসিত না হ'য়েই পারবে না;
হামেশা ঐ অভ্যাসকে
আত্মসমীক্ষা ও আত্মপরীক্ষায়
মেজে, ঘসে, ঝক্‌ঝকে ক'রে রাখবে,
যা'ই—যেমনই আসুক না কেন—
তোমার চরিত্রকে যেন
কিছুতেই মলিন করতে না পারে। ৩১৫।

তুমি যতই মনে কর—
প্রবৃত্তি তোমার আওতায় এসেছে,
আর, যতই বল না কেন তা',
তোমার প্রবৃত্তি-সঞ্জাত, স্বার্থ-সন্ধিক্ষু,
হামবড়ায়ী হীনমন্য অহং
সংঘাত পেয়ে কী রূপ নিয়ে দাঁড়াচ্ছে—
তা-ই দেখে তুমি টের পাবে—
তোমার প্রবৃত্তির উপর তোমার আধিপত্য
কতখানি বিস্তার লাভ করেছে—
আর, সেই হ'চ্ছে তা'র বাস্তব পরখ;
যদি নিয়ন্ত্রণ করতে চাও নিজেকে—
ঐ পরখটাকে বাতিল ক'রে তা' হবে না কিন্তু;—
চাও তো বুঝে দেখ—
আর বুঝে চল তেমনি। ৩১৬।

আমি বলি—তুমি যদি তোমার যথাসর্ব্বস্বও
ঈশ্বরে বা ইষ্টে
একটা অবশ, উন্মাদনী, শিথিল আগ্রহে
দানও ক'রে দাও,—
অথচ তুমি যদি তদর্থ-প্রতিষ্ঠায়
উদ্দীপিত অনুরাগে সক্রিয়ভাবে
দক্ষ, কূট, কৌশলী সম্বেগে
কৃতীই হ'য়ে উঠতে না পার—
কিংবা তৃষ্ণা-অপরামৃষ্ট হ'য়ে
একনিষ্ঠ অচ্যুত অনুরাগ-উদ্দীপ্ত হৃদয় নিয়ে
থাকতে না পার,—
আর, যা'র জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ ক'রেও তৃপ্ত তুমি,
তোমার চরিত্রে তিনি যদি
সর্ব্বতোভাবে প্রাঞ্জল হ'য়ে না ওঠেন,
তোমার ও-ত্যাগ বা ও-দান মঞ্জুর হবে না কিন্তু,—
সার্থকতার দীপন-মাল্যে তুমি
বিভূষিত হ'য়ে উঠবে না;—
কর,—যদি দিয়ে সুখী হও, দাও,—
হও—আর প্রাপ্তি তোমাকে
প্রদীপ্ত ক'রে তুলুক—পরমার্থে। ৩১৭।

যা'তে যে-অনুরাগ তোমাকে
সর্ব্বহারা ক'রেও তৃপ্ত
ও সুখী ক'রে তুলেছে—
সেই অনুরাগ যদি তৎস্বার্থ-প্রতিষ্ঠায়
দক্ষ, কূটকৌশলী, কৃতী ক'রে
না তোলে তোমাকে,—
ধ'রে নিতে পার,
সেটা তোমার অন্তর-উপচান, অভিধ্যানী
প্রাঞ্জল অভিসার নয়কো—তখন;

সে-অভিসার সার্থক হ'য়ে উঠছে না
সত্যে—শিবে—সুন্দরে,—
জীবনকে প্রাঞ্জল ক'রে তুলছে না—
চলনে—চরিত্রে—সক্রিয় সমঞ্জস সম্বোধনায়। ৩১৮।

তোমার কেহ প্রেয়ই হউন,
শ্রেয়ই হউন বা আদর্শই হউন,—
তাঁ'র সাথে এমনতর সংশ্রব, ব্যবহার
বা প্রত্যাশা রেখো না—
যা'র ফলে, কোনপ্রকার ব্যত্যয়
বা বীতরাগ আসতে পারে তোমাতে,
শ্রদ্ধানুস্যূত তুষ্টির অপলাপে—
দুষ্ট, দোষদর্শী, স্বার্থান্ধ বিভ্রান্তির অনুচর্য্যায়;
কারণ এর ফলে, তুমি প্রবৃত্তিপোষণী আকাঙ্ক্ষার
এমন অন্ধকার গহ্বরে ডুবে যেতে পার—
যা'র ফলে, স্বামিত্ব বা গুরুত্বের উপেক্ষায়
তোমার সত্তা অন্ধতমে
অবশ হ'য়ে চলতে পারে,
জীবনটা অসাড় ও অপকর্ষী
হতভাগ্য বিভ্রান্তিতে নিকেশ হ'য়ে যেতে পারে,
প্রবৃত্তির আততায়ী নির্ঘাত আঘাতে
সম্বর্দ্ধনা তোমার নিরুদ্ধ হ'য়ে যেতে পারে—
বিক্ষুব্ধির বিকৃত-চলনে। ৩১৯।

দুনিয়ার কা'রও সাথে বা কিছুতে
এমনতর সংশ্রব-সম্বদ্ধ হ'তে যেও না—
যা'র ফলে, তোমার ইষ্টদেব যিনি
তাঁ'তে তোমার উদ্দীপ্ত, সশ্রদ্ধ অনুরাগের
কোনপ্রকার অপলাপ

ঘ'টে উঠতে পারে বা ওঠে—
তাঁ'র উৎকর্ষী সম্বর্দ্ধনা ছাড়া,
যা'—সার্থকতায় পুরশ্চরণ লাভ করে;
কেন না, এর ফলে
তোমার অন্তঃকরণের যা'-কিছু—
তাঁ'তে কেন্দ্রায়িত হ'য়ে
সার্থকতায় সমাবেশ লাভ করছিল
সব দিক দিয়ে,—সব ভাবে,
তা' বিচ্ছিন্নতায় টুকরো টুকরো হ'য়ে উঠবে;
তুমি কোথায় ব্যভিচারিণী প্রবৃত্তি-লালসার
কুটিল আকর্ষণে কী হ'য়ে
ছিন্নবিচ্ছিন্ন হ'য়ে চলবে—
তা'র নিকেশও থাকবে না। ৩২০।

আত্মিক শক্তির অজচ্ছল সম্ভাব্যতা থাকলেও
যদি তুমি কেন্দ্রায়িত হ'য়ে না ওঠ—ইষ্টদেবে,
আর, ইচ্ছার অচ্যুত প্রবাহে
আবেগ-উদ্যোগী সম্বেগে
সঙ্কল্পে উচ্ছল হ'য়ে
সিদ্ধান্তে সক্রিয় হ'য়ে
দায়িত্বে দুর্ব্বার হ'য়ে
অন্তরায়গুলি অতিক্রম ক'রে
ঐ সম্ভাব্যতা যদি কর্ম্মে ফুটন্ত হ'য়ে না ওঠে—
শ্রেয় বা প্রেয়-সার্থকতায়,—
তোমার ঐ সম্ভাব্যতা শিথিল বিস্তারে
মিইয়ে না গিয়ে থাকতে পারবে না কিন্তু,
সম্ভাব্যতা স্বভাবে ফুটে উঠবে না,
উদ্বর্দ্ধনে বেড়ে উঠবে না—
কর্ম্মের ভিতর দিয়ে জ্ঞানে,
সার্থক-প্রজ্ঞায়,—সম্বোধি-প্রস্রবণে,—

চেতন-উচ্ছ্বাসে,
থেকেও না-ই হ'য়ে চলবে—
'নয়' এর পথে। ৩২১।

ইষ্টীপূত একনৈষ্ঠিকতাকে উল্লঙ্ঘন ক'রে
সুবিধাবাদী প্রবৃত্তি-প্ররোচনায় প্রলোভিত হ'য়ে
মানুষ যখনই বহুচর্য্যী হ'য়ে ওঠে,—
নিষ্ঠা তখনই নিভে যেতে সুরু করে,
ভক্তি ব্যভিচার-দুষ্ট হ'তে থাকে,
নিয়ন্ত্রণ ব্যত্যয়ী-পথ ধ'রে চলতে থাকে;
আর, বিধ্বস্তি চৌর্য্যপদবিক্ষেপে
স্মিত অন্তঃকরণে এগুতে থাকে তা'র দিকে—
বিহিত গন্তব্যে উপস্থিত হওয়া মাত্র
'রে'-'রা'-রবে আক্রমণ ক'রে, খণ্ডবিখণ্ড ক'রে
দুর্দ্দশার অতল গহ্বরে নিক্ষেপ ক'রে
নিকেশের উপঢৌকন যোগাতে থাকে;
অন্তরে লক্ষ্য রেখো,—
সাবধান হ'য়ো—ওর উপক্রম দেখলেই—
সামাল পদবিক্ষেপে। ৩২২।

আত্মম্ভরী, আত্মপ্রতিষ্ঠ, বুজরুকবাজ—
লহমায় ভগবান বা দেব-দেবী দেখায়
বা ভেল্কীতে রোগ সারায়,
বড়লোক করার বাহানা করে,
অনাচারী, ইষ্টপ্রতিষ্ঠ নয়, ধাপকী-ভড়ংওয়ালা—
এমনতর পোষাকী সাধু সমাজের দুষমণ—
মানুষকে বিভ্রান্ত করার আড়কাঠি—
অজ্ঞতার পরম পরিবেষক। ৩২৩।

আমার মনে হয়, যে-কোন বর্ণই হোক—
তা'র কুল-সংস্থিতির উপর দাঁড়িয়েও
মস্তিষ্ক হ'তে বৈশিষ্ট্যানুপাতিক বিকীরণ
যা'র যেমনতর—
বিবর্দ্ধনী সম্ভাব্যতাও তা'র তেমনতর;
আরো মনে হয়—
এই মস্তিষ্কী বিকীরণকে কৃষ্টি-তপশ্চরণ
ও বিহিত বিবাহ-সংস্কৃতির ভিতর-দিয়ে
বর্দ্ধিত করা যেতে পারে। ৩২৪।

ঈশ্বর বা ইষ্টে তোমার
আধ্যাত্মিকতাকে সার্থক ক'রে তোলাই
তোমার জীবনের সার্থকতা;
আর, এই সার্থকতার উদগাতাই হ'চ্ছে—
তোমার চরিত্রকে জাজ্জ্বল্যমান ক'রে তোলা,
প্রাণবান ক'রে তোলা প্রতিটি পদক্ষেপকে,
সেই জীবনে জীবন্ত হ'য়ে;
আবার, এই চরিত্রের ধারকই হ'চ্ছে শরীর,
বিহিতভাবে এই শরীরের চর্য্যায়
শরীরকে সহনক্ষম ও শক্তিশালী ক'রে তোলা,—
বাধাবিধ্বংসী, কূটকৌশলী
উপস্থিতবোধির নিখুঁত চর্য্যায়
বুদ্ধিকে নিখুঁত ও প্রাঞ্জল
ক'রে তুলতে হবে,
ক্ষিপ্রকর্ম্মা হ'য়ে উঠতে হবে,
সাহসকে অদম্য ক'রে তুলতে হবে,
শক্তিকে উচ্ছল ক'রে তুলতে হবে,
সংহতিকে অচ্ছেদ্য ক'রে তুলতে হবে,
ইষ্টানুগ একতাবন্ধনে সুদৃঢ় হ'য়ে চলতে হবে;
কৃতীই যদি হ'তে চাও,

কৃতার্থ যদি হ'তে চাও—
এই তপে বিমুখ হ'য়ো না,
যোগ্যতা থাকতে—স্বাস্থ্য থাকতে
নিজেকে রেহাই দিও না,
"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।" ৩২৫।

অচ্যুত সক্রিয় ইষ্টানুরাগী
সেবার ভিতর-দিয়ে
আধ্যাত্মিকতার অনুশীলন কর;
এই অনুশীলনের ভূমিই হ'চ্ছে—
বাস্তব ব্যাপারে বাক্ ও কর্ম্মের
সৌহার্দ্দ্য স্থাপন ক'রে
ব্যবহারে চরিত্রকে জীবন্ত ক'রে তোলা;
আবার, এই জীবন-পরিণয়ন নির্ভর করছে—
কুশল-কৌশলী হ'য়ে শরীরচর্য্যায়
শক্তিকে সম্বুদ্ধ ক'রে তোলায়;
বাধা-অপসারিণী সম্বেগ নিয়ে
উপস্থিতবুদ্ধির চর্চ্চার ভিতর-দিয়ে
দক্ষতা ও ক্ষিপ্রতাকে জীবনে
স্বতঃ ক'রে তোল—
যা'তে লহমায় লক্ষ্য ভেদ ক'রে তুলতে পার;—
শরীর, মন ও আত্মিকতার
স্বভাবসিদ্ধ এই সঙ্গতিই হ'চ্ছে—
সার্থকতার যাদুমন্ত্র। ৩২৬।

মনকে কেন্দ্রায়িত ক'রে রাখ,
বুদ্ধিকে প্রখর ক'রে তোল—
সন্ধিৎসু চক্ষু নিয়ে,
বাস্তব যা' তা'র পর্য্যালোচনার ভিতর-দিয়ে

তাৎপর্য্যকে নির্ণয় কর,
শরীরকে বীর্য্যবান ক'রে তোল—
বিহিত চর্চ্চায়—বিহিত অনুশীলনে—
দক্ষ—ক্ষিপ্র ক'রে;
উপস্থিতবুদ্ধিকে স্বতঃ ক'রে তোল—সতর্ক থেকে—
প্রণিধানকে ক্ষিপ্র ক'রে নিয়ে,
নির্ভুল ও অকাট্য প্রত্যয়ে—
যা'তে মুহূর্ত্তে সিদ্ধান্তে উপনীত হ'তে পার;
আর, তোমার যোগ্যতাকে এমনতর
চক্ষুষ্মান ও বিদ্যুৎসম্বেগী ক'রে তোল—
যা'তে বিহিত যা' করণীয়
মুহূর্ত্তে ক'রে ফেলতে পার তা';
প্রস্তুতি এমনতর হ'লে
প্রভাবও সুপ্রভ হ'য়ে উঠবে তোমার। ৩২৭।

তুমি আচার্য্যের কাছে দীক্ষিত হ'য়ে
নিয়ম গ্রহণ ক'রে
নিয়মিতভাবে নাম জপ কর—
তা'র সার্থক চিন্তা নিয়ে;
চিন্তা করতে থাক আজ্ঞাচক্রে—
তোমার মস্তিষ্কের পাদদেশে;
সে-নাম বীজমন্ত্র হ'লে ভাল হয়,
আর, সৎনাম হ'লে আরো ভাল হয়;
সৎনাম মানেই হ'চ্ছে—
যে-শব্দ নিয়ে সত্ত্বকে
আলোড়িত করতে থাকলে
অর্থাৎ জপ করতে থাকলে—
তা'র অর্থ-চিন্তা সহ,
সেই শব্দের অনুপ্রসূ
এমনতর কম্পন সৃষ্টি করে—
বৈধানিক সংস্থিতির সহিত মনে—

যা'তে অন্তর্নিহিত জীবন-কম্পনকে
ক্রমপদবিক্ষেপে
উৎফুল্ল ক'রে তোলে,
তা'র কোষগুলি
একটা উদাত্ত সক্রিয়তায় চলতে থাকে—
প্রভূত জীবন-সম্বেগে;
এই নাম জপ করতে থাক,—
সাথে সাথে গুরু বা ইষ্টতে
সক্রিয় সেবা-সম্বেগ নিয়ে—
অনুরাগ যা'তে বাড়ে—
এমনতর রকমের ভিতর-দিয়ে—
চিন্তা ও চরিত্রচর্য্যা করতে থাক—
উপযুক্ত জীবনবৃদ্ধিদ শরীর-চর্য্যার সাথে;
তা'তে তোমার মানসিক ও শারীরিক সংস্থিতিও
ক্রমশঃ কেন্দ্রায়িত হ'তে থাকবে,
আর, বিন্যস্ত হ'তে থাকবে সার্থক সমন্বয়ে—
ইষ্টানুগ আত্মবিশ্লেষণ
ও আত্মনিয়ন্ত্রণ নিয়ে;
মনে রেখো ঠিক ভাবে—
এই অনুরাগ যেন অচ্যুতভাবে
সক্রিয়তায় জেগেই থাকে তোমাতে;
এইভাবে কেন্দ্রায়িত না হ'লে
তোমার বাহ্যিক ও অন্তর্নিহিত বিবর্ত্তন
সুষ্ঠু সঙ্গতিতে—চিৎকণিকার সংস্থিতি নিয়ে
বাস্তব হ'য়ে উঠবে না কিন্তু,
আর, অনুভূতিগুলিও বিচ্ছিন্ন
ও বিকৃত চলনে চলতে থাকবে;
আবার, এই আবেগ যতই কেন্দ্রায়িত
হ'য়ে উঠতে থাকবে—আকৃষ্ট অনুরাগে—
প্রাণায়াম ততই স্বতঃ হ'য়ে উঠতে থাকবে;
এমনি করতে করতে তোমার মস্তিষ্কের

কোষগুলির মর্ম্মস্থল উল্লসিত ক'রে
ক্রমশঃ শব্দের আবির্ভাব হ'তে থাকবে—
তপস্যার তপঃ-প্রভাবে;
সেই শব্দে নিবিড়ভাবে
তোমার মনকে লাগিয়ে
দক্ষিণবাহিনী যে-শব্দ—
তা'কে অনুসরণ করতে থাক—
তা'র ক্রম-আবির্ভাবকে, স্তরে স্তরে;
কিন্তু এর সাথে আরো যেন মনে থাকে,
তোমার চিন্তা ও চলনকে
এমন ক'রে অন্বিত ক'রে তুলতে হবে—
যা'তে ভাবা, বলা ও করার ভিতর
একটা ঘনিষ্ঠ সৌহার্দ্দ্য থাকে,
চরিত্রকে উৎকর্ষী চলনে চালু রেখে—
গুরু বা ইষ্টকে বাহ্যতঃ
ও আন্তরিকতায় কেন্দ্র ক'রে এমনতরভাবে—
যেন তোমার ভিতর তিনি
তাঁ'র মত ক'রে ভাবছেন,—বলছেন,—
চলছেন,—করছেন,—
তোমার চিন্তা, চলন, কারণ—
তাঁ'র প্রতি অনুরাগোচ্ছল
সত্তা-সম্বর্দ্ধনী সেবাপ্রাণতার প্রতিক্রিয়া মাত্র,
তুমি যন্ত্র,—তিনি যন্ত্রী;
এর ভিতর-দিয়েই—
একটা সুষ্ঠু সংশ্রয়ে
বৈধানিক সুষ্ঠু উদ্‌গম
ক্রমিকতায় সংশ্লিষ্ট হ'য়ে
বাস্তব পরিণতি লাভ করতে থাকে—
অর্থাৎ মেধার উদ্‌গম হ'তে থাকে;
আর, এই শব্দ-অনুসরণের সময় মনে ভেবো—
তোমার ইষ্টের শব্দায়িত মূর্ত্তিকেই

অনুসরণ করছ—
একটা অনুসন্ধানী আবেগ নিয়ে;
এমনি করতে করতে তোমার অন্তর্নিহিত
মস্তিষ্ক ও তদনুপাতিক শারীরিক কোষগুলি
এমনতর সম্বদ্ধ হ'য়ে উঠতে থাকবে—
যা'তে তুমি—সূক্ষ্মতম সাড়া ও ধৃতি—
যা'-কিছু তোমার ভিতরে আবির্ভূত হয়—
তা' বোধ করতে পারবে,
বুঝতে পারবে এবং ধরতে পারবে,
আর, আবির্ভূত হবে অনেক মরকোচ
যা' হ'তে তোমার প্রত্যয় ও প্রণিধান
সুষ্ঠু ও সম্বুদ্ধ হ'য়ে ক্রমপর্য্যায়ে
উন্নত হ'তে থাকবে;
আর, এরই ভিতর-দিয়ে আসবে দর্শন,—
আসবে সমাধি,—আসবে প্রজ্ঞা;
আর, তা'রই আরতির ভিতর-দিয়ে
ফুটে উঠবে তোমার চেতন-সমুত্থান,
পাবে তৃপ্তি,—পাবে শান্তি,—
পাবে কৈবল্যের কলস্রোতা মুক্ত অভিযান। ৩২৮।

অচ্যুত একনিষ্ঠ অনুরাগের ভিতর-দিয়ে
তপশ্চরণে অন্বিত চিন্তা-চলনের
বাস্তব সামঞ্জস্যে অভ্যস্ত হ'তে হ'তে
অন্তর্নিহিত ভূমি বা লোক বা মণ্ডলের
বিবর্ত্তন হ'তে থাকে—ক্রমোৎকর্ষে—
বৈধানিক সমাবেশী উৎক্রমণী সংস্থিতি নিয়ে
বৈশিষ্ট্য শিষ্ট হ'তে থাকে অমনি ক'রে,—
যা'র ফলে, তদনুপাতিক
অন্তঃ ও দূর দৃষ্টির
বিকাশ হ'তে থাকে;

আবার, যা'র এমনতর
উৎকর্ষ-পরিণতি হয়েছে—
তাঁ'র সংস্রব, সেবা ও অনুসরণে
পরিস্থিতির ভিতরেও
তা'র সম্ভাব্যতা উপনীত হ'য়ে ওঠে ক্রমশঃ;
উচ্চ বা ভূমারও বিকাশ
বাস্তবে অমনি ক'রেই উপনীত হ'তে থাকে—
প্রজ্ঞা-চক্ষুর দেদীপ্যমান উন্মীলনে;
ভগবান্ যীশুর পৃথিবীতে স্বর্গ নেমে আসার
কথার তাৎপর্য্যও এমনতরই। ৩২৯।

দর্শন

যতদিন সৃষ্টি থাকবে—
প্রয়োজন-মত ঈশ্বরও
নির্ব্বাচিতকে পাঠাবেনই তাঁর—
বাঁচাতে, বাড়াতে, ধারণ করতে সত্তাকে;
আবার, দুনিয়ায়
মরণ ব'লে কিছু যতদিন থাকবে—
শয়তানও করবে তা'—ফাঁক বুঝে,
পরিবেষণ করতে মৃত্যুকে;
ভাঙ্গতে—সংহতিকে, ঐক্যকে,—
কৃষ্টিকে অবদলিত করতে—
ধর্ম্মকে নির্য্যাতিত ক'রে;
আবার, ঐ সংঘাতের ভিতর-দিয়েই বাড়বে—
মানুষের চেতনা, সম্বিৎ, সম্বর্দ্ধনা—
মরণ অতিক্রম ক'রে—
স্বসৌধে অবস্থান করতে। ৩৩০।

সত্তার মূলই হ'ল আত্মা,
আর, এই আত্ম-সমীক্ষুই আত্মবিৎ—
আর, তিনিই আচার্য্য;
তদন্বিতবৃত্তি ও তৎসমাহিতচিত্ত যিনি—
তিনিই বোধ করেন তাঁ'কে অখণ্ড সচ্চিদানন্দ—
আত্মার মূর্ত্ত প্রতীক। ৩৩১।

তাঁ'র শঙ্খ তোমাতে গ'র্জ্জে উঠুক,
দুষ্টবুদ্ধিকে দমন করুক,

মরণকে নিরসন করুক,
সব যাতনার উপশম করুক—
পাপকে নিবৃত্ত ক'রে সবাইকে শান্ত ক'রে তুলুক;
তাঁ'র চক্র তোমাকে সুদর্শন-প্রবুদ্ধ ক'রে
কৃতী ক'রে তুলুক,
অন্যায়কে অপসারিত করুক,
শান্তির প্রতিষ্ঠায় তোমাকে নিরবিচ্ছিন্ন ক'রে তুলুক;
আর, গদা তোমাকে
গুরুগম্ভীর মেঘবাণীতে বাগ্মী ক'রে তুলুক,
তোমাতে মুগ্ধ হোক সবাই—
পরিপোষণী বিচ্ছুরণে দীপ্ত হোক
তোমার পরিপূরণী প্রকীর্ত্তি,
কৌমোদকী সার্থক ক'রে তুলুক তোমাকে;
আর, পদ্ম আনুক গতি, আনুক স্থৈর্য্য,—
প্রাপ্তিতে প্রস্ফুটিত ক'রে তুলুক জন ও জাতিকে;
আর, সব হৃদয় খুলে—
উদাত্ত আত্মনিবেদনে তুমি ব'লে ওঠ,
গেয়ে ওঠ—"বন্দে পুরুষোত্তমম্"। ৩৩২।

প্রজ্ঞায় বিস্তার আছে—
বৃদ্ধিও তদনুপাতিক,
সত্তাই তা'র ভিত্তি—
তা' সর্ব্বপরিপূরণী সর্ব্বতোমুখী;
প্রতিভায় বৃদ্ধি আছে,
তা'র বিস্তৃতি-সার্থকতা কম,
তা' প্রবৃত্তি-সংঘাত-স্ফুরিত,
একদেশদর্শী, একপেশে;
এই হ'ল প্রতিভা আর প্রজ্ঞার ভেদ-বৈশিষ্ট্য। ৩৩৩।

মানুষ প্রত্যেকেই এক,
কেউ অন্যের মত নয়কো,

তাই, তা'র প্রবণতাও হ'চ্ছে—
বহুত্বের ভিতর সেই একেরই অনুসন্ধান;
আর, এই অকপট অনুসন্ধানই
তা'কে মিলিয়ে দেয় পরিণামে—
নির্ব্বিশেষ বৈশিষ্ট্য-স্পর্শ,
প্রজ্ঞা-সার্থক সমাবেশী ব্রাহ্মী-দীপ্তি
তা'কে অভিনন্দিত ক'রে
সত্যে সার্থক হ'য়ে ওঠে—
এইতো কথা। ৩৩৪।

দীপ্তি যখন দুর্ব্বল হয়,
লক্ষ্য যখন আবছা হ'য়ে ওঠে,—
এককেন্দ্রিকতা তখনই শিথিল,
ঘোলাটে হ'য়ে দাঁড়ায়—অজ্ঞতার আওতায়,
যে-কোন তন্ত্র ও বাদের তাৎপর্য্য
অমনি ক'রেই
ভ্রাম্যাবস্থিতি লাভ করে,
অর্থাৎ তা' পরিবর্ত্তিত হ'তে হ'তে চলে—
অপকৃষ্টতায়;
কৃষ্টিকে উজ্জীবিত কর,—
সমস্ত বাদও একত্বে পর্য্যবসিত হ'য়ে উঠবে—
উদ্দীপনায়। ৩৫৫।

ভৌতিক বিভিন্নতা আধ্যাত্মিক একত্বেরই
বিশিষ্ট, বিভিন্ন পরিণতি,—
আর, এই বৈশিষ্ট্যই হ'চ্ছে বিশেষের স্বধর্ম্ম;
তাই, একত্বানুগমনে বৈশিষ্ট্যকে
অবজ্ঞা ক'রে যদি চলতে চাও—
ঠকবেই কিন্তু হামেহাল। ৩৩৬।

তোমার বেদান্ত
যতক্ষণ পর্য্যন্ত দুনিয়ার সব কিছুকে
তা'র প্রত্যেকটি বৈশিষ্ট্য নিয়ে
যথাবিহিত দর্শনে পরিস্ফুট ক'রে
পূরণ, পোষণ, পালনে
দক্ষ-সম্বর্দ্ধনী ক'রে তুলতে না পারছে,—
ততক্ষণ পর্য্যন্ত ও বেদান্ত
বাস্তব প্রজ্ঞা-অধ্যুষিত নয়কো;—
সে-চক্ষু তোমার তখনও আসেনি
যে-দর্শন-প্রতিভায়
বেদান্ত তোমার কাছে জীবন্ত হ'য়ে
ফুটে উঠবে,
তাই, ওর পরিবেষণেও তুমি
তা'কে আরো তমসাচ্ছন্ন ক'রেই
তুলবে লোকের কাছে,
হ'য়ে উঠবে একটা কথার ঘুঘু;
তাই, ইষ্টকেন্দ্রিক হ'য়ে
তদর্থসার্থকতায় শোন, কর,
জান, হও আর-পাও—
যা' প্রত্যেকটি বৈশিষ্ট্য-জীবনকে
বেদান্তে জীবন্ত ক'রে তোলে,—
বাস্তবতায় যথাবিহিত শ্রমতপাঃ করে—
সার্থক দর্শনে;
তবেই তো সার্থক হ'য়ে উঠবে তুমি—
তোমার সব পরিবেশ নিয়ে;
তাই, শাস্ত্রনির্দ্দেশই হ'চ্ছে
অধিকারীকেই বেদতপা ক'রে তোলা। ৩৩৭।

জানাগুলি যেখানে অন্বিত হ'য়ে
সার্থকে সমাধিগত হ'য়ে উঠেছে—
বাস্তব-প্রকৃতিতে—বৈশিষ্ট্যে,—

যথাবিহিত সমন্বয়ী সম্বর্দ্ধনায়,—
ব্রাহ্মী-আলোকে—একে—যে দর্শনে,—
তা-ই কিন্তু বেদান্ত
তা' একটা অনাসৃষ্টি নয়কো;
যা' বাস্তবকে পরিপূরণ করে না সবৈশিষ্ট্যে—
সংশ্লেষণ, বিশ্লেষণ ও নিয়ন্ত্রণের ভিতর-দিয়ে—
অথচ কথার জৌলস,—
বাস্তব ব্যাপারের সংশ্রয়ী নয়কো,
এমনতর আজগবী কিছু ধারণা—
বেদান্তের অমর্য্যাদা ছাড়া আর কিছুই নয়। ৩৩৮।

দেখা বা করার বোধ—
যখন সার্থক সমন্বয়ে একীকরণে
উদ্ভিন্ন হ'য়ে ওঠে,
সেইটেই হ'চ্ছে—জানা বা জ্ঞান;
তেমনি জগৎ ব্যষ্টি ও সমষ্টি নিয়ে,
সার্থক-সমন্বয়ে, ইষ্টে যখন
সমস্ত তাৎপর্য্যে একীকৃত হ'য়ে ওঠে—
প্রজ্ঞা তৃপ্ত ক'রে তোলে তখনই
স্মিত হাসিতে। ৩৩৯।

সংজ্ঞা

সত্তা-বিধ্বংসী চলনকেই
অপকর্ম্ম ব'লে থাকে,—
দুঃস্থ হ'য়ে ওঠে তা'তে সবাই
তা' মুখ্য বা গৌণ-ভাবে। ৩৪০।

অন্তর্নিহিত অভিভূতি-আবেগই হ'চ্ছে নিয়তি—
যা' মানুষকে বৃত্তি-ভাবে অভিভূত ক'রে
তা'র রকমে চালিয়ে নিয়ে যায়;
তাই—'নিয়তিঃ কেন বাধ্যতে?'—
যদি ইষ্টনেশা প্রবল ও পরাক্রমী না থাকে। ৩৪১।

যে ঈশ্বরের একত্বকে অস্বীকার করে,
পরিপূরণী পূর্ব্বতন প্রেরিতগণকে
অস্বীকার করে,
পূর্ব্বপুরুষগণকে অস্বীকার করে,
বর্ণাশ্রমকে অস্বীকার করে,
পূর্ব্বপূরণী বর্ত্তমান ঋষিকে
অস্বীকার করে,
আর্য্যেরা তা'কে ম্লেচ্ছ ব'লে থাকে। ৩৪২।

যা' সৎ নয়কো—
সত্তা ও সম্বর্দ্ধনার পরিপোষক নয়কো,
বরং সৎ চলনের পরিপন্থী যা'—
তা-ই কিন্তু অন্যায়। ৩৪৩।

দ্বন্দ্বী-বৃত্তি মানেই—
কাউকে কথা দিয়ে তা' না করা—
বা এক উদ্দেশ্যে সংগ্রহ ক'রে অন্যতে খরচ করা,
এই অভ্যাস—
লাভপ্রদ যা-ই করতে যাওয়া যাক,
তা'র ভিতর এমন ফাঁক সৃষ্টি ক'রে দাঁড়ায়—
যা'তে বঞ্চিত হওয়া ছাড়া
আর পথই থাকে না। ৩৪৪।

যা'রা কথা কয় বেশ,
কাজে গাফিলতিও অশেষ,
টাকার বরাদ্দ বা উপকরণের সরঞ্জামী জায়
ও খরচের বহরও বেহদ্দ যা'দের—
হিসাব-নিকাশে বেমালুমী ঢং এস্তামাল—
সময়, কথা ও কাজের সাক্ষাৎ সুকঠিন,—
তা'রা শোষক-কর্ম্মী,
সাবধান থেকো এদের থেকে,—
নয়তো, পয়মাল তোমাকে
বেমালুম নিকাশ ক'রে দেবে,
—বেমালুম পয়মাল হবে। ৩৪৫।

কথায় যা'দের বিবেচনী-প্রতিভা,
বাস্তব অবধারণা সুচিন্তিত,
অনুকূল-প্রতিকূল বিবেচনায় আশাবাদী—
সিদ্ধান্তমূলক,—
কথা আর দায়িত্ব ওতপ্রোত,—
সময়মাফিক কাজের বাস্তব পরিণয়ন স্বভাবসিদ্ধ,
আশ্রিত,—কিন্তু সাশ্রয় ক'রে,—
অল্প খরচে উপচয়ী ঢং যা'দের নাছোড়-বান্দা,

ঠক্‌বাজী—ঘৃণ্য যা'দের কাছে,
হিসাব-নিকাশ পরিচ্ছন্ন,—বুঝদার—অচ্যুতনিষ্ঠ,
তা'দের কাছে অন্য বিবেচনা
যা' দায়িত্বের ব্যত্যয় ঘটায়—তা'র স্থান কমই;
এমনতর লক্ষণওয়ালা যে-সব কর্ম্মী—
তা'রা কিন্তু পোষক,
তা'রা লক্ষ্মীর বরযাত্রী,
তা'দের আবহাওয়াই তোমাকে
উপচয়ী ক'রে তুলবে সর্ব্বতোভাবে;—
দেখে নিও বাজিয়ে,—ঠকবে কম। ৩৪৬।

অভ্যাস মানে—
কোন একটা রকমের দিকে থাকা—
ঝুঁকে থাকা,—
পৌনঃপুনিক করার ভিতর-দিয়ে এমনভাবে—
যা'তে সেই থাকাটাই সেই রকমের
আমন্ত্রক ও উদ্যোক্তা হ'য়ে ওঠে। ৩৪৭।

গুণ মানেই হ'চ্ছে বস্তু-ধর্ম্ম—
প্রকৃতি-ধর্ম্ম—প্রকৃতিগত অভ্যাস,—
যে-অভ্যাস একটা বৈধানিক সংস্থিতিতে
আমন্ত্রিত হ'য়ে
বিশেষ বৈশিষ্ট্যে গুণিত হ'তে থাকে,—
পূরিত হ'তে থাকে—ক্রমান্বয়ে;
আর, তা'র জৌলসই হ'চ্ছে—
আনুপাতিক কর্ম্মপ্রবৃত্তি—
প্রকৃতিগত চলন ও চাহিদা। ৩৪৮।

বংশ মানে কিন্তু শুধু
নিজ ঔরসজাত সন্তানই নয়,—

যে মূল হ'তে নিজে বিসৃষ্ট—
তা' হ'তে যা'রা সৃষ্ট—
তা'দিগকেও সপর্য্যায়ে—অনুক্রমে
বংশানুক্রমিকতায়ই গণনীয়। ৩৪৯।

এক এক জাতীয় বৈশিষ্ট্যের
এক এক ধাঁজ বা তাক্ আছে,
তা'দের মোটামুটি রকমারি প্রবণতা
কতকটা এক রকমের,—
তা' খারাপই হো'ক আর ভালই হো'ক—
ছোটই হো'ক আর বড়ই হো'ক;
যেমন আছে ন্যাংড়া আম,—
তা' ভালই হো'ক আর খারাপই হো'ক—
ছোটই হো'ক আর বড়ই হো'ক—
টকই হো'ক আর মিষ্টিই হো'ক—
তা'র সবটার মধ্যে ন্যাংড়ার তাক্ আছেই;
এই ধাঁজ বা তাক্কেই বলা যায় বর্ণ-বৈশিষ্ট্য। ৩৫০।

আদর্শানুগ অর্থাৎ ইষ্টানুগ অন্বিত আচার—
যা' অধিগমনের ভিতর-দিয়ে
বিধানের তেমনতর সংস্থিতি জন্মায়—
বাঁচতে, বাড়তে—
অর্থাৎ ইষ্ট, আচার এবং তা'র ভিতর-দিয়ে
বৈধানিক সংস্থিতির উপজনন—
তা-ই হ'চ্ছে কৃষ্টির তাৎপর্য্য,
যা' দ্বিজীকরণের ভিতর-দিয়ে
জৈব-সংস্থিতিতে সুবিন্যস্ত হ'য়ে ওঠে। ৩৫১।

তুমি যা' চাও—তা'কে গড়তে হ'লে,
বজায় রাখতে হ'লে—

তা-ই করতে হবে—যা'তে গড়া যায়,
বজায় রাখা যায়,—
এক কথায়, ধ'রে রাখা যায়;
তেমনি তোমার নিজেকে গড়তে হ'লেও
বজায় বা ধ'রে রাখতে হ'লেও
যা' করলে তা' পারা যায়—তা' করতেই হবে,
থাকতে যদি চাও—বাড়তে যদি চাও;
তাই, যা' ক'রে বজায় থাকা যায়,—
গ'ড়ে ওঠা যায়—তা-ই হ'ল কৃষ্টি;
ধ'রে রাখে যা'তে—বজায় থাকে যা'তে—
ও-ই হ'চ্ছে ধর্ম্ম;
কৃষ্টি ছাড়াও ধর্ম্ম থাকে না—
আর, ধর্ম্ম ছাড়াও কৃষ্টিরও কোন মানে নাই;
গ'ড়ে তুলতেই লাগে কৃষ্টি অর্থাৎ কর্ম্ম,—
ধ'রে রাখতেই লাগে ধৃতি অর্থাৎ ধর্ম্ম। ৩৫২।

বিশ্বাস তা'কেই বলে—
যা'তে সুস্থিতি বা বাঁচন ব্যাহত না হয়;—
অর্থাৎ তেমনি ক'রে চলা, যা'তে
যে-বিষয়ে যে-রকম অবস্থায়ই
উপনীত হওয়া যাক্ না কেন—
তা'র খুঁটিনাটি যা'-কিছু নিয়ে
এমনতর বাস্তব সমাধানে উপস্থিত হওয়া—
বাস্তব সক্রিয়তায়,—
যা'তে তা'র কোনরকম
ব্যতিক্রম না হ'তে পারে;
এক কথায়—যে-কোন ভাব
কোন বিরুদ্ধভাব দ্বারা ব্যাহত,
অভিভূত না হয়—বাস্তব সক্রিয়তায়—
এমনতর দ্বিধাশূন্য হওয়াটাকেই বিশ্বাস বলে। ৩৫৩।

স্বাতন্ত্র্য মানে—স্ব-এর বিস্তার বা ব্যাপ্তি;
আর, তা'র মরকোচই হ'চ্ছে—
সহযোগ-সমর্থ শ্রদ্ধান্বিত চলন—
যা' পারস্পরিক ভাবানুকম্পার ভিতর-দিয়ে
পরস্পরকে পরিপূরণ ক'রে
উপনীত হয় সার্থকতায়—
সিদ্ধান্তে ও কর্ম্মে—বাস্তব পরিণয়নে—
পারস্পরিক বিভিন্ন প্রকৃতির
একমুখীন সহানুধ্যায়িতায়—বিস্তারে;
তাই, স্বাতন্ত্র্য
শুধু একপেশে স্ব-প্রধান নয়কো,
যেমনতর—স্ত্রী-পুরুষ—
তা'দের পারস্পরিক সানুকম্পী,
সহযোগী উপভোগের ভিতর-দিয়ে
উপনীত হয় সন্তান,
তা'তে থাকে উভয়েরই বিস্তার—প্রবৃদ্ধি,
আর, স্বাতন্ত্র্যের তাৎপর্য্যও ওই ওখানে,
নয়তো, তা' সাধারণতঃ বিকৃতই বা ব্যর্থ;
এই স্বাতন্ত্র্য যা'র যে পথে—
বিস্তারও তা'র তেমনি। ৩৫৪।

নিষ্ঠুর চাহিদাবাজ হ'তে যেও না,
তোমার প্রয়োজন যিনি পূরণ করছেন—
যাঁ'র পরিপূরণে তুমি দাঁড়িয়ে চলছ—
ঠিক যেন মনে থাকে—
তাঁ'র প্রত্যেকটি প্রয়োজনই
সামর্থ্যানুপাতিক উপচয়ে
পূরণ করার দায়িত্ব তোমার;
আর, তা' যদি না কর—
অধঃপাতের দরজা তোমার কাছে উন্মুক্ত;

আর, ঐ দায়িত্বশীল হ'য়ে পূরণ করাকেই
কৃতজ্ঞতা বলে—বাস্তবে। ৩৫৫।

প্রবৃত্তি-পরিচর্য্যা-প্রবল হ'য়ে
মানুষ যখন অস্তিত্বকে অবজ্ঞা করে—
তখনই সে কৃতঘ্ন তা'র সত্তার প্রতি;
আর, প্রবৃত্তি যা'র সত্তা-পরিচর্য্যায় নিরত,
সেবায়, পরিপালনে, পরিপোষণে,
পরিপূরণে উচ্ছলিত—
সাত্ত্বিক মানুষ সে বাস্তবতায়। ৩৫৬।

কেবল মিষ্টি ব্যবহারই যে
সবসময় সুফলপ্রসূ হয়
তা' নয় কিন্তু,
আবার, কটু ব্যবহারেও যে তা' হয়,
তা'ও নয় কিন্তু,
যে-ব্যবহারে মানুষের সত্তা সংস্থ হয়,—
সক্রিয়, শ্রদ্ধাশীল হয়—
এমনতর বিহিত ব্যবহারই সদ্ব্যবহার;
আর, তা'তেই মঙ্গল—
উপভোগ্য উভয়ের—
সুষ্ঠুতা সেখানেই। ৩৫৭।

মাত্রানিয়ন্ত্রণী-বুদ্ধিসংযুক্ত
সামর্থ্যই যোগ্যতা—
আর, তাই-ই শক্তি। ৩৫৮।

শরীর-মনের যুক্ত আগ্রহ,
ঈপ্সিতে কেন্দ্রায়িত হ'য়ে—
তাঁ'রই ভরণ-কামনায় উপার্জ্জন ক'রে,
দৈনন্দিন সর্ব্বপ্রথমে তাঁ'কে যে-অর্ঘ্য
নিবেদন করা হয়—
তা'কে ইষ্টভৃতি বলে;
প্রাত্যহিক এই ভক্তি-অবদান মানুষের বিধানে
এমনতরই শক্তি সমাবেশ করে—
তা'র আগ্রহ-অনুরতি-মাফিক,—
যে-কোন আপদের সম্মুখীন হ'লেই
এমন প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ ক'রে তোলে—
যা'তে প্রায়শঃ অনায়াসেই সে
মুক্তাপদ হ'য়ে উঠতে পারে;
একে সামর্থী-যোগও বলা যায়;
তাই, ইষ্টভৃতি-পালনে বিমুখ হ'য়ো না—
আপদে বাঁচতে কমই বঞ্চিত হবে। ৩৫৯।

ব্রহ্মচর্য্য মানে বৃদ্ধির পথে চলা,
ইষ্টানুগ হ'য়ে—
বেঁচে-বেড়ে চলাকে এস্তামাল করা—
চরিত্রগত ক'রে তোলা;
ব্রহ্মচর্য্য-পরিপালনে বীর্য্যধারণ হয়,
বীর্য্যধারণের তাৎপর্য্য হ'চ্ছে—
শূরত্ব বা শৌর্য্যে অধিষ্ঠিত থাকা—
আদর্শে অচ্যুত থেকে,
মুখ্যতঃ অস্খলিতরেতাঃ হওয়া নয়কো;
ইষ্টে আগ্রহোদ্দীপ্ত মন ও তদনুগ কর্ম্মে
নিবিড়ভাবে নিয়োজিত থাকায়
মানুষ কামুক-বুদ্ধির অপনোদনে অভ্যস্ত হয়,
গৌণতঃ সেই অর্থেই

অস্খলিতরেতাঃ হওয়ার কথা
প্রচলিত আছে—ব্রহ্মচর্য্যে;
যদি ঈশ্বরানতি বা ইষ্টানুরাগ না-ই থাকে—
লাখ অস্খলিতরেতাঃ হ'লেও কিছু হয় না—
"স্ত্রী ছোড়কে হরি মিলে ত বহুত রহা হ্যায় খোঁজা!"—
জীবনে ব্রহ্মচর্য্যকে পরিপালন কর,—
শৌর্য্যে—শূরত্বে—বীর্য্য লাভ করবে—
অর্থাৎ বীরত্বে তাৎপর্য্যবান হবে। ৩৬০।

জীবন-চলনাকে
জগৎ-চলনার সত্তায় তাল মিলিয়ে
বিবর্ত্তন-সামঞ্জস্যে চলা বা থাকা হ'চ্ছে—
আত্মসংস্থর তাৎপর্য্য। ৩৬১।

সতীত্ব স্বতঃই শ্রেয়ানুবর্ত্তী,
আবার, ঐ শ্রেয়পুরুষেই স্বামিত্ব সার্থক হ'য়ে ওঠে,
সে বরণীয়—তাই সে বর,
সতীত্বে মন স্বামীতে কেন্দ্রায়িত থাকে,—
তা'তে বৃত্তি সার্থক-সংহত হয়,
বিনীত বহুদর্শিতায়
প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হ'তে থাকে,
পরিচর্য্যাসমীক্ষায় সেবা
পরিপূরণী, পরিপোষণী ও পরিরক্ষণী হ'য়ে ওঠে,
সমর্থন-স্বভাব, প্রতিষ্ঠা-ব্যঞ্জক হ'য়ে দাঁড়ায়;
আর, বৈধানিক অন্তঃক্ষরণকে এমনতর
সারবান, ঘনীভূত ক'রে তোলে—
যা'র ফলে, বীজকোষ স্বতঃই সু-অঙ্কুরিত,
সুষ্ঠুবৃদ্ধিতে পর্য্যবসিত হয়;
তাই, জাতি, জন, সমাজ ও রাষ্ট্রকে

যদি শক্তিশালী ও বৈশিষ্ট্য-উদ্বর্দ্ধনী
ক'রে তুলতে চাও—
সতীত্বকে বজ্রাদপি কঠোর ক'রে তোল,
তা'র জৌলসে
দিঙ্‌মণ্ডল প্রভাবান্বিত হ'য়ে উঠুক—
ব্যত্যয়ে কিন্তু সর্ব্বনাশ—সব অক্কা। ৩৬২।

আদর্শপ্রাণতায় উদ্বুদ্ধ হ'য়ে
প্রতিপ্রত্যেকে যখন তা'র বৈশিষ্ট্য নিয়ে—
পরস্পর পরস্পরের অনুপূরক সহযোগিতায়—
তাঁরই পরিপূরণে, পরিরক্ষণে, পরিপোষণে
যত্নবান হ'য়ে চলে,
চলায়, ফেরায়, অর্জ্জনে,—
অচ্ছেদ্যভাবে, অচ্যুতভাবে—
তা'কেই বলে সংগঠন;
আর, এ যেখানে যত বেশী,—
সংগঠনও সেখানে তেমনতরই
শক্ত ও সম্বর্দ্ধনপর। ৩৬৩।

যা' নিয়ে তুমি,—
যা'তে তুমি দাঁড়িয়ে আছ,—
তা'র সব যা'-কিছু সমেত
তুমি উৎকর্ষে অবাধ, সুনিয়ন্ত্রিত,
নিরুদ্ধ-অপকর্ষ হ'য়ে নিরন্তর হ'চ্ছ—
পরিরক্ষিত হ'য়ে পরিপালিত হ'চ্ছ, পোষিত হ'চ্ছ
ও পূরিত হ'চ্ছ স্বতঃ-প্রদীপ্তিতে—পরস্পরে,—
বুঝো, তুমি তখনই স্বাধীন—
আছ সত্তা-রাজত্বে—
সাগ্নিক অর্থাৎ সম্বর্দ্ধনী হ'য়ে। ৩৬৪।

বিষয়, বস্তু বা ব্যাপারের
রসব্যঞ্জনার ভিতর-দিয়ে
ভাবের রূপ ভাষায় এঁকে তুলে
আগ্রহ-মদির ক'রে
অন্যতে সেই ভাবের
প্রতিধ্বনন ক'রে তোলে সাহিত্য,—
সাহিত্য-সত্তার তাৎপর্য্যই সেখানে;
আর, তা' যেমনতর হিতী সুন্দর—
তা'র কদরও তেমনি,
শিল্পকলার তাৎপর্য্যও ওতেই। ৩৬৫।

ঐশ্বর্য্য বা আধিপত্যের ভাব,
বীর্য্য, যশঃ, শ্রী, জ্ঞান, বৈরাগ্য—
যা'র ভিতর যত ইষ্টানুগ-অন্বিত,
ফুটন্ত বা প্রদীপ্ত—
ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ তা'র মধ্যে তত মূর্ত্ত,
ভগবত্তাও সেখানে তেমনি। ৩৬৬।

ভগবানের আশীর্ব্বাদ মানেই হ'চ্ছে—
ঐশ্বর্য্যবানের আশীর্ব্বাদ
অর্থাৎ ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ—
আধিপত্যশীল বা অধিপতির আশীর্ব্বাদ,
আর, আশীর্ব্বাদ হ'চ্ছে অনুশাসন-বাণী,
মোদ্দা কথা—
যে বা যাঁ'র বাণীর অনুসরণে,
পরিরক্ষণে, চলনে ও পরিপালনে
জীবন, ঐশ্বর্য্যবান হ'য়ে ওঠে;
অমনতর আদর্শে অনুরক্ত হও, অনুসরণ কর,
চল আর পাও। ৩৬৭।

যে ক্ষেত্রে—যে তাৎপর্য্যে, যে পর্য্যালোচনায়
যে বস্তু বা ব্যাপারের অন্তর্নিহিত সংস্কৃতিকে
বিশ্লিষ্ট ও উদ্ভিন্ন ক'রে বোধের পাল্লায় এনে
পুনঃপুনঃ সংশ্লেষ ও বিশ্লেষণে
একই ফলে উপনীত হওয়া যায়—
সেগুলি হ'চ্ছে তা'র মরকোচ, নীতি ও বিধি—
তা'কে জানবার, করবার বা পাবার;
আর, ঐ হ'চ্ছে সেই ব্যাপার বা বিষয়ের জ্ঞান,
আর, তা-ই তা'র শাস্ত্র। ৩৬৮।

পুনঃপুনঃ পর্য্যালোচনায়
উদ্‌ঘাটিত বিধিনীতি—
যা'র যথোচিত অনুসরণে
সমীক্ষা, সুস্থি ও সম্বর্দ্ধনা আসে—
তাই-ই শাস্ত্র;
তাই, শিষ্ট যা'রা—তাঁ'রাই হ'চ্ছেন
শাস্ত্রের হোতা—উদগাতা। ৩৬৯।

অবস্থা ও রকমারিকে সব রকমে দেখে,
তা'র সাম্য-সত্তাকে প্রণিধান ক'রে,
যে বোধ, জ্ঞান ও অনুশাসন
অভিব্যক্ত হয়েছে—বহুদর্শিতায়,—
তা'ই হ'চ্ছে বেদ—জ্ঞান
বা প্রত্যক্ষীভূত জানা;
আর, তা' গ্রথিত আছে যা'তে,
লিপিবদ্ধ আছে যা'তে—
সেই গ্রন্থকেও বেদ নামে অভিহিত করা হয়;
তাই, যা'রাই বিদ্যোৎসাহী
তাদের পক্ষে তা' স্বতঃ-স্বীকার্য্য—
ওকেই আপ্তবাক্য বলে;

আপ্তবাক্য মানেই হ'চ্ছে প্রাপ্তবাক্য—
যা' পাওয়া গেছে সেই বিষয়ের কথা। ৩৭০।

বেদের পন্থা, মরকোচ এবং প্রয়োগ
যা' দিয়ে বা যা'র পরিচারণায়
বা পর্য্যালোচনায় বা পরিপালনায়
তা'র তত্ত্বে বা তাহাত্বে উপনীত হওয়া যায়
বা জানা যায়—যে আচারে—
সেই হ'চ্ছে বেদের বা জানার
পন্থানির্দ্দেশক ইঙ্গিত,—
যা'কে সাধারণতঃ বেদসংহিতা ব'লে,
অভিহিত করা হয়;
তা' মেনে চললে বা অমনতর অনুসরণে
সেই তত্ত্ব বা সত্যে
উপনীত হওয়া যেতে পারে ব'লেই
ওকে মেনে চলার সার্থকতা;
এই সংহিতাকেই কর্ম্মকাণ্ড বলে। ৩৭১।

যে-ব্যবস্থিতির অনুসরণে জন্ম, কর্ম্ম ও ধী
উচ্ছল সৌষ্ঠবে পুষ্টিলাভ ক'রে
বৈধানিক বৈশিষ্ট্যের অনুশীলনে
এমনতর তীক্ষ্ণতর হ'য়ে ওঠে—
যা'তে সূক্ষ্মতম সংঘটনকেও
ধারণায় এনে, তা'র সার্থক সমাবেশে
প্রজ্ঞার অধিকারী হ'য়ে উঠতে পারে,
বেদদ্রষ্টা হ'য়ে উঠতে পারে,—
সেই ব্যবস্থিতির সঙ্কলন যা'তে—
তা-ই কিন্তু সংহিতা। ৩৭২।

যা'তে নিজেকে যেমনতর দান করেছ,
তা'কে পেয়েছও নিজের ক'রে—তেমনতর;
আর, আত্মদানের তাৎপর্য্যই হ'চ্ছে—
যা'তে বা যা'কে তুমি তোমাকে
যেমনতরভাবে নিয়োগ করেছ—সক্রিয়ভাবে,
তা' তোমাতে তোমারই হ'য়ে উঠছে—
স্বতঃ-অনুভবে, আয়ত্তে;
ঈশ্বরে আত্মসমর্পণের তাৎপর্য্যও তা-ই। ৩৭৩।

পূর্ব্ব-পূরয়মাণ, পরম বার্ত্তিক
অন্বিত-প্রজ্ঞ, গ্লানি-সম্মার্জ্জী
সত্য-প্রতিষ্ঠ, ঐক্য-সংস্থাপক,
পূরণ-পরিবর্দ্ধনী যাঁ'রা
তাঁ'রাই তথাগত। ৩৭৪।

বৃত্তি

প্রবৃত্তি-সমাচ্ছন্ন যা'রা—
বেকুব বিজ্ঞতায়
কড়াই-ফাটা হ'য়েই থাকে তা'রা,
সৎ-এ ঠাট্টাবাজ,
ক্ষয়ের জয়গানে দিশেহারা,
ভাবে, প্রতিষ্ঠার পরাকাষ্ঠা
ফুটবে বুঝি এমনি ক'রেই,—
বোঝে না—'হা হতোঽস্মি' অদূরেই
অপেক্ষা করছে তা'দের জন্যে,
পথ পেলেও তখন তা' ধরার ক্ষমতা
থাকে না—প্রায়শঃ;
ঔষধ—সৎ-এর সশ্রদ্ধ অনুবর্ত্তিতা। ৩৭৫।

যখনই দেখছ,
উপচয়ী-ইষ্টস্বার্থপ্রতিষ্ঠাপন্ন না হ'য়ে
অন্য-স্বার্থ-প্রতিষ্ঠায় আগ্রহান্বিত তুমি—
তা' তোমার নিজেরই হোক বা অপরেরই হোক—
বুঝবে,—
তোমার ইষ্টস্বার্থপ্রতিষ্ঠা অন্ধ তখনও,
গোড়ায় গলদ,
বেমিছিল হবেই সবটাতে তোমার। ৩৭৬।

লঙ্ঘন যেখানে আদর্শ-ব্যত্যয়ী,
প্রবৃত্তি-প্রলুব্ধ, হীনমন্য অহং সেখানে প্রভু,
সংক্রামক স্বার্থ-সংক্ষুব্ধ-প্রবৃত্তি
সেখানে বিচারক,

পাপ ও পাতিত্যই সেখানে বান্ধব,
জাহান্নমই তা'র আবাস বা কয়েদখানা। ৩৭৭।

হীনমন্যতা যেমনই হোক,—
অভিজ্ঞের খোলস-পরাই হোক,
আর মূঢ়-পোষাকীই হোক,
সে নিজের অন্যায়কে দেখতেও পারে না,
ধরতেও পারে না,—তা' চায়ই না সে,
অপরাধও স্বীকার করতে পারে না,
যা'র কাছে অপরাধী—
তাকে স্বস্থ ক'রে তুলতেও পারে না,
তা'তে যেন তা'র মাথা-কাটা যায়;
অন্তরে এমনতরভাবেই
তা'র পেয়ে-বসা দুর্ব্বলতা
আধিপত্য করতে থাকে। ৩৭৮।

মানুষ সাধারণতঃ
প্রবৃত্তি-প্রত্যাশায় মূঢ় ও বধির হ'য়ে
অন্যের প্রতি যে কদর্য্য ব্যবহার করে—
তা'কে সে কদর্য্য ব'লেই
ধারণা করতে পারে না;
যুক্তি ও বিবেচনা তদনুকূলেই
তা'র সজাগ থাকে—
তা' ন্যায্যই হোক আর অন্যায্যই হোক;
ঐ বিকৃত ধারণার বশবর্ত্তী হ'য়ে চলতে থাকে,
আর, খুঁজতে থাকে তা'র পরিপোষক দল—
যা' দিয়ে ঐ ঈর্ষ্যা ও আক্রোশে
সম্বদ্ধ হ'য়ে
নিজের দাঁড়াকে বজায় রাখতে চায়,—
করতেও চায় তেমনতর;

নেশা কাটলে তবে সে বুঝতে পারে—
তা'র সত্তা কি মূঢ়, ফাঁকা, তমসাচ্ছন্ন
হৃদয় নিয়ে বসবাস করছে,
মরণেও যেন তা'র শান্তি নাই;
বুঝে, ধারণাকে পরিশুদ্ধ ক'রে
তেমনতর চলন ছাড়া
এতে রেহাই কদাচিৎ মেলে। ৩৭৯।

যেখানে কদর্য্যকে সুরূপ দেওয়া হ'চ্ছে—
চিত্তাকর্ষক জাঁকজমকে,—
সেখানে বোঝা যায় যে
কুৎসিত বৃত্তি-অভিভূতির
হীনমন্য আত্মশ্লাঘা
তা'কে জম্‌কালো ধরণে রূপায়িত ক'রে
লোকের অন্তরে পরিবেষণ করছে—
সাফাই সমর্থনে,
ফলে, লোকও অনুরক্ত হ'য়ে উঠছে
ঐ জম্‌কাল-রঙ্গিল কদর্য্য যা'—তা'তেই,
আর, অবনতির পৈশাচিক তোরণও
উন্মুক্ত হ'য়ে উঠছে—
তা'দিগকে অভিনন্দন করতে;
আবার, সৎ ও আত্মশ্লাঘী,
হীনমন্য বৃত্তি-অভিভূতির দ্বন্দ্বে প'ড়ে
মানুষের কাছে অমনি ক'রেই
কদর্য্যভাবে পরিবেষিত হ'য়ে থাকে—
ঐ প্রবৃত্তি-সমর্থনে,—
ধীমান যাঁ'রা—
এই পরিবেষণের মহড়া দেখেই
তাঁ'রা বুঝতে পারেন—ব্যাপারটা কী। ৩৮০।

পরনিন্দা

যে তোমার কাছে অন্যের নিন্দা করছে
নিন্দারই জন্য,—নিরাকরণে নয়কো,
সে তোমার নিন্দাও অমনি ক'রেই
অন্যের কাছেও করে কিন্তু,—
ওরই ভিতর-দিয়ে কিছু বাগিয়ে নিতে;
মানুষই সে ঐ রকমের,—নজর রেখো,
সাবধান থেকো, সায় দিও না,
পার তো অন্যকেও সাবধান ক'রো। ৩৮১।

মানুষ তোমার সম্বন্ধেই হোক,
বা অন্যের সম্বন্ধেই হোক,
আড়ালে যা' বলে বা করে—
তোমার বা তা'র প্রতি
তা'র মানসিক ভাবও তেমনতর,
অন্ততঃপক্ষে তখন পর্য্যন্ত,
আর, যা'রা অন্যের চর্চ্চা
তোমার কাছে করে—তা'র অসাক্ষাতে—
নিরোধও করে না, নিয়ন্ত্রণ করে না,
অথচ নামও বলতে চায় না
বা বলেও কেউ,—
বুঝে নিও,—
তোমার প্রতি তা'র অনুরাগের চাইতে
যা'র বিষয়ে বলছে
তা'র প্রতি বীতরাগ-সম্পন্ন সমধিক,
ব্যবহার করতে চায় তোমাকে
তা'র বিরুদ্ধে হয়তো,—
বাজিয়ে বুঝে চ'লো। ৩৮২।

দেখছ—

যখনই কেউ কাউকে দোষারোপ করছে,

নিন্দা ক'রে বেড়াচ্ছে,—

কোন হেতুর ধার না ধেরে,

তা'র বাহ্যিক বা আভ্যন্তরীণ

বাস্তব অবস্থা সম্বন্ধে ওয়াকিব হওয়ার

তোয়াক্কা না রেখে,—

যা'কে নিন্দা ক'রে বেড়াচ্ছে—

সহজভাবে তা'র অবস্থার কথা

তা'কে জিজ্ঞাসা করারও

ফুরসুত হয়নি তা'র,—

অযৌক্তিক চরিত্রের খোলস প'রে

হাত নেড়ে বাক্যের সমারোহ-সজ্জা নিয়ে

কায়দায় লোক ভেড়াতে চা'চ্ছে—

তা'র নিজের পক্ষে,

ঠিক বুঝবে, সেখানে এর অন্তরালে আছে—

হয় কামিনী, নয় কাঞ্চন,

নয় হীনমন্যতা,

কিংবা এ তিনেরই সংমিশ্রণ—

যা'র ফলে, সে স্বতঃই একটা

অলীক ভাঁওতা সৃষ্টি করছে—

যা'কে নিন্দা করছে

সে তা'র অন্তরায় ভেবে;

ওই নিন্দাটা হ'চ্ছে, নিজেকে লুকিয়ে চলার

একটা সাবধানী চালবাজী অভিব্যক্তি;

একটু নাড়া দিলেই ঠিক পাবে। ৩৮৩।

অকৃতজ্ঞতা

সুসংশ্রয়েও থাক,
শোনও অনেক,
কর না কিছু কাজে—উপচয়ীভাবে,
শোনার তাৎপর্য্য তোমাতে নেই,
তুমি তা'তে সাক্ষাৎভাবে সম্বুদ্ধ নও কিন্তু,
বাজে বায়নাক্কার ভাঁওতায়
একটা মোড়লী নিয়ে দিন কাটাচ্ছ শুধু,
এক কথায়, অন্তরের গোড়ায় তুমি ভণ্ড;
যখনই তোমার প্রবৃত্তিপূরণের খাঁক্‌তি পড়বে,
অচিরেই কৃতঘ্ন হ'য়ে উঠবে—
এই আশঙ্কাই বেশী। ৩৮৪।

সব চেয়ে বড় পাপী সে-ই—
কৃষ্টিতে যে কৃতঘ্ন,
আর, তা'রই মাস্‌তুত ভাই—
উপকারীর যে অপচয় করে
অর্থাৎ উপকারকে যে কৃতঘ্ন,
আর, নির্ভর-কারক বা ন্যস্তবিশ্বাসকে
আঘাত করে—যে বিশ্বাসঘাতক,
পাপের নারকীয় আসনই হ'চ্ছে—
কৃতঘ্নতা, বিশ্বাসঘাতকতা;
মানুষকে উদ্বুদ্ধ কর সৎএ—সেবায়,
আর কৃতঘ্নী-প্রবৃত্তিকে নিরোধ কর
অটুটভাবে, কঠোর হস্তে;
উদ্বোধনার বোধিসত্ত্বে প্রবুদ্ধ হ'য়ে উঠবে সবাই—
সহযোগিতায়;—

রক্ষা পাবে তুমি,—
দেশও বাঁচবে তা'তে। ৩৮৫।

সেবা, সহানুভূতি, পরিপালন সবই পাচ্ছ,
বাস্তবে দুঃস্থ হওনি কখনো,—
অথচ যা' হ'তে পাচ্ছ—
তা'কে সুস্থ রাখবার কষ্ট
বহন করতে অলস-সামর্থ্য,
সত্যিকারের নারাজ,—অখুসী,
তা'কে বহন-সমর্থনে যে-কোন কথাই
তোমার অন্তরকে দলিত করে—
স্বার্থ-গৃধ্নু, কূপমণ্ডুকী-অহং
পেয়ে বসেছে তোমায়,—
কৃতঘ্ন হওয়া ছাড়া কোন উপায়ই থাকবে না—
ওকে যদি পরিপোষণ কর,
পূতপ্রাপ্তিও ধিক্কারের হ'য়ে উঠবে—তা'তে। ৩৮৬।

যা'র জন্য
যা'কে দিয়ে পাচ্ছ, পুষ্ট হ'চ্ছ—
তোমার কোন পাওয়া
যদি তা'র সাপেক্ষ না হয়,—
তা'কে এড়িয়ে বা লুকিয়ে—
তা'র বলবার, শোনবার বা ধরবার
ফুরসুত না রেখে—
হাত বাড়াচ্ছ যখনি পেতে,—
অকৃতজ্ঞতা, কৃতঘ্নতার হাতছানিতে
তোমাকে ডাকছে কিন্তু,
সামাল হও এখনও। ৩৮৭।

ইতর অহং সাধারণতঃই অকৃতজ্ঞ,
আর, এই অকৃতজ্ঞ-প্রবণতা থেকেই
সে মানুষের কাছে প্রমাণ করতে চায়—
যে, মানুষ তা'র দ্বারা উপকৃত
বা তা'তে লোলুপ,
আর, তাই তা'রা
তা'কে পোষণ দেয় ও দিতে বাধ্য,
বুক ফুলিয়ে কৃতজ্ঞতাকে সহস্রমুখে
অভিনন্দন করতে পারে না,
তাই, নিজেকে সমর্থন করতে
নানান ভাঁওতার অবতারণা করাই
তা'র সহজ ধাঁজ,—
আর, তার অর্জ্জনও যা'-কিছু
ঐ ইতর-অহংএর দুরাত্ম-বাধ্যতায়। ৩৮৮।

কোন অসদভিপ্রায়ে,
নীচ স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে
কায়দায়—ছলে, কলে, সেবা-বান্ধবতায়
কারও বিশ্বাসার্হ হ'য়ে উঠছ—
বিশ্বাসঘাতকতা করতে,
আত্মশ্লাঘা করছ ওরই—
মানুষকে হক্‌চকিয়ে দিতে,
কিংবা তোমার দুরভিসন্ধির কথা
কাউকে জানতে দিচ্ছ না,—
এটা ব'লে দিচ্ছে—
তুমি নিজে এবং ঐ হক্‌চকানতে যা'রা
অনুগত হ'য়ে উঠছে তোমাতে—তা'রাও
নিজের, পরিবারের এবং জনগণের
কতবড় সর্ব্বনাশ শয়তানের দূত—

জাহান্নমের আজগবী জানোয়ার—
নরখাদক পিশাচ;
তোমাকে এবং এদের দেখে
তুমিও সন্ত্রস্ত হ'য়ে উঠবে,
এখনই সাবধান,—
নয়তো, তোমাদের পরিণতি এত নারকীয়—
যে, তা' ইয়ত্তার বাইরে। ৩৮৯।

দারিদ্র্য-ব্যাধি

যা'কে দিচ্ছ—যখনই দেখছ,
তোমার উপচয়ে সে অন্ধ,
সন্দেহ ক'রো সে অসৎ-স্বার্থী,—
দৈন্য-ব্যাধিগ্রস্ত হ'য়ে উঠছে প্রায়;
সাবধান হও,—নতুবা অচিরেই
ভবিষ্যৎ তমসাচ্ছন্ন হ'য়ে উঠবে। ৩৯০।

স্বার্থান্ধ, পরস্বলোলুপ যা'রা—
তা'রা প্রায়শঃ
অকৃতজ্ঞ-বিনয়ী হ'য়ে থাকে,
কপট স্বার্থলোলুপতায়, মিষ্টি কথায়
ক্ষতিভয়বিহ্বল ক'রে
দাতাকে বিধ্বস্ত করার বাহানাই
তা'দের মধ্যে
দেখতে পাওয়া যায় প্রায়শঃ;
অসৎ ধড়িবাজ হ'তে সাবধান থেকো,—
তা'রা ক্ষয় ও ক্ষতির অগ্রদূত। ৩৯১।

কা'রও উপচয়ে সক্রিয় যা'রা নয়,
মুখে স্বর্গ-অভিযানের বার্ত্তা যা'দের সহজ,—
আলিস্যিভরা নিরঙ্কুশ স্বার্থবাগানই
যা'দের তাৎপর্য্য,—
সন্দেহ ক'রো—তা'রা কিন্তু বৃশ্চিক-প্রাণ,
গতিও তেমনি তা'দের। ৩৯২।

মানুষের কাছে শুধু পেয়েই খুসী হ'তে নেই,—
সময় ও সুবিধামত যথাসাধ্য
বিহিত-প্রীতি-অবদানে
তা'কে যতক্ষণ না নন্দিত করতে পারছ,—
ততক্ষণ পর্য্যন্ত যেন তোমার
ঐ খুসীর পরিপূর্ত্তি না হয়;
তা'তে তুমি অকৃতজ্ঞ হবে না,—
আর, ক্রমে দরিদ্রতা এসে—
হাতের ক্রীড়নক ক'রে
তুলতে পারবে না তোমাকে। ৩৯৩।

যা'রা দরিদ্রতার আওতায় দাঁড়িয়ে—
স্বাস্থ্য থাকা সত্ত্বেও
সেবাহীন কর্ম্মবিমুখতাকে প্রতিপালন ক'রে
অদৃষ্ট ও ধর্ম্মকে ধিক্কার দেয়,
মানুষের অন্তর্নিহিত কোমলপ্রাণতাকে
প্রবঞ্চিত ক'রে
সংগ্রহ ও সঞ্চয়ে অভ্যস্ত,—
যতদিন এমনতর তা'রা—
ততদিন ইতোভ্রষ্টস্ততোনষ্ট হওয়াই তা'দের সম্পদ;
বাস্তবতায় তা'রা তা'-ছাড়া
আর কিছু কি চায়?
যদি এমনতর কেউ থাক,—
বাঁচতেই যদি চাও,
এখনই পরিহার কর
তোমার এ প্রকৃতিকে,—
দু'দিন কষ্ট হ'লেও পরিণামে
স্বচ্ছল চলনে চলতে পারবে—
একনিষ্ঠ, সেবাপ্রাণ, কর্ম্মপটুতার
আশীর্ব্বাদে। ৩৯৪।

নারী

দেখ, শোন,—আমি বারবার বলছি,—
ঘরের মেয়েদিগকে
উপচয়ী ধাঁজে উপযুক্ত ব্যয়-সাধনে,
শরীর ও গৃহ-দ্রব্যাদির রক্ষণে ও শুদ্ধি-বিধানে,
অন্নপাক-করণে,
গৃহোপকরণের তীক্ষ্ণ পর্য্যবেক্ষণে
আর প্রয়োজন হ'লে অর্থসংগ্রহে
প্রকৃষ্টরূপে শিক্ষিত করার সাথে
আরো শিক্ষায় দক্ষ ক'রে তুলতে পার তো কর;
সংসারে যদি লক্ষ্মী চাও,
দক্ষ ক'রে তোল মেয়েদিগকে—
হাতেকলমে,—সব দিক দিয়ে,—সৎ-এ;
নয়তো, সমাজ মূঢ়ত্বে অবশায়িত
হ'য়ে উঠবে দিন-দিন;
ভগবান মন্বাদিও তা'ই বলেছেন। ৩৯৫।

বিকৃতিবশে মেয়েরা তখনই নিজেদের
পরাধীন মনে করে—
যখনই একমুখতা তাদের
বহুমুখী প্রবৃত্তিকে নিরুদ্ধ করতে চায়—
যদিও তাদের একমুখী বৈশিষ্ট্যে
তা'রা চিরন্তন স্বতঃ স্বয়ং-স্বাধীন। ৩৯৬।

নারী যদি শ্রেয়-পাত্রস্থ হ'য়েও
তা'র শ্বশুর-কুলের গৌরবে
গৌরবান্বিতা হ'তে না জানে—

পিতৃকুলের বড়াই নিয়ে চলতে থাকে,—
সে বাধ্য করে পুরুষকে সঙ্কুচিত হ'তে,
স্ত্রীর পিতৃকুলের গৌরব-উপভোগে
অভিদীপ্ত না হ'তে;—
অভিশপ্ত হীনমন্যতা প্রতিপদক্ষেপে
ব্যত্যয় ও বিদ্বেষ কুড়িয়ে নিয়ে
চলতে থাকে সেখানে। ৩৯৭।

যে-স্ত্রী স্বামী ও সংসারের প্রতি
সহন, সহানুভূতি ও দায়িত্ব-সম্পন্ন না হ'য়ে—
উপচয়ী-সেবা-বিমুখ হ'য়েও
ভোগোপকরণ ও খোরপোষের দাবী করে,—
স্বেচ্ছাচারিণী, ক্ষপণী সে,—
সংসারে দুরিত দুর্ভাগ্য;
প্রশ্রয় তা'র সর্ব্বনাশা। ৩৯৮।

যেখানে স্ত্রী স্বামীতে প্রীতিবিহীন,
সেবাবিমুখ, দায়িত্বশূন্য, অবজ্ঞাতৎপর,
স্বেচ্ছাচারিণী হ'য়েও
স্বামীকে ভোগ-ইন্ধন করতঃ
তা'র দয়া বা স্বতঃ-স্বেচ্ছ দায়িত্বের
অবদানের অপেক্ষা না ক'রে
তা'কে বাধ্য ক'রে—তা'র কাছ থেকে
স্বচ্ছন্দ খোরপোষ-সংগ্রহে সমর্থ,—
এ অনুশাসন বিপর্য্যয়েরই আমন্ত্রক;
সেখানে বিবাহে বা পরিণয়ে
সংস্কৃতি ব'লে কিছু থাকে না,
স্বামী স্ত্রীর পরস্পরের

অচ্ছেদ্য একত্ব-তাৎপর্য্য রুদ্ধ ক'রে
থাকে একটা যথেচ্ছ চুক্তি মাত্র। ৩৯৯।

যেখানে স্ত্রীর স্বামীর প্রতি
একনিষ্ঠ, কেন্দ্রায়িত অনুরাগ নাই—
এবং পুরুষেরও ঠিক তেমনি
অনুরাগ নাই কোন মূর্ত্ত আদর্শে—
সব কিছু ছাপিয়ে,
সেখানে স্ত্রী-প্রগতিই হোক,
আর পুরুষ-প্রগতিই হোক,
তা' যে অপগতি-সম্পন্ন, তা' অতি নিশ্চয়;
সেখানে স্ত্রী
পুরুষের পালনে, পোষণে তাচ্ছীল্য-পরায়ণা,
আর, এই তাচ্ছীল্য-পরায়তণতাই
ক'রে তোলে পুরুষকে—
পূরণ-প্রবণতায় শিথিল;
এর ভিতর-দিয়েই আসে
পারিবারিক সেবা-বিমুখতা,
ব্যক্তিগত ও পারস্পরিকভাবে—
প্রত্যেকের প্রতি প্রত্যেকে সেবাপ্রাণ হয় না,
কেউ কা'রও অচ্ছেদ্য-স্বার্থ হ'য়ে ওঠে না—
শরীরে ও মনে;—
থাকে একটা দায়িত্বে ভারাক্রান্ত,
একঘেয়ে, অনিচ্ছুক, কষ্টসাধ্য বাধ্যবাধকতা;
যথেচ্ছাচারিণী, সেবাবিমুখ,
আত্মস্বার্থ-সন্ধিৎক্ষু এমনতর স্ত্রীকেও
তা'র যা'-কিছু প্রয়োজনীয় লওয়াজিমা
সরবরাহ করতে বাধ্য থাকে—
তা'র থেকে আপনা আপনিই আসে
পুরুষের উপেক্ষা,

এমন-কি কাম-পরিচর্য্যাও হ'য়ে পড়ে
পুরুষের পক্ষে ভীতিসঙ্কুল;—
সে মনে করে—আপনি বাঁচলে বাপের নাম। ৪০০।

যে-স্ত্রী স্বামীর স্বার্থের দিকে নজর রেখে
তা'কে উপচয়ী পরিচর্য্যা করে না,—
সেবায় সম্বর্দ্ধিত ক'রে তোলার আবেগ
যা'র মরা নদীর মত;—
স্বামীর যা'-কিছু নিজের ব'লে
মনে করা দূরের কথা—
আচারে—ব্যবহারে—বচনে—সেবায়
তা'কে দলিত ক'রে
বা তা'র প্রতি কুব্যবহার ক'রে
নিকেশ করতে দ্বিধা বোধ করে না,—
নিজের প্রয়োজন-পূরণ, চাহিদা ও প্রাপ্তি
যতই উদ্দাম হ'য়ে চলুক না কেন—
তা' নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর ব'লে মনে করে,
আত্মসমর্থনে স্বামীর স্বার্থ ও প্রতিষ্ঠাকে
লহমায় পদদলিত করতে
একটু বেদনাও বোধ হয় না—
হীনমন্য হামবড়াইকে
স্বার্থসন্ধিক্ষু ক'রে চলাটাকেই যে
বড়লোকী-চলন ব'লে মনে করে—
স্বতঃ হ'য়ে ওঠে না স্বামীর সব কিছু পরিপালনে,
সহ্য, অধ্যবসায়, উৎসাহ ও অবনতির
স্পৃহা ও চেষ্টা
ছানি-পড়া চোখের মতন,
সন্তর্পিত চলনে বে-সামাল হ'য়ে চলে,
কাম উপভোগকেই মনে করে আত্মদান—
আর তা'র বিনিময়েই তা'র

প্রয়োজন-পূরণের দাসখতী দাবী—
যদিও ঐ উপভোগ উভয়েরই,—
সহজ কথায় সে পত্নী নয়কো—
পালিনী নয়কো,—
বরং রক্ষিতা—পরাঙ্গভুক্ পরগাছা। ৪০১।

অনিচ্ছায়—ভয় দেখিয়ে, জোর ক'রে,—
এমন-কি, দুরভিসন্ধি-প্ররোচনায় প্রতারিত ক'রে
যদি কোন মেয়ের মর্য্যাদা নষ্ট করা হয়,—
সেটা দুরদৃষ্টের হ'লেও
প্রকৃতিতে পাতিত্য-সঞ্চারক নয়। ৪০২।

স্খলিতাকে উৎকর্ষে নিয়োগ কর,
শুদ্ধিতে সম্বুদ্ধ ক'রে তোল তা'কে,
জীবনকে বিপাকমুক্ত ক'রে তোল তা'র—
যদি পার,—
তা'রই ব্যবস্থা ক'রে দাও তা'কে—
যে যেমন—বিহিতভাবে তেমনি তা'কে;
আর, যেমন ক'রে স্বাভাবিকভাবে
পরিশুদ্ধিতে সম্বুদ্ধ ক'রে—
উদ্বর্দ্ধনে নিয়ন্ত্রিত ও বিন্যস্ত ক'রে
তোলা যেতে পারে তা'কে
তা-ই কর,—নিজে পবিত্র থেকে। ৪০৩।

পুরুষের মতন স্ত্রীর
কিংবা স্ত্রীর মতন পুরুষের
সমান অধিকারের পরিকল্পনা
আর্য্য ভারতীয়দের কোনদিন
মনে উঠেছিল কিনা জানি না;

কারণ, বৈশিষ্ট্যানুপাতিক বিভিন্নত্ব—
তা'র জন্মগত, পরিবর্দ্ধনী বিশেষত্ব নিয়ে
মনীষিগণের প্রত্যয়ীভূত ছিল—
বাস্তব বিজ্ঞ দর্শনে;
তাই, পুরুষের বৈশিষ্ট্যে পুরুষ যেমন মহীয়ান,
নারীর বৈশিষ্ট্যে নারীও
তেমনি মহীয়সী—লোকশ্রদ্ধার্হা;
আর, কুল-সংস্কৃতি ও ব্যক্তি-প্রকৃতি
উভয়ের পরিপোষণী ও পরিপূরণী হ'য়ে—
যে পূত পরিণয় হ'ত—
তা'তে নারী ও পুরুষ মিলে
একটা পূর্ণাঙ্গ অবস্থিতি ব'লেই
ধারণা ক'রে নিতেন তাঁরা;
স্ব স্ব বৈশিষ্ট্যে উভয়ে
উভয়ের পরিপূরণী ও পরিপোষণী
স্বতঃ-উৎফুল্ল উৎসারণায়
সক্রিয় সেবা-সৌকর্য্যের ভিতর-দিয়ে
আচারে, ব্যবহারে, চিন্তায়, চলনে
চরিত্রে ফুটে উঠত তা';
তাই, নারী পুরুষকে ভাবত স্বামী—
অর্থাৎ আমার অস্তিত্ব,
আর, পুরুষ মনে করত নারীকে
তা'র স্ত্রী—
অর্থাৎ প্রবৃদ্ধিপোষণী সত্তা,—
তা' সব দিক দিয়ে;
এর পূর্ণ-সংস্থিতি কল্যাণ-প্রসারিণী হ'য়ে
একদিন সৎ ও সতী-জৌলসে
দুনিয়াকে দীপ্ত ক'রে তুলেছিল—
যা' হয়তো পরবর্ত্তী যুগে
অপপ্রসার-স্বরূপ এসে দাঁড়িয়েছিল
স্বেচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত সতীদাহী পরিণামে

মূঢ় জীবনহীন তাৎপর্য্য-অনুসরণে;—
এটা হ'ল কেন?
দ্রষ্টা পুরুষ, প্রবীণ নিয়ন্তা—
যা'রা সমাজকে চালিয়ে নিয়ে যেতেন—
তাদের অভাব যতই অন্ধকারের মতন
ক্রমাগতই এগিয়ে আসতে লাগল—
অবজ্ঞাত হ'য়ে—অপরিপোষিত হ'য়ে,
—অনুৎসাহিত হ'য়ে,
ততই স্বার্থ-সন্ধিক্ষু বৃত্তি-স্বার্থান্ধদের
ছলভরা চলন-কৌশল
বিস্তার লাভ করতে লাগল নিয়ন্তৃমঞ্চে;
তখনও ব্যভিচার ছিল ঘৃণ্য,—
পত্যন্তর ছিল অভাবনীয়,—
প্রায়শ্চিত্তার্হ দুঃস্বপ্ন,—
নারী নিজে ছিল তা'র বিধায়িত্রী—
জ্ঞানে, বিজ্ঞানে, দর্শনে, শিল্পে, কলায়—
গৃহস্থালী থেকে কূটচাতুর্য্যে পর্য্যন্ত;
বহু নারী এমনতর অদ্বিতীয় ছিলেন,—
বহু যুগের তপস্যাও তাদের অনুকল্প
সংঘটন করতে পারে কিনা—বাস্তব বিদ্যায়,—
তা' সন্দেহের। ৪০৪।

বিবাহ

পরিণীত হও সেখানে—
যেখানে তোমাদের দেহমনের
বৈধানিক স্বভাব-সঙ্গতি
পরস্পরের ধারণ ও গ্রহণক্ষম সহযোগী হ'য়ে
পোষণ ও পূরণে
সুন্দর, দক্ষপ্রসূ হ'য়ে ওঠে—
সর্ব্বতোভাবে,—
আর, এতেই হবে সমাজ উৎকর্ষ-মুখর। ৪০৫।

ক্ষুধা যেমন বৈধানিক আগ্রহ,
ক্ষুধা পেলে খাবার আকাঙ্ক্ষা বাড়ে,
সত্তাপোষণী খাদ্য পছন্দও হয়,
ভালও লাগে,
পাকাশয়ও পরিপাকপ্রবণ হ'য়ে ওঠে—
যথোচিতভাবে,
তেমনতরই পরিণীতও হ'তে হয় সেখানে—
বৈধানিক আগ্রহে, সত্তাপোষণী পছন্দে,
ভাললাগায় বহন বা গ্রহণের আকৃতি ও ক্ষমতা
যেখানে স্বাভাবিক—
যথোচিত সুষ্ঠু, সুস্থ, সুসঙ্গত, তুল্য-অসমান,
একত্বানুধ্যায়ী যে তা'র সহিত;
তা'তে ফলও মেলে সুন্দর,—পুষ্টিপ্রদ। ৪০৬।

দেহমনের বৈধানিক বৈশিষ্ট্যে সমধর্ম্মী,
পরস্পর আকৃতিপ্রবণ,

বিপরীত-সত্ত্ব এমনতর যুগ্মের সংযোগ
সমুন্নত ফলপ্রসূ,
কিন্তু পারস্পরিক দূরত্ব বা বৈষম্য
যেখানে অধিক—
অমনতর সংযোগ সেখানে সুফল-সম্ভাব্য হ'লেও
ক্বচিৎ সক্রিয়,—
আবার, সমবিপরীত সত্তা হ'য়েও
প্রতিলোমধর্ম্মী যদি হয়—
তবে সে-সংযোগ
বীজ-উপাদানকে বিশ্লিষ্ট করে ব'লে
পরিধ্বংস-প্রসূ, সাম্যভাঙ্গা, বিস্ফোরণ-প্রবণ। ৪০৭।

জৈব-বৈশিষ্ট্যে সমধর্ম্মী, বিপরীত-সত্ত্ব
উৎকৃষ্ট-অপকৃষ্টার সংযোগ
উন্নত-ফলপ্রসূ;
কিন্তু সত্ত্ব-দূরত্ব বা সত্ত্ব-বৈষম্য যেখানে অধিক—
সেখানে অমনতর সংযোগ ক্বচিৎ ফলপ্রসূ,
ফলপ্রসূ হ'লেও যা' হয় সু-ই হয়—
যদিও প্রায়শঃ তা' বন্ধ্যা;
সবদিক দিয়ে সব রকমে দেখে হয়তো—
ভগবান মন্বাদি তাই অনুলোম-বিবাহকে
ধর্ম্মদ ব'লে সমর্থন করেছেন,
আর, প্রতিলোমকে পরিধ্বংসী ব'লেই
আখ্যাত করেছেন। ৪০৮।

বিয়ের আসল ঘটকই হ'চ্ছে—
শ্রদ্ধায় ফুটে-ওঠা, সেবাপ্রবণ, অচ্যুত ভালবাসা,
যা' উদ্ভিন্ন হ'য়ে ওঠে কন্যায়—
বংশীয় প্রথা-তাৎপর্য্যে—
কুলপূরণী ছন্দানুবর্ত্তিতায়। ৪০৯।

যে-বর্ণ বা যে-বংশের
অনুরোপণ-যোগ্য যে ক্ষেত্র
তা'র অনুপোষক বা অনুপূরক
বৈশিষ্ট্যে ও প্রকৃতিতে,—
তাই-ই হ'চ্ছে তা'র পরিণয়-যোগ্য বর্ণ বা বংশ। ৪১০।

বস্তুর অণুকণার সূক্ষ্মতম
সংযোগ বা বিয়োগেও
তা'র গঠন, গুণ ও ক্রিয়ার
পরিবর্ত্তন হ'য়ে থাকে,
এই গঠন, গুণ ও ক্রিয়াই হ'চ্ছে
বৈশিষ্ট্যের তাৎপর্য্য;
যে বা যা' এই গুণ, গঠন ও ক্রিয়ার অনুপূরক—
তাই-ই তা'র পোষক ও সংরক্ষক;
পরিণয়-ক্ষেত্রেও যে-নারীর বংশ,
ব্যক্তিগত গুণ, গঠন ও প্রকৃতি
যে-পুরুষের অনুপূরক—
সেই নারী তা'র উপযুক্ত পোষয়িত্রী ও রক্ষয়িত্রী;
আর এর অন্যথায়—বিপর্য্যয়ী। ৪১১।

বর্ণগুলি
পরস্পর পরস্পরের অনুপূরক ও উদ্বর্দ্ধক
সবর্ণানুলোমক্রমে,
এদের ভিতরে স্ত্রী-পুরুষ উভয়েই জন্মে—
ঐ বিশিষ্ট প্রকৃতি নিয়ে,
আবার, এই বর্ণানুপাতী বিশিষ্ট প্রকৃতি নিয়ে
বংশপ্রথায় ভিন্ন হ'য়েও,
একে অন্যের বংশতাৎপর্য্যের বা গোত্রের
বিহিত অনুপূরক বা প্রতিপূরক—

এমনতর প্রতিপূরণী সম অথচ বিপরীত সত্ত্বাদ্বয়
পরস্পর পরিণয়যোগ্য
আর, তা'র ফলও শুভপ্রসূ হ'য়েই থাকে,—
এটা সমস্ত প্রকৃতিতেই বিছিয়ে আছে—
তা' মানুষেই হোক—জন্তুতেই হোক—
উদ্ভিদ্ জগতেই হোক। ৪১২।

মেয়ের কৌলিক সংস্কৃতি এবং ব্যক্তিগত প্রকৃতি
যদি পুরুষের
কৌলিক সংস্কৃতি ও ব্যক্তিগত প্রকৃতির
সশ্রদ্ধ পরিপোষণী হয়,—
তেমনি পুরুষের কৌলিক সংস্কৃতি ও প্রকৃতি
যদি মেয়ের
কৌলিক সংস্কৃতি ও প্রকৃতির পরিপূরণী হয়—
পারস্পরিক স্ববৈশিষ্ট্যে,—
সেইটেই হ'ল পরিণয়ের মূল ভিত্তি। ৪১৩।

কৃষ্টি, জাতি, বর্ণ বা বংশের
মঙ্গলই যদি চাও তুমি—
উৎকর্ষই যদি চাও তুমি,—
তবে তোমার কৃষ্টি-বৈশিষ্ট্যে, তোমার সমাজে,
তোমার বর্ণে, তোমার ব্যক্তিত্বে
আগ্রহ উদ্দাম শ্রদ্ধাবনত
এমনতর সশ্রদ্ধ অধস্তন পরিবারের
মেয়েকে বিবাহ ক'রো;—
প্রজননও হ'বে ভাল—কৃষ্টিও পাবে উদ্বোধনা,
বর্ণও হবে সার্থক, বংশও হবে উজ্জ্বল—
আর, তা'তে আদর্শ পাবে উন্নত পরিপোষণ। ৪১৪।

পুরুষ

অনুলোমক্রমে গুণব্যঞ্জনায় উপযুক্ত
যে-কোন নারীকেই
বিয়ে করতে পারে,—
আর, নারীও শ্রেয়ক্রমে উপযুক্ত
পুরুষকেই বিবাহ করবে;—
এই হ'চ্ছে জন ও জাতির
সমুন্নত কল্যাণ-প্রবাহের মূল উৎস। ৪১৫।

অনুলোমক্রমে যে কোন দুষ্কুল হ'তে
স্ত্রী গ্রহণ করা যায়,—
সে যদি গম্যা এবং প্রাকৃতিতে
সত্তা-সমঞ্জসা হয়;
আর, বিবাহের দ্বারাই
স্ত্রীগণ সংস্কৃত হ'য়ে থাকেন;
এবং স্ত্রী যদি ইষ্টানুগ, স্বামী-সেবাপরায়ণ,
সদাচারী ও সম্বর্দ্ধনশীল জীবন-যাপন করেন,—
তিনি উৎকর্ষ-সমারূঢ়াই হ'ন—
আর, তা' পুণ্য-নির্ব্বাহী। ৪১৬।

আর্য্য-মাত্রেই অনুলোমক্রমে
স্বল্প-দূরত্ব মধ্যে সবর্ণে,—সগোত্র বাদে,
পুরুষের অনুপূরক সদ্বংশজাত,
সম বা পোষণীয় কুল-সংস্কৃতিযুক্ত,
সশ্রদ্ধ, সদাচার ও স্বাভাবিক সেবা-পরায়ণ,
বৈশিষ্ট্যপূরণী প্রকৃতিযুতা
মেয়েকে বিয়ে করতে পারে,—
তা' যে-কোন সমাজ
বা সম্প্রদায়েরই হো'ক না কেন—

কুলধর্ম্ম দীক্ষায়
বিহিত পরিশুদ্ধির ভিতর-দিয়ে। ৪১৭।

যদি অনুলোম-পরিণয় প্রয়োজনই হয়,
সবর্ণ পরিণয়কে বাদ দিয়ে নয়কো—
বরং তা' ক'রে, পরে;
তা'তে সমাজে সামঞ্জস্য বজায় থাকবে,
উৎসৃষ্টিও হ'বে সুন্দর। ৪১৮।

অসবর্ণ অনুলোম ও সম্ভবমত যথাযথ বহুবিবাহ
জাতির আত্মীয়করণ-ক্ষমতাকে বাড়িয়ে তোলে,—
উন্নত জন-সংখ্যা বৃদ্ধি করে,—
শ্রম ও কৃষ্টি
সংহতিপ্রবণ হ'য়ে
ধর্ম্ম ও সম্পদেরই আমন্ত্রক হ'য়ে ওঠে—
বাস্তবে। ৪১৯।

অনুলোম-পরিণয়-প্রথাযুক্ত সুপরিপালিত বর্ণাশ্রম
শ্রেণী-বৈষম্য দূর ক'রে—নিয়ে আসে
—সশ্রদ্ধ সম্প্রদায়-সংযোগ,
পারস্পরিক সহযোগিতা,
সমাজিক উৎকর্ষ ও উন্নত উৎসৃজন;
আর, তা' বেকার ও ক্রূর প্রতিযোগিতার অবসানে
আনে অর্থনৈতিক মুক্তি। ৪২০।

এত তো দেখলে—ঠকলেও কত,—
প্রতিলোম যৌন-সম্বন্ধকে নিরোধ কর
সবদিক দিয়ে,

আর, অনুলোমকে সমর্থন কর—
সক্রিয় সার্থকতায় প্রবুদ্ধ ক'রে তোল—
সমত্বকে বজায় রেখে,
কৃষ্টি-নিষ্ঠায় প্রকৃষ্ট থেকে,
অন্তরায়কে ব্যাহত করবার
সমস্ত সরঞ্জাম ঠিক রেখে;—
কৃষ্টি-সহ জাতি সম্বর্দ্ধনার পথে—
চলবেই কি চলবে,—
দেশ, কাল ও অবস্থায়
যে-রকম নিয়ন্ত্রণেই থাকতে হোক না কেন। ৪২১।

জন্ম-তাৎপর্য্যে যে তোমা হ'তে শ্রেষ্ঠ
এমনতর কেউ যদি
অপকৃষ্টি-অর্জ্জীও হ'য়ে থাকে,
তা'র মেয়েকেও
বিবাহে মনোনয়ন ক'রো না,—
ঠক্‌বে কিন্তু তা'হলে—
একটা চিরন্তন অববেলায়িত,
কুটিল, হীনপ্রভ দৈন্যে—
যা' চারিয়ে যাবে সন্তানসন্ততির ভিতর-দিয়ে—
বংশপরম্পরায়। ৪২২।

বিলোম বা প্রতিলোম জনয়িতারা
শুধু যে নিজের ক্ষতি করে তা' নয়কো—
বৈশিষ্ট্যের বিরুদ্ধ সংযোগে
নিজ বংশ-বৈশিষ্ট্যেরও সর্ব্বনাশ সাধন করে,
তা'-ছাড়া, জন ও জাতির ভিতরও
সে-বিষ চারিয়ে দিয়ে একটা সংঘাত সৃষ্টি করে,
যা'র ফলে, পরিধ্বংসের সৃষ্টি সুনিশ্চিত। ৪২৩।

নিজের বৈশিষ্ট্যকে ধ্বংস ক'রে
প্রতিলোম মেয়েদের আত্মাহুতি দিয়েও যদি—
যেখানে আত্মহুতি দেওয়া হ'ল
তা'র বংশ-বৈশিষ্ট্যের কিঞ্চিৎও উৎকর্ষ দেখা দিত,
অন্ততঃ শতকরা কিছুভাগেরও,—
তা'তেও অন্তরকে
পরিণামে প্রবোধ দেবার কিছু থাকত;
নতুবা, যা' বিকৃতির বিজৃম্ভণে
জন, জাতি ও সমাজের ক্ষয়কেই
নিষ্ঠুর পরিহাসে আমন্ত্রণ করে—
তা'তে প্রবোধ কোথায়? ৪২৪।

প্রতিলোম
বৈশিষ্ট্য-সাঙ্কর্য্যে পরিধ্বংসেরই স্রষ্টা—
যা' সমাজকে দানা বেঁধে উঠতে দেয় না,—
যা'র বিস্ফোরণে জাতি ছিন্নভিন্ন হ'য়ে যায়—
আত্মঘাতী মিথ্যা-ঔদার্য্যই হয়
তা'র বিষাক্ত পরিবেষণ,—
যদি বাঁচতে চাও,—
এখনই তা' নিরোধ কর—
যথাশক্তি। ৪২৫।

সঙ্কর মানে কিন্তু বিপরীত সংশ্রয়,—
অনুপূরক নয়কো;—
আর তা' পরিধ্বংসী-প্রসূ। ৪২৬।

বিবাহেই হোক বা অবৈধ যৌনাচারেই হোক—
প্রতিলোম সংযোগ যেখানেই,
—ভ্রূণ যে সেখানে বিকৃত—
তা' ধ'রেই নিতে পার,—

আর, সে-সংযোগ হ'বে বিকৃত সন্তানেরই প্রসূতি,—
সেই সন্তানের মস্তিষ্কে ধী ও মেধার
এমনতরই অভাব হ'য়ে ওঠে—
যা'তে আদর্শ ও কৃষ্টিতে
সন্ধিৎসু যৌক্তিকতা নিয়ে
বর্দ্ধনী সমাবেশকে আয়ত্তই ক'রতে পারে না;
বরং তা'রা হয় প্রবৃত্তি-বুভুক্ষু, শ্রমবিমুখ,—
চাহিদা-সংক্ষুধ, সম্বর্দ্ধন-বিদ্রোহ-মনা;—
এর ফলে, আদর্শবাদ তা'দের কাছে
রূপকথা হ'য়ে দাঁড়ায়,—
ধর্ম্ম ও কৃষ্টি তা'দের কাছে
ভূতুড়ে ব্যাপার ছাড়া আর কিছু নয়,
যায় আদর্শ, যায় ধর্ম্ম, যায় কৃষ্টি, যায় সংহতি,
শক্তি পায় আত্মম্ভরী, স্বার্থলোলুপ পরিণয়ন,
সম্বর্দ্ধন হয় তা'দের মূক ও বধির,
স্বভাবতঃ হয় তা'রা বর্ণদূষক,—পরিধ্বংসী;
তা'দের সংখ্যাধিক্য যত হবে,—
রাষ্ট্রও যাবে,—রাষ্ট্রীকও যাবে—
এই হ'লো মোক্তা কথা;
যদি বুঝতে ইচ্ছা হয়—বোঝ,—
বিবেচনাও ক'রে দেখতে পার—
কী চাও?—প্রেয়ই বা কী তোমার কাছে? ৪২৭।

বিবাহ বিহিতভাবে সিদ্ধ হয়—
এমনতর ব্যক্তি ও অবস্থা ছাড়া যে-বিবাহ
তা' ব্যত্যয়ী এবং বিপর্য্যয়ী-ফলপ্রসূ;
সে-বিবাহ সিদ্ধ তো নয়ই—
বরং অনর্থেরই আমন্ত্রক;
এমনতর বিপর্য্যয়ে কোন নারী মলিন হ'লেও

সে প্রকৃতিতে দুষ্টাও নয়,—
শ্রেয়-বিবাহে অগ্রহণীয়াও নয়। ৪২৮।

বীতধর্ম্মা, পতিতা বা পরিত্যক্তা, ধর্ষিতা হ'য়েও
অনুতপ্তা অথচ গম্যা—
এমনতরদের অবজ্ঞা না ক'রে
যা'রা কৃষ্টি ও বর্ণানুপাতী বিধিমত
ন্যায্য পন্থায় তা'দের গ্রহণ ক'রে
উৎকর্ষে অধিগমনকে মুক্ত ক'রে দেয়,—
ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ বর্ষিত হয় তা'দের উপর—
যদি ঐ স্ত্রীগণ অনুবর্ত্তিনী থাকে
সেবা, সংরক্ষণ ও সম্বর্দ্ধনা নিয়ে—ধর্ম্মে। ৪২৯।

পুরুষই সৃষ্টি করেছে নিজেকে—
বিশেষ ক'রে তা'র প্রকৃতির ভিতর-দিয়ে,
নানা পরিণয়নে,
আবার, সেই পুরুষ হ'তেই সৃষ্টি হয়েছে
বৃত্তি-অভিধ্যানের ভিতর-দিয়ে
প্রকৃতি-পরিণয়নে পরিপোষণী ক'রে—নারীত্ব,
নারী পুরুষেরই সৃষ্টি,
তাই, নারী যখন পুরুষে
অচ্ছেদ্য আনতিতে
সর্ব্ব-পরিপোষণী হ'য়ে, যুক্ত হ'য়ে
তা'কে সার্থক ও স্বস্থ ক'রে তোলে—
সেই হ'চ্ছে তা'র সার্থকতা,
আর, কেন্দ্রায়িত সেই নারী
তখন থেকেই উপভোগ করতে পারে—
স্বস্থ স্বাধীনতা;
নারী-পুরুষের বিচ্ছেদ

বা বিসদৃশ সংশ্রয় যেখানে,
ব্যাহতি বা বিপর্য্যয়ও সেখানে জাজ্জ্বল্যমান;
স্বপ্রকৃতিতে পুরুষ যেমন নারীর পরিপূরক,
নারীও তেমনি পুরুষের পরিপোষক,
আর, এর ভিতর-দিয়েই আসে
তা'র বিভিন্ন ব্যষ্টিতে সংস্থিতি ও বিস্তার,—
সংস্কৃতিবাহী সম্বর্দ্ধনার বিবর্ত্তনে চলে
সন্তান-সন্ততিতে,
—ঐ একই ভিত্তির
নানা বৈশিষ্ট্য-সংক্রমণের ভিতর-দিয়ে,
এতে বিচ্ছেদ নাই,—বিরাম নাই,—
ব্যাহতিও ব্যাহত হ'য়ে চলে এখানে;—
সতীত্ব সার্থক ঔজ্জ্বল্যে ভগবৎপ্রসূ হ'য়ে,
আশীর্ব্বাদে উচ্ছল ক'রে দেয় দুনিয়াটাকে;
প্রকৃতিগত বিপর্য্যয় ছাড়া—
অর্থাৎ বিবাহ যেখানে বৈধানিক বিক্ষোভে
সামঞ্জস্যে অন্বিত হ'য়ে ওঠেনি—
এমনতর বিপাক ছাড়া
পরিণয়ে বিচ্ছেদ-চিন্তাও পাপ এবং পূয়-প্রসূ। ৪৩০।

ব্যভিচারদুষ্টা, পরিত্যক্তা স্ত্রীকে
যা'রা বিবাহ করে,
তা'রাও ব্যভিচারের জ্বালাময়ী আলিঙ্গনেই
বসবাস করে,—
বিকৃতি-পর্য্যুষিত জীবনের
আমন্ত্রক হ'য়ে ওঠে তা'রা। ৪৩১।

সংস্কৃতির ভিতর-দিয়ে বিবাহ-পরিণয়ন
দম্পতিকে ভাবানুকম্পিতায়

এক আদর্শে কেন্দ্রায়িত ক'রে
পরস্পরের সত্তায়
গ্রথিত ক'রে তোলে সাধারণতঃ,
তা'র ফলে, দ্বন্দ্বকে নিয়ন্ত্রিত ক'রে
তা' স্বস্তি-সম্বুদ্ধ চলৎশীলই থাকে—প্রায়শঃ,
তা' না হ'লে বিচ্ছিন্ন, বিভেদ, বিরাগ, দ্বন্দ্ব—
এগুলিই প্রাধান্য পায় বেশী,
কেউ কা'রও সত্তায় গ্রথিত হ'য়ে ওঠে না;
এদেশে বিবাহিত পুরুষ তা'র স্ত্রীর
স্বামী ব'লে অভিহিত হয়,
আর, স্বামী মানেই হ'চ্ছে—
'আমার সত্তা'। ৪৩২।

প্রজনন

প্রজা মানেই হ'চ্ছে—
প্রকৃষ্টরূপে জাত—
সর্ব্বসম্ভাব্য উদ্বর্দ্ধনী সার্থকতায়;
আর, প্রকৃষ্ট জন্ম পেতে হ'লেই চাই—
প্রজনন-পরিশুদ্ধি—
সর্ব্ব-সম্ভাব্যতার বৈধানিক সংস্থিতিতে। ৪৩৩।

যাদের মাথা নেই তা'রা মরা—
বপু তাদের বিরাটই হোক আর কৃশই হোক;
মস্তিষ্ক যাদের সুনিষ্ঠ, উদগ্র, প্রণিধানী,
সমঞ্জস, তীক্ষ্ণ, অচ্যুত,
ক্ষিপ্র, অন্তঃ ও দূরদৃষ্টিপ্রবণ, অব্যাহত,—
তা'রাই জনবিধায়ক, লোকপালক;
মানুষ জন্মাতে হবে যথানিয়মে—
অন্তর্নিহিত সম্পদে উদ্ভিন্ন ক'রে—গজিয়ে,
তা'র বৈশিষ্ট্যকে কৃষ্টিবেদী-পরিপোষণে
তেজাল ক'রে তুলতে হবে—
আর এ ক্রমাগত,
তবেই জন ও জাতি সজাগ-পদক্ষেপে
উন্নতির পথে চলতে থাকবে,
আবোল-তাবোল চলনে কিন্তু সব হারাবে—
যা-ই থাকুক না তোমার;
উন্নতি যদি পেতেই চাও—
পেতে দেরী হ'লেও
সে-চলনে এখন থেকেই চলতে হয়;—
চল,—দেরী ক'রো না। ৪৩৪।

স্ত্রী-বীজাণু যদি পুং-বীজাণু-বৈশিষ্ট্যের
অনুপূরক, সমঞ্জস ও সমধর্ম্মী না হয়,—
বীজকোষের উদগময়নী হ'লেও
তা' বীজবৈশিষ্ট্যকে অনেকখানি
ভঙ্গুর ক'রে অপকর্ষ এনে দেয়—
অন্তর্নিহিত স্থিতিস্থাপক সংহতি
নষ্ট ক'রে দেয়;
ফলে—কৃতঘ্নী প্রবণতাগুলি
ঐ বৈধানিক অসঙ্গতির দরুন সক্রিয় হ'য়ে ওঠে—
তা'র মানেই—আদিম বৈশিষ্ট্য যা'—
তা'কে নষ্ট ক'রে দেয়;—
প্রতিলোমে এমনতর সর্ব্বনাশেই ঘ'টে থাকে। ৪৩৫।

প্রতিলোমজ সন্তান দুর্ব্বলমনা,
খামখেয়ালী, বিকৃত, রোগপ্রবণ,
বৃত্তিপরায়ণ, কৃষ্টিবিমুখ, ঐক্যধ্বংসী হয়,
প্রবৃত্তি-স্বার্থী, অসৎপ্রকৃতি, স্বল্প-বিচারবুদ্ধি,
পরিধ্বংসী-সংহতিসম্পন্ন—
এক কথায়, মাতৃধাতুবিকারী,
পিতৃবৈশিষ্ট্য-পরিধ্বংসী—স্বভাবতঃ। ৪৩৬।

পুং-বীজাণু ও তা'র বৈশিষ্ট্য যেমনতর,
স্ত্রী-বীজাণুর বৈশিষ্ট্য, ধাতু ও প্রকৃতি
যেখানে তৎপরিপোষণী—যেমন,—
উদ্‌গম বা অবগমও হয় সেখানে
তেমনতরই স্বতঃ ও স্বাভাবিক। ৪৩৭।

যখন ইষ্টচিত্ত, উন্নতমনা,
সানন্দ, সাম্যচিন্তান্বিত,
ফুল্ল ও তৃপ্ত উভয়েই,—
স্ত্রী-পুরুষে মিলিত হ'তে পারে তখনই;
সুসন্তানের জনক-জননী হওয়ার আশাই
এতে সমধিক,—
যদি বিহিত পরিণীত হ'য়ে থাকে। ৪৩৮।

গার্হস্থ্য নীতি

যে-জ্ঞান তুমি লাভ করেছ বা করছ
আদর্শচর্য্যায়, বহুদর্শিতার পথে,—
তা' যদি আগ্রহ-উদ্দীপ্ত ক'রে
নিজ পরিবার বা পরিজনের মধ্যে
চারিয়ে দিতে না পার—
প্রিয়-সক্রিয়তায়,—
নিজেও ঠকবে,
তা'দিগকেও ঠকাবে,
বঞ্চিত হবে তুমি—
সাথে সাথে তা'রাও,
এমনি বিভ্রান্তিতে ছেড়ে দেবে তা'দিগকে—
সংহত হবে না তা'রা কিছুতেই;
তাই, পারিবারিক সমভিব্যাহার ও সদালোচনা—
আর, প্রাত্যহিকভাবে তা'র অধিগমন
ধর্ম্মদ, প্রাণদ ও পুষ্টিদ—ঠিক জেনো। ৪৩৯।

যদি কল্যাণই চাও—
সত্তা-পরিপালক অর্জ্জী যা'রা তোমাদের পরিবারে,
যে যেমন—উপযুক্ততা-মাফিক প্রত্যেকে—
পরস্পরকে উপচয়ে পরিবর্দ্ধিত ক'রে তোল—
পরিপালনে, পরিপোষণে, পরিপূরণে,
ইষ্টানুগ চলনে,
যে যেমন উপযুক্ত—
সংসারের জন্য,—
সত্তারক্ষণ ও বর্দ্ধনের জন্য
অর্জ্জী হ'য়ে ওঠ, আহরণ-তৎপর হও—

সদ্ভাবে,
কৃতবিদ্য হ'য়ে ওঠ,
প্রত্যহ—প্রত্যেকে—অবস্থামতন—
সক্রিয়, সানুকম্পী সহযোগিতায়;
সব দিক দিয়ে অভ্যস্ত হও এতে,—
এমন-কি, বালক-বালিকাদিগকেও
অভ্যস্ত ক'রে তোল—
স্বাস্থ্য, শ্রী, সম্বর্দ্ধনা ও কল্যাণে
স্রোতস্বতী হ'য়ে চলবে। ৪৪০।

পরিবারে কেন, অনেক জায়গায়ই
সাহচর্য্যে-অভ্যস্ত স্বল্পবুদ্ধি যা'রা—
সশ্রদ্ধ নজরে দেখতে অভ্যস্ত হ'য়ে ওঠে না
বা পারে কম,
তা'রা নিজের ভ্রান্ত দাঁড়ায় মেপে
প্রায়ই ভুল দেখে বা ভাবে;
তাই, সম্মানযোগ্য ব্যবধান রেখে
আচার-ব্যবহারে, কথায়-বার্ত্তায়
তা'দিগকে সক্রিয়ভাবে উদ্বুদ্ধ
ও আগ্রহান্বিত যত ক'রে তুলতে পারবে,
তুমিও তাদের কাছে ততটুকু
মাঙ্গলিক হ'য়ে উঠতে পার,
তাই, যেখানেই যাও আর যেখানেই থাক—
সম্মানযোগ্য ব্যবধানটাকে বজায় রেখো;—
তা'তে তোমারও ভাল,—
অন্যেরও ভাল হ'তে পারে। ৪৪১।

তোমার পরিবার-পরিজনে তুমি
এমন সশ্রদ্ধ-স্থান অবলম্বন ক'রে থাক—

যা'তে প্রতিপ্রত্যেকে নির্ব্বৈর বিচার পায়,
বিশ্বাস পায়, বিরোধের অবসান পায়,
অনুকম্পী নীতিতে
উন্নতি ও উৎক্রমণ লাভ করে
সক্রিয়ভাবে,
সেবায় অর্থাৎ পরিপালনে, পরিপোষণে,
পরিপূরণে—প্রতিপ্রত্যেকে পরস্পরে
শান্তি ও সম্বর্দ্ধনার সহিত
বসবাস করতে পারে—
ঐক্য-প্রযোক্তা হ'য়ে,
উপচয়ী হ'য়ে, মিলনকুশলী হ'য়ে—
আন্তরিক তৃপ্তি ও দীপ্তি নিয়ে,
সার্থক হ'য়ে উঠুক তোমার সংসারে প্রত্যেকে—
পরিবার-পরিজন,—আদর্শে,
ঐকতানিক অবাধ চলায়;
আত্মপ্রসাদী উন্নতির সশ্রদ্ধ অভিবাদন
অভিনন্দন-উৎসরণশীল হ'য়ে
তোমাকে নন্দিত ক'রে রাখুক। ৪৪২।

পরিবারে শ্রেয় যিনি—
তাঁ'র প্রতি সশ্রদ্ধ, সহযোগী,
সরবরাহী সেবা যদি না থাকে,—
সে-পরিবার দানা বেঁধে ওঠে না প্রায়শঃ,
পরস্পর পরস্পরের প্রতি
সক্রিয়, সানুকম্পী হয় কমই—
সহযোগিতায় ও সাহায্যে,
আর, তা'তে পারিবারিক সামর্থ্য,
শক্তি বা ঐক্য-চলন ছিন্নভিন্নই হ'য়ে থাকে,
কেউ বাস্তবে বোধ করতে পারে না—
বাস্তবে তা'র এমন কেউ আছে—

সাধারণতঃই যে নাকি
তা'র সত্তাকে আঁকড়ে ধ'রে,
উন্নততর চলনে, সক্রিয়ভাবে
যোগান দেবেই কি দেবে,—
দরদী ব'লে তা'র কেউ আছে—
ঠাওর করতে পারে কম;
কিন্তু পরিবারের শ্রেয় যেখানে ইষ্টীপূত নয়কো,—
তা'র পরিবারও ইষ্টপ্লুত নয়,
সেখানে দানা বেঁধে উঠলেও
তা'র স্থৈর্য্য সহজ-ভঙ্গুর,
ভবিষ্যৎও তা'র তমঃ-সঙ্কুল, ছন্নছাড়া। ৪৪৩।

বর্ণাশ্রম

প্রথাপালন, অভ্যাস ও প্রগতি হ'তে
দেহবিধানের যে স্ফটিক-সংস্থিতি
স্বভাবজাত হ'য়ে,
অভ্যাস ও ব্যবহারে—
নানারকমে বিকীর্ণ হ'য়ে চলে—
তা-ই হ'চ্ছে বর্ণ ও বংশের মূল উপাদান। ৪৪৪।

প্রথাকে পরিমার্জ্জিত কর,
অভ্যাসকে উন্নত কর,
প্রগতিকে আদর্শমুখী কর,—
বৈধানিক সমাবেশ উন্নত হবে,—
স্ফুটতর হ'য়ে উঠবে,—
সম্বর্দ্ধনা আরোতর হ'য়ে ছুটবে—উৎক্রমণে
—বংশ হবে উন্নতিমুখর। ৪৪৫।

প্রথাপালন, নিরবচ্ছিন্ন অভ্যাস
আর প্রগতির সমন্বয়ে
দেহবিধানে যে সমাবেশ
বা সংস্থিতির সৃষ্টি হয়—
অর্থাৎ যে-দানার সৃষ্টি হয়—
তা' মহাক্ষুদ্রত্বে ক্ষুণ্ণ ও খণ্ডিত হ'লেও
দৈন্য পায়,—কিন্তু স্বভাব হারায় না;
অবশ্য যতক্ষণ পর্য্যন্ত
তা' কৃষ্টি ও আদর্শ-সূত্রে
এতটুকুও বিধৃত থাকে। ৪৪৬।

বীজকোষনিহিত বিভিন্ন প্রকার জৈবদানা—
যা' বংশানুক্রমিক প্রথাপালন, অভ্যাস
ও সংস্কৃতির ভিতর-দিয়ে উদ্ভূত হয়েছে—
বিভিন্ন প্রকারের নানা রকমারিতে—
তা'কেই বর্ণের মূল উপাদান বলা হয়;
প্রকৃতি ও ধর্ম্মবৈশিষ্ট্যে
এই জৈবদানার বিশেষত্ব নিয়ে যে-বিভাগ
তাই-ই বিভিন্ন বর্ণ;
এই জৈবদানাকে জৈবসংস্কৃতিও বলা যায়—
যা' বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যে, রূপে-রূপে
স্ব-স্ব প্রকৃতি, ধর্ম্ম ও সংস্কৃতিতে
উদ্ভিন্ন হ'য়ে ফুটে উঠেছে
ও ফুটতে ফুটতেই চলছে বিভিন্ন ব্যক্তিত্বে,
বংশানুক্রমিকতায়,—
বড়-ছোট—আঁকাবাঁকা—ভালমন্দে,—
স্বভাবকে অক্ষুণ্ণ রেখে;
অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্যগুচ্ছের
যে মৌলিক সহজাত সংস্কৃতির উপর দাঁড়িয়ে
এই পরিণতি—
বাহ্যতঃ ক্ষুদ্রই হোক আর বৃহৎই হোক—
তা'র আর তেমন পরিবর্ত্তন হ'চ্ছে না। ৪৪৭।

এই দানা বা জৈবসংস্কৃতি—
বীজকোষেই নিহিত থাকে,
উপযুক্ত সত্তানুপাতিক পরিচর্য্যায়
তা' অঙ্কুরিত বা উদ্ভিন্ন হ'য়ে থাকে—
যথাযথভাবে;
আর, এই যথাযথত্বের সমন্বয় যেখানে যেমনতর—
অঙ্কুরণ-বৈশিষ্ট্যও সবল বা দুর্ব্বল তেমনতর। ৪৪৮।

বংশ বা কুলপ্রথা—
যা'তে জাতক বংশপরম্পরায় অভ্যস্ত,—
যা' সহজাত সংস্কারে পরিণত হ'য়ে,
বিধানে প্রকৃষ্টভাবে অন্তর্নিহিত থেকে,
প্রবৃত্তি হ'য়ে
অভ্যাসকে উদ্দীপ্ত ক'রে তুলছে
আরো উৎকর্ষে—
প্রগতি-পরিপুষ্ট ক'রে—
পরিপূরণ-সার্থকতায়—
তা' ঐ বৈশিষ্ট্যে ও গুণকর্ম্মে অন্বিত হ'য়ে,
স্থূলতঃ যত ছোটই হোক আর যত বড়ই হোক,—
বর্ণের মূল উপাদান হ'চ্ছে ওখানে,
ঋষিরা তা'কেই বর্ণের উৎস ব'লে
আখ্যা দিয়েছেন। ৪৪৯।

বিশিষ্টভাবে পূরণপ্রবণ বৈশিষ্ট্যবান যা'রা—
সব ছোট-বড় দিয়েই
তাঁ'দিগকে বিপ্রবর্ণ ব'লে থাকে,
আবার ক্ষতত্রাণী-বৈশিষ্ট্যওয়ালা যাঁরা
তাঁ'রা ক্ষত্রিয় নামে অভিহিত,
তেমনি যাঁরা সকলকেই পরিপূরণ করেন বাস্তবে
খাইয়ে-পরিয়ে—
সমাজের প্রতি স্তরেই যাঁদের প্রবেশ আছে—
সেবা ও সম্বর্দ্ধনায় তা'দিগকে বাঁচিয়ে রাখতে,
পুষ্টি দিতে—
তাঁ'রাই বৈশ্য,

আবার, যাঁরা শুচীকৃত—
সেবা ও সাহায্যের ভিতর-দিয়ে
সমাজকে পরিচর্য্যা ক'রে
নিজেদের উৎকর্ষে সম্বর্দ্ধিত ক'রে থাকেন—
তাঁরাই হচ্ছেন শূদ্র। ৪৫০।

বর্ণ মানেই হ'চ্ছে—
এমনতর বিশেষ বৈশিষ্ট্যবান বিভিন্ন প্রকৃতির
সমাবেশী সম্প্রদায়
যা' একজাতীয় বিশেষত্ব নিয়ে
পারম্পর্য্যানুক্রমিক পরিপালন-নিরততায়
বৈধানিক সংস্থিতিকেও বিশিষ্ট ক'রে তুলছে—
বংশানুক্রমে। ৪৫১।

ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্যকে কেন্দ্র ক'রে—
বৃত্তি ও কৃষ্টির প্রগতি বা অধিগমনই হ'ল
বর্ণের তাৎপর্য্য,
যা' অন্তর্নিহিত সত্তাসমাবেশ থাকার দরুন
সেই বৈশিষ্ট্যে দাঁড়িয়ে,
বংশানুক্রমে দক্ষ অর্জ্জী হ'তে পারে সহজে—
অন্তর্নিহিত মরকোচে অভিনিবেশ ক'রে। ৪৫২।

গুণ, গঠন ও রকম দেখে,
আমরা কোন কিছুর আভ্যন্তরীণ সমাবেশকে
অনুমান করতে পারি,
তেমনি বহুবিধ গুণ, গঠন ও রকমারি দেখে
আমরা বহুরকমের অন্তর্নিহিত একজাতীয় বৈশিষ্ট্যকেও
নিরূপণ করতে পারি,
কে কা'র অনুপূরক তা'ও ধারণা করতে পারি;
আর, এই গুণ, গঠন ও রকমের
এক এক জাতীয় রকমের সমাবেশকেই
বর্ণ বলে থাকেন আর্য্যেরা। ৪৫৩।

বর্ণে বিদ্বেষ নাই,
বরং আছে বৈশিষ্ট্যবান ব্যক্তিগুচ্ছ,
সহজ-সংস্কারানুযায়ী কর্ম্মনিয়ন্ত্রণ,

আর আছে, কৃষ্টি-সংবৰ্দ্ধনী সুপ্রজনন,
যা' সবর্ণ এবং অনুলোম পরিণয়ের ভিতর-দিয়ে
উদ্ভিন্ন হ'য়ে ওঠে;—
বর্ণ-বিজ্ঞানে জাতিভেদ নাই, ঘৃণা নাই,
বরং আছে পারস্পরিক সহযোগিতা—
সত্তা ও স্বার্থের উপকরণ-বৈশিষ্ট্য। ৪৫৪।

বর্ণাশ্রম ভারতীয় বৈশিষ্ট্যানুপাতিক
আর্য্যকৃষ্টি-পরিরক্ষণের এক প্রকৃষ্ট দুর্গ,
ভারতীয় আর্য্যেরা যে এখনও আছেন—
তা'র ঐতিহ্য ও কৃষ্টির কঙ্কালকে
গোঁড়া-আগলানিতে আগলে ধ'রে,
তা'র কারণ ঐ বর্ণাশ্রম;
যতটুকু ভেঙ্গেছ ওকে,
ভাঙ্গাও পড়েছ তেমনি;
যদি পার, পরিমাৰ্জ্জিত কর,
উজ্জীবিত ক'রে তোল,
বৈশিষ্ট্যকে অক্ষুণ্ণ রেখে,
বাঁচবে এখনও, আর দুনিয়াকে বাঁচাবে;
আর যদি ভাঙ্গ, হারাবে,—
সাবাড় হবে নিজেরাও। ৪৫৫।

বৈশিষ্ট্যসংহত সংঘ-তান্ত্রিকতার একটা শক্ত নিদর্শন—
স্তিমিত হ'য়েও যা' বেঁচে আছে, তা' বর্ণাশ্রম;
সৰ্ব্বাঙ্গ সংহত ক'রে
ধীরমস্তিষ্কে যদি একটু দেখ,
বুঝতে পারবে ওর কিম্মৎ কী,
আর, পরিপালনে তোমরাও হবে
কিম্মতের অধিকারী। ৪৫৬।

জাতি বা বর্ণের অবান্তর দাম্ভিকতা
বা অহঙ্কার নিয়ে থাকলে
তা' শিষ্ট-সৃজী হবে না কিন্তু;
চাই ইষ্টানুগ ঔদার্য্যালিঙ্গনে
চরিত্রকে মূর্ত্ত ক'রে তোলা—
ঐ চলনে, ঐ পরিবেষণে,
ঐক্যসঙ্গতিতে, সেবায়,
পারস্পরিক সহযোগিতায়;
তবেই হবে সব বর্ণ, সব বৈশিষ্ট্য নিয়ে
একটা নিবিড় সংহতি—
যা'তে শক্তি হবে স্বতঃ,
সম্বর্দ্ধনা হবে সলীল-গতিসম্পন্ন। ৪৫৭।

যা'রা বর্ণাশ্রম পরিপালন করে নি—
তা'রা যদি তা' চায়,
তাদের নিজেদের এবং বংশানুক্রমিক
অভ্যাস ও গুণবহুলতা
যে-বর্ণের সঙ্গে মিল হয়,
অনুক্রমে সেই বর্ণে গ্রহণ করা যেতে পারে,
অনুলোমক্রমিক বিবাহাদি ও অন্যান্য ব্যাপার
বর্ণানুপাতিক
তেমনতরভাবেই চলতে পারে। ৪৫৮।

পুরুষের কুল-সংস্কৃতি ও ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য
পরিপোষিত হয়—
এমনতর কুল ও প্রকৃতিসম্পন্না
নারীর সহিত মিলনই
সুপ্রজননের একমাত্র পথ;
শিষ্ট বৈশিষ্ট্য—যা' বীজ-সংক্রমিত গুণ
ও কর্ম্মের ভিতর-দিয়ে

নানা রকমে উদ্ভিন্ন হ'য়ে
ধারাবাহিকভাবে চলৎশীল—
বিধান ও প্রকৃতি-অনুকূলে
তৎপূরণ ও পোষণ-তাৎপর্য্যেই—প্রধানতঃ
নারী ও পুরুষের মিলনে
জাতি, বর্ণ ও বৈশিষ্ট্যের
প্রয়োজন হ'য়ে উঠেছে গুচ্ছক্রমিকতায়;
কিন্তু যত্নশীল যতি যেখানে,
কামচর্য্যা যা'দের স্বতঃই অবাঞ্ছিত ও বর্জ্জনীয়,
তা'দের জাতি, বর্ণ ও বৈশিষ্ট্য
নানান ধাঁজের হ'লেও
ক্রমানুপাতিক সদাচার-পরিপালী,—
একধর্ম্মী;
তা'রা ইষ্টানুগ আরতির আহুতি হ'য়েই চলে। ৪৫৯।

যা'রা ভাবে,—
অর্থের মানদণ্ডের উপর বর্ণাশ্রম প্রতিষ্ঠিত,
তা'রা ভ্রান্ত,
বৈশিষ্ট্যমাফিক শ্রম করার উপরই
বর্ণাশ্রমের মানদণ্ড প্রতিষ্ঠিত;
এতে ধনিক-শ্রমিক সমস্যা ছিল না,
সমস্ত শ্রমিকই ধনিক, সমস্ত ধনিকই শ্রমিক,
প্রকাশই ছিল তা'র ব্যবহারে
এবং সমঞ্জসা ব্যবস্থিতিতে,
বিভিন্ন গুচ্ছ বা বর্ণের পারস্পরিক
ঐক্যমুখর সহযোগিতায়;—
রাষ্ট্র ছিল তা'র
ব্যক্তিস্বাতন্ত্রী, সমাজতান্ত্রিক পরিচর্য্যায়,
অনুলোম-পরিণয় ছিল তা'র উৎক্রমণ-প্রসূ,
সংশ্লেষী উপকরণ,

গুচ্ছ-বৈশিষ্ট্যকে অব্যাহত রেখে,
শিক্ষা ছিল তা'র
সর্ব্বতোমুখী, ব্যক্তিবৈশিষ্ট্যপূরণী,
বৃত্তি ছিল তা'র বর্ণবৈশিষ্ট্যানুপাতিক,
বৃত্তি-অপহরণ ছিল তখন মহাপাপ,
পারস্পরিক সহযোগে ইষ্টমুখীন উচ্চাধিগমন
প্রত্যেকেরই ছিল
স্বতন্ত্র জীবনের পরম সার্থকতা,
পরস্পরেরই স্বার্থরক্ষা নিজেরই স্বার্থ
বা সম্পদ ব'লে মনে করত,—
আর চলতও তেমনি সক্রিয়ভাবে প্রত্যেকে,
কারও কেউ নেই—এমনতর হ'তে পারত না—
সাধারণতঃ;
অজলে অস্থলে পড়তে পারত না কেউ তখন,
সত্তা-সম্বর্দ্ধনার অপচয়ী যা'-কিছু
পরিবেশের অনুকম্পী শাসনে
তা' সংযত হ'য়ে উঠত আপনিই,
আর, সত্তার উদ্বর্দ্ধনী যা'—
তা' পরিপুষ্টও হ'ত তেমনি ক'রে,
এই ছিল মোটামুটি জীবন—
গণ্ডগ্রামেও যা'র অভিব্যক্তি ছিল। ৪৬০।

আমার মনে হয়—
অবশ্য আমি মার্কস্-বাদ কিছু জানি না—
আর, ভারতীয় সমাজতন্ত্রের
কোন আব্ছা অভিব্যক্তিও—
এর মধ্যে আছে কিনা তাও জানি না,
তবে, আমাদের ধনিক বা শ্রমিক প্রশ্ন ছিল না—
কিন্তু বৈশিষ্ট্যানুপাতিক বর্ণাশ্রমী সম্প্রদায়
ও বৃত্তিবিভাগ ছিল,—

ধনিক-শ্রমিক ব'লে রকমারি ছিল না,—
শ্রমিকও যে, ধনিকও সে;
একটা সম্প্রদায় ছিল, বামুন অর্থাৎ বিপ্র—
যা'রা ছিল সমাজের শিক্ষক বা আচার্য্য—
যা'রা বর্ণ-বৈশিষ্ট্যানুপাতিক শিক্ষিত হ'য়ে উঠত
চিন্তা ও কর্ম্মে;
বিপ্রদের ছিল উঞ্ছবৃত্তি,—
প্রীতি-অবদান ছিল পরম আদরের—
লোকজীবনই ছিল তাদের মূলধন—
যাদের অভ্যুদয়ই ছিল তাঁদের সম্পদ,
গবেষণা, শিক্ষা, মন্ত্রণা, বিধি-প্রণয়ন,
বিচার, উপদেশ ইত্যাদি—
ফল কথা, ইষ্ট ও পূর্ত্ত ছিল তা'দের
স্বভাবতঃ স্বতঃ-লোকচর্য্যা,—
দক্ষিণা ছিল মহিমান্বিত প্রাপ্তি;
ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্রও ছিল তেমনতর বিশিষ্ট গুচ্ছ,
গুচ্ছগুলি পরস্পর স্বতঃ-স্বার্থান্বিত ছিল,
তা'রা প্রত্যক্ষভাবে ঋণী থাকত পরস্পর,
প্রত্যেকে প্রত্যেকের সহযোগী হওয়া ছাড়া
পথ ছিল না;
বামুনের হাতে মূলধন ছিল না—
বৈশিষ্ট্য-অধ্যুষিত চরিত্র ছাড়া,
কিন্তু প্রীতি ও সক্রিয় সেবার দ্বারা
সমস্ত সম্প্রদায়ের কাছে
সম্মানিত ও পূজার্হ হ'য়ে থাকত তা'রা;
এক কথায়, সমস্ত সম্প্রদায়ের
সকল মানুষ, টাকা ও ঐশ্বর্য্যই ছিল তা'দেরই—
নিঃস্পৃহ অযাচিত পাওয়ায়
অনাসক্ত অধীশ্বর হ'য়ে;—
রাজা ও তা'র পরিষৎ বা সরকারের
কর্ত্তব্য ছিল—

বর্ণাশ্রম প্রতিপালিত হ'চ্ছে কিনা—
বিহিতভাবে,—সেটা দেখা;
তখন না ছিল দেশে চরিত্রের অভাব,
না ছিল সামর্থ্যের অভাব,
না ছিল অর্থের অভাব,
বা সম্পদ, পণ্য বা উৎপাদনের অভাব,—
যত সময় না ব্যক্তিগত বা দলগত
স্বার্থ-পরিকল্পনায় এটা বিপর্য্যস্ত হয়েছিল;
তা' হ'য়েও যে কঙ্কাল-কাঠামোটা
এতদিন এতটুকুও আছে,—
তা' এর সুষ্ঠুত্বেরই নিদর্শন;
ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য, সম্প্রদায়-স্বাতন্ত্র্য,
সমাজ-স্বাতন্ত্র্য, রাষ্ট্র-স্বাতন্ত্র্য সঙ্গতি লাভ ক'রে,
পারস্পরিক স্বার্থান্বিত হ'য়ে,
স্বতঃই ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল আদর্শে;
যা'তে মানুষ ছোট হ'য়ে যায়—
কৃষ্টিতে, অন্তরে, বাহিরে,—
এমনতর পথগুলির উপর কড়া শাসন ছিল—
সাম্প্রদায়িকভাবে—
সামাজিকভাবে ও রাষ্ট্রীয়ভাবে;
আর, ব্যষ্টি-বৈশিষ্ট্য যা'তে পরিপুষ্ট হয়—
সেই-ই ছিল পোষণীয় নীতি—
তা' ঐ সামাজিক, সাম্প্রদায়িক বা রাষ্ট্রিক—
প্রতিজীবনেরই;
প্রত্যেক বর্ণ তা'র কর্ম্মকলার ভিতর দিয়ে
প্রত্যেক বর্ণের সঙ্গে যেমন যুক্ত ছিল—
প্রজননের দিক দিয়ে তেমনি ছিল
ঐক্য-সমৃদ্ধ—অনুলোমক্রমে—
মস্তিষ্কে—শ্রমে—চরিত্রে;
প্রতিলোমকে লৌহহস্তে শাসন করা হ'ত—
প্রতিলোম উন্নতিকে স্তব্ধ করে,

বৈশিষ্ট্যকে ধ্বংস করে,
কুপ্রজননকে ক্রমান্বয়ী ক'রে তোলে—
যা'তে মানুষের মস্তিষ্কের অভাব ঘটে,
স্নায়ু ও শরীরের অপকর্ষ হয়,
দুর্ব্বল প্রজননের উদ্ভব হয়,
সেইজন্য কোন বর্ণই
এই বৈশিষ্ট্য-ধ্বংসী প্রতিলোমকে প্রশ্রয় দিত না,
আর, এর ব্যত্যয়ী যে
সে শুধু সাম্প্রদায়িক শাসনে পড়ত না,—
সামাজিক ও রাষ্ট্রিক শাসনেও প'ড়ে যেত;
যখনই রাষ্ট্রদায়িত্ব প্রতিব্যক্তিতে
সজাগ হ'য়ে উঠল—
ব্যষ্টি ও সমষ্টির ধর্ম্ম, জীবন ও সম্পদ
রক্ষার ভিতর-দিয়ে—
তখন থেকেই কিন্তু ব্যক্তি-স্বাধীনতা সুরু হ'ল;
তা'র আগে
যত বড় স্বাধীন ক'রেই দেওয়া যাক,—
তোমার স্ব-এরই উদ্ভব হয়নি,
যে স্ব তোমাতে জাগ্রত উদ্বোধনায়
তোমার সপারিপার্শ্বিক প্রতিটি নিজের
ধর্ম্ম, জীবন ও সম্বর্দ্ধনার সেবায়
প্রত্যক্ষভাবে সক্রিয়তায় উদ্দীপ্ত হ'য়ে ওঠে;
এই ভারতীয় সমাজতন্ত্র বা সম্প্রদায়তন্ত্র
বর্ণানুগ ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্যের পরিপোষণ দিয়ে
প্রগতি এবং প্রজননের উৎকর্ষী ব্যবস্থাও ছাড়েনি,—
তেমনি আদর্শানুগ
পারস্পরিক সহযোগিতার ভিতর-দিয়ে
প্রতিবৈশিষ্ট্যের সমন্বয়ী সহযোগিতায়
পারিপার্শ্বিকের বৈশিষ্ট্যানুপাতিক উন্নতিকেও
অবহেলা করেনি;
ভারতীয় সম্প্রদায়তন্ত্র বা সমাজতন্ত্রের ওটা

মস্ত বিশেষত্ব—
তা' যেমন অর্থনৈতিক দিক দিয়ে—
ব্যষ্টি-সমষ্টি নিয়ে,
তেমনি অন্তর্জ্জগৎ বা আধ্যাত্মিক জগতেরও
উন্নতির দিক দিয়ে—
ব্যষ্টি ও সমষ্টিকে নিয়ে;
তা'রা চায় বেঁচে থেকে বাড়তে—
আদর্শে, ঐক্যে, সহযোগিতায়,
শ্রমে, অর্জ্জনে, আদানে-প্রদানে,
সুপরিবেষণে,—সুব্যবস্থায় সুষ্ঠু ক'রে,—
সবটাকে নিয়ে,—সব দিক দিয়ে—
ব্যষ্টিকে সার্থক ক'রে সমষ্টিতে,—
সবটাকে সার্থক ক'রে
আদর্শ চলনে—কৃষ্টির পথে,
আর, যা'-কিছু সব সার্থক ক'রে সত্তায়,
ভূমায়িত ক'রে এক—অদ্বিতীয়ে;
রাষ্ট্র ছিল এরই একটা দাঁড়া বা মঞ্চ—
যা'র বৈশিষ্ট্যই ছিল—
এই নীতি বা দর্শনকে বাস্তব মূর্ত্তি দিয়ে,
সুব্যবস্থা ও সুশাসনে প্রতিটি ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যকে
সমষ্টি-স্বাতন্ত্র্যে সুসঙ্গত ক'রে
সহজ স্বতঃ-সহযোগিতায়
তা'র অনুক্রমণী সুপরিবেষণে
প্রত্যেককে তা'র নিজ বৈশিষ্ট্যের
পরিপোষণী ক'রে—
বৈশিষ্ট্যমাফিক পরস্পরের পরিপোষণী হ'য়ে
কৃষ্টিচর্য্যায় অন্তর এবং বহির্জ্জগতের সঙ্গতিসহকারে
উন্নতিতে অবাধ ক'রে তোলা,
বাঁচায়, বাড়ায়, সম্পদে,
শিক্ষায়, শ্রমে, উপচয়ী উৎপাদনে;
অর্জ্জনে, সমৃদ্ধ প্রজননে—

সর্ব্বতোমুখী ক'রে;
রাষ্ট্রের ক্রীতদাস হ'য়ে
কারও থাকা লাগত না,—
রাষ্ট্র ছিল গণসেবী শাসক,
আর, সমাজ ও রাষ্ট্রে তো দূরের কথা—
কোন সম্প্রদায়ের কোথাও—
বৈশিষ্ট্য-পরিপোষণী সেবা
এতটুকু অবজ্ঞাত হ'লেও কৈফিয়ৎ দিতে হ'তে;
লোকমত—সম্প্রদায়,
সমাজ ও রাষ্ট্রের সমর্থন-সমৃদ্ধ হ'য়ে
শাসন করত—নিয়ন্ত্রিত করত—
ঐ মঞ্চাধিনায়কদিগকে—
যথাবিহিত যেখানে যেমন প্রয়োজন—
ধর্ম্ম ও কৃষ্টির গায়ে যা'তে একটা
আঁচড়ও না লাগে—
এমনতর সতর্ক চক্ষু ও ধী নিয়ে—
ছোটকে বড় করার অভিযানে—
জন্মে, কৃষ্টিতে, অর্জ্জনে
শিক্ষায়, স্বাস্থ্যে, প্রতিভায়,
শ্রম ও সেবা-সৌকর্য্যে,
উপচয়ী উৎপাদনে,—
যথাপ্রয়োজন সাম্য-পরিবেষণে;
মূর্ত্ত আদর্শে সক্রিয় আত্মনিয়োগ করেছেন যাঁরা—
যাঁদের চরিত্র-চলনে স্ফূর্ত্ত, জীবন্ত হ'য়ে থাকত
আদর্শ, কৃষ্টি, ধর্ম্ম ও সেবা,
সম্প্রদায়, সমাজ বা রাষ্ট্র-সেবায় যাঁরা দক্ষ—
তাঁরাই তাঁদের গুণক্রমপর্য্যায়ে
পুরোধ্যাসীর আসনে
সব সময়ে কার্য্যকরী চলনে আসীন থাকতেন—
যাঁদের চরিত্রে চরিত্রবান হ'য়ে উঠত গণসমূহ,
যাঁদের দীপন-চরিত্রে দীপ্ত হ'য়ে উঠত

প্রতিলোকচক্ষু—
আপন-আপন বৈশিষ্ট্যে দাঁড়িয়ে,
কেন্দ্রীয় মঞ্চে যেখানে যখনই
কোন যোগ্যতার অভাব হ'ত—
নিষ্ঠার অভাব হ'য়ে উঠত,—
ঐ সম্প্রদায়, সমাজ বা রাষ্ট্রীয় পুরোধ্যাসীর আসন থেকে
স্বতঃ-অনুবর্ত্তিতায় তাঁদেরই কেউ
সেই স্থানকে পরিপূর্ণ করতেন—
আরো দক্ষতার সাথে—তড়িৎ-সক্রিয়তায়—
যা'তে রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত হ'তে পারে,—
তীক্ষ্ণ-চক্ষু,—সতর্ক-সন্ধিৎসা
হৃদয়ঢালা সক্রিয় সহযোগিতার সহিত,
সেই আসনকে সৌষ্ঠব-মণ্ডিত ক'রে তুলতে;
পরবর্ত্তী যিনি সঙ্গে-সঙ্গে—
ঐ সম্প্রদায়, সমাজ বা রাষ্ট্রই হোক
তা'রই পুরোধ্যাসী-পদে প্রতিষ্ঠিত হ'য়ে
অভিদীপ্তির সহিত তা'রই পরিচালনা করতেন—
অসাধু উদ্যমকে তা'র পরিবেশেই
নিরুদ্ধ ও নিয়ন্ত্রিত ক'রে—
পারস্পরিক লোকসংহতির
সুবিন্যাসী পরিশাসনে;
কারণ, ব্যক্তিগত স্বার্থকে
পারস্পরিক সহযোগিতার ভিতর-দিয়ে
উৎক্রমণ-পরতন্ত্রী ক'রে তোলাই ছিল
সম্প্রদায়, সমাজ
ও রাষ্ট্রের কল্যাণ-উৎসৃজী স্বার্থ,
তাই, অসাধু যা' প্রত্যক্ষভাবে তা' নিরোধ করা,
সুশাসনে বিন্যাস করা—
প্রত্যেকেরই মুখ্য স্বার্থ ব'লে
বোধ করত প্রত্যেকে;
ফলে, না ছিল ভয়—

ছিল না বিসম্বাদ—
ছিল না বিপাক—বিধ্বস্তি—
ছিল না দারিদ্র্য—
অকালমৃত্যু—কুপ্রজনন—
কুৎসিত সমৃদ্ধি—
কদাচার-প্রবঞ্চনাক্লিষ্ট আততায়ী অনুধাবন—
কি অন্তরে—কি বাহিরে। ৪৬১।

আর্য্যকৃষ্টি

আর্য্যকৃষ্টির পাঁচটি স্তম্ভ—
প্রথমই হ'চ্ছে,
ঈশ্বরকে এক, অদ্বিতীয় ব'লে স্বীকার করা,
দ্বিতীয় হ'চ্ছে,
পূর্য্যমাণ প্রবুদ্ধ ঋষি,
প্রেরিত বা অবতার মহাপুরুষদিগকে
আপ্ত ব'লে স্বীকার করা,
তৃতীয় হ'চ্ছে,
পিতৃপুরুষদিগকে স্বীকার ও সংরক্ষণ,
চতুর্থ হ'চ্ছে,
বর্ণাশ্রমকে তা'র সব তাৎপর্য্য নিয়ে
স্বীকার করা, অনুসরণ করা—
পঞ্চম হচ্ছে,
যিনি পূর্ব্বপূর্য্যমাণ বর্ত্তমান মহাপুরুষ
তাঁকে স্বীকার, গ্রহণ ও সংরক্ষণ করা;
এই হ'চ্ছে—আর্য্যকৃষ্টির মেরুদণ্ড—পঞ্চবর্হিঃ;
—একে যা'রা স্বীকার করে না,
তা'রা অপবুদ্ধিসম্পন্ন বা ম্লেচ্ছ। ৪৬২।

যে যে-কোন দ্বিজাধিকরণেরই হোক না কেন,
তা'র যদি পঞ্চবর্হিঃ স্বীকৃত বা আত্মীকৃত থাকে,—
সে আর্য্য বা আর্য্যীকৃত নিশ্চয়,—
তবে সামাজিক চালচলন
বিহিত পর্য্যায়ে—অনুগম্য ও পরিপাল্য। ৪৬৩।

যে-কোন দ্বিজাধিকরণের আওতায় থেকেও—
পঞ্চবর্হিঃকে না মেনে যা'র পাতিত্য ঘটেছে

অঘমর্ষী-মন্ত্রে হোম ক'রে সে যদি
পঞ্চবর্হিঃকে আত্মীকৃত ক'রে নেয়,
আর, চলেও তেমনতর,—
তবে সে স্খলিত-দোষ হ'য়ে
পাতিত্য-বর্জ্জিত হ'য়ে ওঠে;
সামাজিকতাও যথাবিহিত পর্য্যায়ে
তা'র সাথে অবাধে চলতে পারে। ৪৬৪।

পঞ্চবর্হিঃ এবং সপ্তার্চ্চিঃ—
আশ্রয়-নির্ব্বিশেষে সকলেরই স্বীকার্য্য ও পালনীয়;
তবে যা'রা নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী—
তা'রা একাশ্রমী থাকার দরুন,
একে বিধৃত,
একে সার্থক-সমন্বিত হওয়ার জন্য—
তা'দের পক্ষে ঐগুলি স্বীকার্য্য,—
কিন্তু ওদের সবগুলিই পালনীয় নয়। ৪৬৫।

বহুবিচ্ছিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায় ও বহু মতবাদ
জন ও জাতিকে বিচ্ছিন্ন ক'রে তোলে;
কিন্তু তা'রা যদি একাদর্শবান হন—
পরস্পর পরস্পরের অনুপূরক হন,—
পূর্ব্বাপর এবং পরস্পর যদি পরস্পরের,
প্রতিপূরক, প্রতিপোষক ও প্রতিপালক
সক্রিয়ভাবেই হ'য়ে চলে—
তাহ'লে লাখ সম্প্রদায় থাকলেও
জন ও জাতি বিচ্ছিন্ন হ'য়ে দাঁড়ায় না;
মহানের মুখ্য লক্ষণই কিন্তু এই,—
তাঁদের চরিত্র
জন এবং জাতিকেও অমনি ক'রে তোলে,

শক্তিশালী ক'রে তোলে,
উন্নতিপ্রসূই ক'রে তোলে,
নতুবা, তাঁরা যা'কে ধর্ম্মমত বলেন
তা' লোককল্যাণী হ'য়ে সবাইকে
ধারণ করে না কিন্তু;
তাই, আর্য্যনির্দ্দেশই হচ্ছে—
'একমেবাদ্বিতীয়ং শরণম্
পূর্ব্বাপূরকো বর্ত্তমানঃ পুরুষোত্তমঃ শরণম্'। ৪৬৬।

যেখানে জীবন্ত আদর্শ বা ইষ্ট অবজ্ঞাত,—
পণপ্রথা অশাসিত,—
বৃত্তি-বৈশিষ্ট্য উপেক্ষিত,—
বর্ণ যেখানে বৃত্তি-কর্নক নয়কো,—
শিক্ষা অনন্বিত,—
প্রতিলোম-পরিণয় উৎসাহান্বিত—
সুষ্ঠু প্রজনন-বিধি অবদলিত যেখানে,—
কৃষ্টি যেখানে অপকর্ষী, অসম্মানের,—
ধনিক যেখানে শ্রমিক নয়কো,
আবার, শ্রমিকও ধনিক নয়,
যন্ত্র-শিল্প মহাযন্ত্র-প্রস্তুতি-পরিক্রম-গৌরবী,—
ধী সেখানে মূঢ়পন্থী—
উঁচু সেখানে নীচু হবেই,—
অবনতিই সেখানে ঐশ্বর্য্য,—
বিভ্রান্তি, বিচ্ছিন্নতা ও বিদ্রোহী শাসনেরই
সেখানে রাজগৌরবে অধিষ্ঠিত থাকা ছাড়া
আর পথ কোথায়? ৪৬৭।

যা'রা মনে করে—
অন্যের বৈশিষ্ট্যকে ব্যাহত করতে পারলেই
বুঝি নিজের শ্রেষ্ঠত্ব দৃঢ় হয়,—

অর্ঘ্যনীয়দের কন্যা বিবাহ করতে পারলেই
সম্ভ্রান্ত হওয়া যায়,—
সৎনীতিকে অবজ্ঞা ক'রে প্রবৃত্তি-পরিচারী নীতিকে
প্রতিষ্ঠা করাই একটা বাহাদুরী মৌতাত,—
মূঢ় আত্মঘাতী তা'রা,
বংশশুদ্ধ নিজের সর্ব্বনাশ তো করেই—
তা'ছাড়া, পারিপার্শ্বিকে তা' সংক্রামিত ক'রে,
সমাজ ও দেশকে সর্ব্বনাশা-বিষে
বিষাক্ত ক'রে তোলে তা'রা,
বৈশিষ্ট্যকে উৎকর্ষে সক্রিয় নিয়োগ করা
তা'দের কাছে একটা হতচ্ছাড়া ব্যাপার,
সাবধান হ'য়ো এদের হ'তে,—
নিরোধ ক'রো সর্ব্বতোভাবে তা'দের,
বৈশিষ্ট্যকে পুষ্টি দিও,
কৃষ্টিকে মুক্ত ক'রো,
ব্যক্তিত্বকে সম্বর্দ্ধিত ক'রে তুলো;
মনে রেখো, তোমার বৈশিষ্ট্যে তুমি বড় তত—
যত ইষ্ট, কৃষ্টি ও সত্তার উৎকর্ষী পরিপূরণী তা';
সত্তা ও সম্বর্দ্ধনার পূজারী হ'য়ে
জন ও সমাজের শ্রদ্ধাভাজন হও। ৪৬৮।

যদি উন্নতিই চাই,—
সংহতিই চাই বা সংগঠনই চাই—
সম্প্রদায়-শক্তি, সমাজ-শক্তি ও রাষ্ট্র-শক্তিকেই
যদি শক্তিশালী ক'রে তুলতেই চাই—
সংস্কৃতি, কৃষ্টিকে যদি উচ্ছল ক'রেই তুলতে চাই—
তবে চাই প্রথমে, এখনই—
পূর্ব্বপূর্য্যমাণ বর্ত্তমান মহাপূরক আদর্শ,—
তাঁকে গ্রহণ করতে হবে,
দীক্ষিত হ'তে হবে তাঁ'তে,

আর, ঐ কেন্দ্র-স্বার্থে স্বার্থবান হ'য়ে উঠে
তাঁর পরিরক্ষণায়, পরিপোষণায়
ও পরিপূরণায় উদ্বুদ্ধ হ'তে হবে;
এমনি ক'রেই আসবে ঐক্য—
একসূত্রতা, ঔদার্য্য,
পারস্পরিক সহযোগিতায় উদ্বর্দ্ধনা—
শক্তি হ'য়ে উঠবে
অবাধ, উচ্ছল, পূরণ-উৎসর্গপ্রবণ,
হবে স্বাধীন, পাবে শান্তি,
সৌকর্য্যে ফুলে উঠবে প্রতিপ্রত্যেকে;
নয়তো, ছিন্নভিন্নতার হাত থেকে
কিছুতেই এড়াতে পারবে না। ৪৬৯।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য স্ববৈশিষ্ট্যে দাঁড়িয়ে
সত্তা-সম্বর্দ্ধনী, পারস্পরিক-পরিপোষণী,
সহযোগী আদান-প্রদানে
সক্রিয়ভাবে আদর্শসেবায়
কৃষ্টিকে পরিপালন ক'রে
ব্যষ্টি ও সমষ্টির যে সহজ উৎক্রমণ—
যা' বিহিত অর্থনৈতিক ও অধ্যাত্ম-উৎকর্ষের ভিতর-দিয়ে
সহজ, স্বতঃ, সুনিয়ন্ত্রিত
ব্যষ্টি ও সমষ্টিগত উন্নতিকে
অবধারিত ক'রে তোলে—
তা-ই হ'চ্ছে—আর্য্য সাম্য বা সঙ্ঘবাদের
মরকোচ বা বৈশিষ্ট্য। ৪৭০।

বিধি

যে-সক্রিয়তা বাস্তবতার স্রষ্টা নয়কো,—
আর, যে-বাস্তবতা উপচয়ী নয়,
কিংবা কিল্বিষী,—
তা' নির্জ্জীব ও নিরর্থক। ৪৭১।

যা' করছ,—যা' নিয়ে আছ—
তা'তে তুমি অসাড়-দায়িত্বশীল,—
অলস-স্বার্থী, মন্থরাগ্রহী—
অর্থাৎ তুমি কপট—তা'তে,
এড়ান-প্রকৃতিই সৌজন্য তোমার,—
ফাঁকি দিচ্ছ তা'কে;—
ফাঁকি কিন্তু অদূরেই ব'সে আছে—
তোমার জন্য। ৪৭২।

তুমি যা'তেই সক্রিয় হ'য়ে না উঠছ—
স্বতঃ বা প্রতিক্রিয়ায় তোমার ভাবানুকম্পিতা
ক্রমে-ক্রমে তা'তে নিথর হ'য়ে উঠছে
দিন দিন কিন্তু,—
বোধও হ'য়ে উঠছে বর্ব্বর তেমনি। ৪৭৩।

দিয়ে বা খাইয়ে
কাউকে কর্ম্মঠ করা যায় কম;
করিয়ে, তদনুপাতিক দিয়ে বা খাইয়ে
তা' বরং সম্ভব,—
যোগ্যতা এমনি ক'রেই জাগ্রত হ'তে পারে। ৪৭৪।

সত্তা-সম্পদ না হ'লে
অর্জ্জিত জৌলস তোমার
যেমনই হোক না কেন—
জন্মের ভিতর-দিয়ে
তা' কিন্তু বর্ত্তাবে না কাউতে;
অর্জ্জন তোমার সত্তা-সম্পদ ক'রে তোল,—
সন্তান—বাড়বে জৌলসে। ৪৭৫।

কৃষ্টি যদি স্বভাবকে শাসন না করে—
স্বভাব যদি কৃষ্টিতে স্বতঃ-নিয়ন্ত্রিত না হয়—
তা'কে আপনার ক'রে না নেয়,
স্বীকার না করে,—
উৎকর্ষ বিকৃতিতেই যে অন্তঃশায়ী—
তা'তে কি কোন দ্বিধা আছে? ৪৭৬।

হামেশাই যা'রা জিনিষের দোষ দেখে—
নিয়ন্ত্রণের ত্রুটি দেখে না,
নিরাকরণ ও নিয়ন্ত্রণবুদ্ধি অঙ্গাঙ্গী নয় যা'দের,—
অজ্ঞতা
বিজ্ঞ ধৃষ্টতায় নিয়তই
জয় ঘোষণা ক'রে থাকে তা'দের;
নাচতে না জানলেই উঠানের দোষ। ৪৭৭।

বিচ্ছেদই যদি চাও—
শ্রেয়-ঈপ্সিতের দোষ-ত্রুটি চিন্তা ক'রে
গুম্‌রে থেকো,
সন্দেহ ক'রো একটু,
আর, লোক থেকে তা'র পরিপোষণ যা' পাও—
তা' নিও,—পুষ্ট ক'রে তুলতে তাকে,

বাধা না দিয়ে, নিরোধ না ক'রে
এক-আধটু নিন্দেবান্দাও ক'রো—
চ'লোও তেমনি—একটু অকৃতজ্ঞভাবে,
ঈপ্সিতের কাছে হৃদয় খুলো না;
বেশী দেরী হবে না,—
বিচ্ছেদ অনিবার্য্য,
নরক আপনিই আসবে হাসিমুখে। ৪৭৮।

ভালবাসার তাৎপর্য্যই হ'ল—
শ্রেয়ের সঙ্গ, সেবা ও সুখসঙ্কল্পে লোভ
বা তাতে প্রলুব্ধ হওয়া;
আর, এর উল্টো যেখানে তা'কে বরং বলা যায়—
কামলুব্ধতা বা কামবাসা। ৪৭৯।

মানুষের ধনসম্পদ বহুতই থাকতে পারে,
বা সে নগণ্য গরীবও হ'তে পারে,—
কিন্তু যা'র শ্রেয়-প্রেয় নাই—
প্রীতি-প্রত্যাশা যার ব্যাহত,—
সে কিন্তু সর্ব্বহারা—সর্ব্বতোভাবে,
সত্তা তা'র সন্তাপ-দুস্তরে,—
ফাঁকা,—হু-হু করে। ৪৮০।

যা'র মন বা মস্তিষ্ক
ভগবান বা ভাগবত মানুষের
ছাপে ছুপিয়ে ওঠেনি—
তা'র ছাপে বা ছোপানতে
মানুষ সংবদ্ধ তো হয়ই না—
সংবোধিত ও সম্বর্দ্ধিতই বা হবে কি ক'রে?

অবজ্ঞা ও ভ্রান্তি
সে মানুষকে বিভ্রান্তই ক'রে তোলে,
আর, তা' বিধ্বস্তিকেই আমন্ত্রণ করে—
যেমনই জৌলস হোক না কেন তা'র। ৪৮১।

'সুযোগ পালিয়ে গেল'—তা'র মানেই হ'চ্ছে,—
তোমার চরিত্র তা'কে ফাঁসিয়ে দিল—
নিজে ফেঁসে—সাধারণতঃ। ৪৮২।

'বিশ্বাস করে ঠক্‌লাম' মানে—
প্রতারিত হওয়াটা নিজে উপভোগ করলাম,
নিজেকে ঠকিয়ে ঠক্‌লাম—
নিজের প্রতি নিজে দায়িত্বহীন হ'য়ে—
আলস্য আর অবহেলায়। ৪৮৩।

'চেষ্টা ক'রে পারি না' মানে—
না পারাতেই নিয়োজিত থাকি—অচ্যুতভাবে—
অবহেলায়—আলস্যে;
আর, পারাকে অবজ্ঞা করি
অনাদরে—অশ্রদ্ধায়—
নিয়ত কৃপাচক্ষে। ৪৮৪।

করার চেষ্টা মোটে নেই, অথচ বলছে—
'ইচ্ছা ছিল, অন্তরায়ে পারলাম না তা''—
তা'র মানেই হ'চ্ছে—মনে ছিল ভাঁওতা,
তা'র জন্যই পারলাম না তা';
কারণ, যা'রা পারে—তা'রা অন্তরায়কে
অতিক্রম করেই বা জয় করেই,—
মিথ্যা বাহানার তা'ই অবসর থাকে না তা'দের। ৪৮৫।

অর্থের দম্ভ, তেমনি চলন-বলন,
দায়িত্বহীন বেপরোয়া চালবাজী—
মানুষকে কর্ম্মমূঢ়, অকুশল, উদ্‌ভ্রান্ত
শিথিল-অনুকম্পী ক'রে তোলে;—
মানুষের কাছে সে রহস্যের পাত্র হয়—
পারিপার্শ্বিকের অহং
দৈন্য-অভিঘাতে উস্‌কিয়ে
সমবেদনাহীন, শক্ত প্রতিক্রিয়াশীল ক'রে তোলে;
ব্যর্থতা ও উপহাসই হয় তা'র
পুরস্কারের পদক। ৪৮৬।

মানুষের সন্ধিগ্ধ চক্ষু, উৎক্ষিপ্ত চলন,
দোষদর্শী, দাম্ভিক, ক্রূর ভাষা—
প্রতিক্রিয়ায় অন্যকেও তেমনি ক'রে তোলে। ৪৮৭।

মন-গড়া 'কেন'র আবিষ্কার—
যা'র সংস্রব নাই, কোন দিক দিয়ে—
আসলের সাথে,—
তা'র অনুচলনে
বিষম ফলই প্রসব ক'রে থাকে প্রায়শঃ;
প্রত্যয়ে নিশ্চিত হও,—
নিয়ন্ত্রণে সুবিধা পাবে অনেকখানি। ৪৮৮।

যে-স্ত্রী স্বামীর অনুবর্ত্তিনী নয়,
সন্দিগ্ধা, স্বেচ্ছাচারিণী—
স্বর্গেও তা'র নরক-পরিবেষ্টনী অকাট্য;
আর, পুরুষ যদি ইষ্টানুবর্ত্তী না হয়—
গুণসজ্জা তার যা'ই থাকুক না,—
প্রাপ্তি তা'রও তা-ই। ৪৮৯।

যে কৃতার্থ করতে আসে তোমাকে—
তা'কে লাখ দাও,—সে পাবে না;
আর, যে কৃতার্থ হ'তে আসে—
সে পথ পেতে পারে,
আলো পেতে পারে,
তৃপ্তি পেতে পারে তোমাতে। ৪৯০।

ঈশ্বর মৃত্যু চা'ন মৃত্যুর—
জীবন-অভিষ্যন্দনে, আনন্দে,
উপচয়ী চেতনায়, ফুল্লফলনে;
আর, শয়তান মৃত্যু চায় জীবনের—সত্তার—
ক্লেদনে, ছেদনে, ক্ষয়ে। ৪৯১।

মানুষের সুখের ছাপগুলি
কমই মনে থাকে,—
আর, ধ্যেয়ায়ও তা' কম,—
মজুত থাকে—অনাদর, অবহেলা
ও বিধ্বস্তি—এই সব,
আর, মন তাওয়াতেও থাকে তা-ই,
ফলে, বিক্ষুব্ধিতে অবসাদগ্রস্ত হ'য়ে পড়ে আরো;
এই ধাঁজটাই হ'চ্ছে সেই অভিনিবেশ—
যা' মৃত্যুবাহী। ৪৯২।

ঔদার্য্য, সহানুভূতি বা সহযোগিতা
যখনই ইষ্টস্বার্থ বা ইষ্টকৃষ্টিকে
অবহেলা করল,—
তখনই নিখুঁতভাবে বুঝে রেখো,
তুমি তোমার অদৃষ্টকে

দুরদৃষ্টের পায়ে নিবেদন করলে,—
হ'লে শয়তানের পূজারী। ৪৯৩।

ইষ্ট বা শ্রেষ্ঠ-নির্দেশ সময়মত
পালন করতে পারছ না—বাস্তবে,—
ঠিক জেনে রেখো—
সময় ও পালনের অসঙ্গতি
অভ্যাসে মূর্ত্ত হ'য়ে দাঁড়িয়েছে তোমার চরিত্রে—
অকৃতকার্য্যতার অপযশে
তোমাকে ভূষিত করতে,
তুমি পার না বা পারবে না—
তা' বাস্তবে বুঝিয়ে দিতে;
সজাগ থেকো সক্রিয়তায়—
যদি রেহাই চাও। ৪৯৪।

গ্লানি সেখানেই—
যেখানে এক বা একতা অবদলিত,
সত্তাচর্য্যা দাম্ভিকতায় অবমানিত,
প্রবৃত্তি-তৃষ্ণাপ্রসূত স্বার্থপরতা যেখানে উদগ্র,
শ্রদ্ধা, প্রীতি বা আত্মনিয়োগ—বৃত্তি-তাড়নায়
বিড়ম্বনা, বিধ্বস্তি ও ভীতিসঙ্কুল,
বৈশিষ্ট্য অশিষ্ট চলনে বিপর্য্যস্ত;
কিন্তু প্রীতি যেখানে স্বার্থভরণী নয়,—
প্রিয়-স্বার্থী, স্বতঃ-সেবাপ্রাণ, সহযোগী,—
গ্লানিও সেখানে বিধৌত—নির্ম্মল। ৪৯৫।

যিনি যেমন প্রবীণ মানুষই হউন না কেন—
তিনি যদি পূর্ব্ব-পূর্য্যমাণ সদ্‌গুরু

অর্থাৎ ইষ্ট-নিষ্ঠ না হন—সর্ব্বতোভাবে,
এবং তাঁর বৃত্তিগুলি যদি অন্বিত না হয়—
ইষ্টে—ইষ্টানুগ চলনে,—
অনীত—সঙ্গতিহারা—এমনতর যিনি—
কল্যাণের যেমনতর দর্শনই
তিনি আবিষ্কার করুন না কেন,—
অদৃষ্টের তিরস্কার যে তা'তে
নিভৃতে নিহিত থাকবে—
তা'তে কোন সন্দেহই নেই;
কারণ, বোধি তাঁর প্রত্যয়বিহীন,—
অনীত, অসার্থক, সঙ্গতিহারা
অর্থাৎ ছন্নছাড়া,—একার্থী নয়—
চরিত্রে—চলনে—দর্শনে। ৪৯৬।

তুমি যত বড় প্রবীণই হও না কেন—
সাধুই হও আর মহানই হও,—
যতক্ষণ তোমার পরিবেশ নিয়ে
স্ববৈশিষ্ট্যমাফিক তুমি তোমার ইষ্টে
সার্থক সামঞ্জস্যে
অন্বিত হ'য়ে না উঠছ—
পূর্য্যমাণ পূর্ব্বতন এবং মহাপুরুষগণের
পারস্পরিক সার্থক সমন্বয়ে—
বাক্, চরিত্র এবং চলনে—সক্রিয়ভাবে,
ততক্ষণ পর্যন্ত তোমার দর্শন—
যতবড়ই জৌলসওয়ালা হোক না কেন,—
তা' ধোঁয়াটে বা ঘোলাটে,
অন্বিত-প্রজ্ঞা-প্রদীপ্ত নয়কো,
ত্রিকালদর্শী নয়কো,
সার্থক হ'য়ে ওঠেনি সমন্বয়ে—একত্বে,
বিচ্ছিন্ন, ভ্রান্তিবিঘূর্ণিত, সাম্যহারা;

তা'র অঙ্কে কিন্তু নিহিত থাকতে পারে
দুরদৃষ্টের দুর্দ্দৈব—
যা' একদিন হয়তো জন ও জাতিকে
জাহান্নমের পথিক ক'রে তুলতে পারে—
পথহারা অসঙ্গতি ও অনৈক্যে;—
তাই বলি,—সাধু সাবধান। ৪৯৭।

যে-স্ত্রী প্রতিপ্রসন্না, স্বতঃ-সেবাযুতা,
স্বামী-স্বার্থী, অপ্রমাদী, সাধ্বী,
সদাচারী, ধর্ম্মনিষ্ঠ—
তা'কে অবজ্ঞা করে যে-পুরুষ
ক্রূর হৃদয়ে বৃত্তিনিষ্ঠায়—
আবর্জ্জনা-সেবী হ'য়ে থাকে সে,
দুরদৃষ্ট, দুর্ব্বহ হ'য়ে তা'কে
অভিনন্দন করবে না তো আর কি?
বস্তুতঃ অমার্জ্জিত পৌরুষ তা'র
যদি পুরস্কৃত হয়,
কদাচার কুটিল ভঙ্গিতে
জনগণে সংক্রামিত হ'য়ে চলাই স্বাভাবিক। ৪৯৮।

মানুষ নিজেকে সহায়শূন্য
যত মনে করে,
সহনশীলতা তত খিন্নই হ'তে থাকে,
সহজেই আত্মসমর্পণ করে
বিধ্বস্তির কাছে—
যতক্ষণ না সে মরিয়া হ'য়ে ওঠে। ৪৯৯।

বাহ্যদৃষ্টির উপর দাঁড়িয়ে
যা'রা ব্যাপারকে পরিমাপ করে—

অথচ তা'র উদ্ভবের মরকোচকে
উপলব্ধি করতে পারে না—
আবার, এই মরকোচের ব্যতিক্রমের কারণও
যা'র অনুমিতি-বহির্ভূত—
সে বিধিকে নির্দ্ধারিত করবে কি ক'রে?
তা' তা'র দৃষ্টিবহির্ভূত,
তাই ব্যবস্থাও তা'র ভীতিসঙ্কুল—
বিপাক-আমন্ত্রণী প্রায়শঃ। ৫০০।

আদর্শমন্যতা বা উৎসমন্যতা
প্রবৃত্তি-প্ররোচিত হ'য়ে উৎস-রঙ্গিল ঢংএ
তা'র প্রতিষ্ঠা করতে চায় যখন থেকেই,—
পারস্পরিক সামঞ্জস্য, সমাধান
অন্তর্হিত হ'তে থাকে তখন থেকেই;
আবার, ঐ প্রবৃত্তি-রঙ্গিল ইষ্টমন্যতার অনুশাসনে
ধর্ম্ম, দর্শন বা অন্য কিছুরও
অপব্যাখ্যা সুরু হ'তে থাকে তখন থেকেই,
অজ্ঞ ও বিকৃত দর্শনও গাল বাজিয়ে
চলতে সুরু করে—প্রতিষ্ঠা-প্রলুব্ধ হ'য়ে,
দ্বন্দ্ব-সংঘাতে ভেদের বীজও
উপ্ত হ'য়ে ওঠে ওখানেই,
কূটসাম্প্রদায়িকতাও আসে তা' থেকেই;
এমনতর সাম্প্রদায়িকতায় নাই
প্রতি সম্প্রদায়ের ভিতর পারস্পরিক
অনুকম্পী, পূরণ, পালন ও পোষণী সম্বেগ,
আছে ঈর্ষ্যা, দ্বন্দ্ব,—পরাজয়ে অভিভূত ক'রে
প্রবৃত্তি-প্রাধান্যের ঝাণ্ডা উড়িয়ে দেওয়া;
সেখানে প্রেম নাই, ঐক্য নাই—
অচ্যুত ইষ্টনিষ্ঠাও ব্যাহত। ৫০১।

প্রবৃত্তিমনা অহং সমর্থন না পেলেই চ'টে থাকে—
তা' সত্তা-সম্বর্দ্ধনী হোক আর নাই হোক,—
সামঞ্জস্যে দানা বেঁধে উঠতে পারে না
—সচল হ'য়ে। ৫০২।

আত্মোপভোগের জন্য স্বার্থক্ষুধাতুর হ'য়ে
যতই যে-বিষয়ে কৃতকার্য্য হও না কেন,—
তৎসঞ্জাত অহঙ্কার
দক্ষমন্যতার কুয়াশায়
তোমাকে অন্ধ ক'রে দেবেই কি দেবে,—
নিরর্থক হ'য়ে উঠবে তা'র পরিণাম;
যদি কৃতীই হ'তে চাও—
তা' আত্মোপভোগের লিপ্সায় নয়কো—
অনাসক্ত হ'য়ে,—বীর্য্যবত্তায়—ইষ্টার্থে;
জীবন অভিনন্দিত হ'বে উৎকর্ষী উপঢৌকনে—
প্রকৃত উপভোগই ঐখানে। ৫০৩।

তপঃ-প্রাণ, সক্রিয় এবং সদাচারী যা'রা—
তা'দের সাহচর্য্য সাধারণতঃই
এমন অনুপ্রেরণা দেয়
যা'তে অন্তঃকরণ উদ্দীপ্ত হ'য়ে ওঠে—
তদনুকূল সক্রিয়তায়;
আবার, অশিষ্ট, অসদাচারী,
অসৎপ্রকৃতিদের সংসর্গ
অবনতিকেই আমন্ত্রণ করে—ক্রমবিষক্রিয়ায়;
তাই, যা' চাও তেমনি বেছে নিও। ৫০৪।

যে-কোন ব্যাপার, বিষয় বা কাজে
দায়িত্বশীল কুশল-সঙ্গতির ব্যতিক্রম ক'রে
যা'ই কর না কেন,—

তা' তোমার সাফল্যের মাঝখানে
একটা ফাঁক সৃষ্টি ক'রে—
বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ
যে-কোন ব্যাপারের ভিতর-দিয়ে
এমনতর অপ্রত্যাশিত অবান্তর রকম
এনে হাজির করবে,—
যা'র ফলে, ব্যর্থতা, দুঃখ, দৈন্য, আপশোষ
বিপাকগ্রস্ত ক'রে তুলতে পারে তোমাকে;
যে-বিষয়ে যথাবিহিত করণীয় যা'
তা'কে উপেক্ষা না ক'রে—
দায়িত্বপূর্ণ প্রীতিসঙ্গতির সহিত
ভাব ও ক্রিয়ার সহজ সৌহার্দ্দ্যে
যদি ক'রে যাও—
তবে উহা অদৃষ্টের ধিক্কার
সৃষ্টি ক'রে চলতে পারবে কম,—
রেহাই পাবে অনেক। ৫০৫।

সঙ্কীর্ণ প্রাদেশিকতার গোঁড়ামি
যত ব্যাপারে—যত রকমে হবে,
যৌথ বিবর্দ্ধন তত ব্যাহত হবে। ৫০৬।

যা'রা ব্যষ্টির ভিতর-দিয়ে
সমষ্টিকে জানে না,—
সমষ্টির জ্ঞান যা'দের
কেন্দ্রায়িত হ'য়ে প্রাজ্ঞ হ'য়ে ওঠেনি—
সব সমাবেশ, সমাধান
ও সামঞ্জস্যের ভিতর-দিয়ে
ভূমাকে স্পর্শ করেনি,—
চরিত্র চলন্ত হ'য়ে ওঠেনি—বিনীত জৌলসে,—

তা'দের বিধান
ব্যত্যয় ও ব্যতিক্রমেই সঞ্চরণশীল—
নিয়ন্ত্রণ, সামঞ্জস্য, সমাধানে—পারম্পর্য্যে,
বৈশিষ্ট্যকে বিন্যাস ক'রে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য তা'দের
নাতি-সার্থক হ'য়ে ওঠে না;
তাই, অনুশাসনও তা'দের
বিচ্ছিন্ন ও অপকর্ষী হওয়া ছাড়া পথ কি? ৫০৭।

যে-অবস্থাই হোক, যে-ব্যাপারই হোক,
যে-উন্নতিই হোক, আর যে-সমৃদ্ধিই হোক—
ভালই হোক, আর মন্দই হোক,
যা' মানুষকে আদর্শ বা ইষ্টসংস্রব হ'তে
বিচ্যুত করে বা খিন্ন ক'রে তোলে,—
লোভনীয় তা' যতই হোক না কেন—
দুর্ভাগ্যের তা' অতিনিশ্চয়,—
জাহান্নমের সৌজন্যপূর্ণ স্বাগতম্
বা নিষ্পীড়নী আকর্ষণ;
কারণ, তা'তে তোমার বৃত্তি ও বোধ
সার্থক-অন্বয়ে
অন্তঃ-সম্পদকে বাড়িয়ে তুলবে না,
তা'তে গোছাল হ'য়ে উঠবে না
তোমার বাস্তব জীবনটাও—
বাহ্যজগতে,—বর্দ্ধনমুখর হ'য়ে। ৫০৮।

কখনও কোন ব্যাপারে বা কারও সম্বন্ধে
প্রবৃত্তি-অভিভূত অহং যদি নিপীড়িত হয়,
কিংবা বঞ্চিত বা ব্যর্থ হয়—
সে-বিষয় প্রত্যক্ষভাবে তা'র মনে
থাকুক বা না-ই থাকুক—

সেইরকম ব্যাপারে বা সেই ব্যক্তি সম্বন্ধে
সেই রকমের ঘটনা যখন উপস্থিত হয়,—
তখনই হয় সেই পূর্ব্ব ধারণাকে
সমর্থন করার ঝোঁক্—
যা' বর্ত্তমান বাস্তব ঘটনার সাথে
একদম সংস্রবহীন;
ঐ মূল কারণকে অর্থাৎ ওর ভিত্তি যেখানে তা'কে
মুক্ত না করা পর্য্যন্ত
ঐ প্রবণতা বারে বারে উঁকি মারা সম্ভব
সাধারণতঃ। ৫০৯।

পোষণ-পরিভৃতিকে অবজ্ঞা ক'রে
স্বার্থ-সন্ধিক্ষু প্ররোচনায়
শোষণ-তৎপরতা যেখানে যেমন নিষ্ঠুর,—
আদান-প্রদানের সমবেদন-সাহচর্য্য
যেখানে স্থবির বা মন্থর যেমন,—
আত্মঘাতী শোষণ-পৈশাচিকতা
লোলুপ লেলিহান ঔৎসুক্যে
সর্ব্বনাশে প্ররোচিত করতে অকুণ্ঠিত চলনে
ব্যস্ত পায়ে চলতে থাকে—
নিজেকে বলি দিয়ে পৈশাচিকতার পায়ে। ৫১০।

তোমার শ্রেয় বা প্রেয় যিনি
তাঁর প্রতি তোমার সক্রিয়,
সেবাচর্য্যী অনুরাগ
বাস্তবে পরিপালিত যেমন—
আগ্রহ-আবেগে—বাক্যে—
ব্যবহারে—কর্ম্মে—বুদ্ধিকৌশলে,—
তোমার পরিকর ও অনুচর—

যা'দের দিয়ে তুমি পরিবেষ্টিত আছ,
তোমার চরিত্রের উদ্দীপনী ঔজ্জ্বল্যে
বা অপলাপে—
তা'রাও কিন্তু তেমনি হ'য়ে উঠবে তোমার প্রতি;
সতর্ক সন্ধিৎসা নিয়ে,—
সক্রিয় অনুরাগে,—বাস্তব সেবায়,
বাক্ ও ব্যবহারে প্রস্তুতি-পদক্ষেপে চলতে থাক—
সময়ানুগ কুশল-কৌশলী পরিণয়নে;
উপকৃত হবেও তুমি—
আর, উপকৃত হবে
তোমার পরিকর যা'রা তা'রাও
আবার, এই হ'চ্ছে সেই পরখ
যা' দেখে, বুঝতে পারবে—
তুমিও তা'দের কাছে কেমন ও কতখানি উদ্বর্দ্ধনী। ৫১১।

স্থিতির সংস্থিতি সঙ্কর্ষিত হয়
তেমনতরই সম্বর্দ্ধনায়—
পরিস্থিতির স্থিতি ও সঙ্কর্ষণ
যেমন উজ্জ্বল ও উৎকর্ষণী;
কারণ, স্থিতি সম্বর্দ্ধনী-খোরাক পেয়ে থাকে—
তা'র পরিস্থিতির প্রতি সংস্থিতির
উৎকর্ষী উৎক্রমণ থেকেই—প্রয়োজনমত। ৫১২।

প্রবৃত্তির চাহিদা—
পরিস্থিতির সংঘাতের ভিতর-দিয়ে
আপূরণী প্রতীক্ষায় সঞ্চরণশীল হ'য়ে,—
আদানে-প্রদানে,—
সংঘাত ও স্বস্তির ভিতর-দিয়ে
পরিকল্পনা-উদ্বুদ্ধ হ'য়ে ওঠে,—

পাওয়া না-পাওয়ার ফাটলের ভিতর-দিয়ে,
সেগুলি যার সক্রিয়তার সহিত
যতই কেন্দ্রায়িত হ'য়ে
সার্থক সমাবেশে চলতে থাকে
একটা উদগ্র ক্ষুধা নিয়ে,—
জীবন তা'র বিবর্ত্তনের ভিতর-দিয়ে
মূর্ত্তিলাভ করতে থাকে তেমনতর;
যেমনতর আবেগ নিয়ে
যে চলন্ত হ'য়ে চলে—
তেমনি ক'রেই তা'র চাহিদার ভিতর-দিয়ে
বিবর্ত্তনও চলতে থাকে সক্রিয় চলনে
মূর্ত্তি পরিগ্রহ করতে-করতে—
উপযোগী বৈধানিক সঙ্গতি নিয়ে;
এমনি ক'রেই ব্যক্তিই হোক—
আর দুনিয়াই হোক,—
উত্থানেই হোক আর পতনেই হোক,—
বিবর্ত্তনে চলতে থাকে;—
আর্য্যকৃষ্টি এই বিবর্ত্তনের
একটা প্রাজ্ঞ সুপরিকল্পিত পথ—
উত্থানে—অনন্ত চলনে। ৫১৩।

তুমি ঠিক জেনো—
তোমার বৈধানিক সংস্থিতির বৈশিষ্ট্য যেমনতর,
তোমার মানসিক সম্পদও তা'রই ভিত্তিতে;
আর, এই মানসিক সম্পদের উপরই
নির্ভর করছে
তোমার আধ্যাত্মিক প্রাখর্য্য—
যা' তোমাকে সব যা'-কিছুর অন্বিত প্রজ্ঞায়
ব্রাহ্মী-সম্বোধে অধিরূঢ় ক'রে তোলে;
আধিভৌতিকতা ও আধ্যাত্মিকতার

যোগারূঢ় সংহতিই হ'চ্ছে ওখানে—
যা'র উৎক্রমণে তোমাকেও
উৎক্রমণশীল ক'রে তোলে সাধারণতঃ। ৫১৪।

বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি হয় বংশ-পরম্পরায়—
পারিপার্শ্বিক পরিচর্য্যায়—
বিধানকে সমাবেশ ক'রে তপের অনুকূলে,—
নিয়ন্ত্রিত ক'রে
পোষণীয়-গ্রহণে, প্রতিকূল-বর্জ্জনে,
শুকিয়ে গেলেও
এই বৈশিষ্ট্যকে উপযুক্ত সেচনে
তাজা করতে পারা যায়—
পরিচর্য্যা করতে-করতে,—
ক্রমাগত অভ্যাসের ভিতর-দিয়ে;
আর, বৈশিষ্ট্যই হ'চ্ছে—
অস্তিত্বের স্বতঃ-সাথিয়া,—
চরিত্রে-চলনে—অভ্যাসে-ব্যবহারে—
প্রবণতার পথপ্রদর্শক;
তাই, বৈশিষ্ট্যকে সুন্দর ক'রে তোল—
তপে—সুষ্ঠু পরিপোষণে। ৫১৫।

মানুষের অন্তরতম অন্ত স্থলে লুকিয়ে থাকে—
একটা সজাগ চেতন-সন্ধিৎসা—
যে-আলোকে দেখে-শুনে, বুঝে-প'ড়ে
তা'র অজানা যা' জানায় এনে
সত্তাকে সে বাড়িয়ে তুলতে চায়—
তা'র পরিপোষণী ক'রে,
বিবর্ত্তনে বিবৃদ্ধ হ'তে—ক্রমপদক্ষেপে—
বিরুদ্ধ যা' তা'কে নিরোধ ক'রে,

অনুকূলকে আয়ত্ত ক'রে;
আর, যা' অজানা সামনে রয়েছে—
শুনছে—দেখছে—চলছে—
অথচ বুঝতেও পারছে না—
ধরতেও পারছে না—
ছাড়তেও পারছে না—
এমনতর কিছুতে
সে আবিষ্ট হ'য়ে থাকতে সুখ পায়—
একটা আশার প্রদীপ হাতে নিয়ে—
অলৌকিকতার রূপ দিয়ে;
তাই ব'লে, তা'র চেষ্টার কিন্তু বিরাম নেই,
অজানাকে জানায় সুশৃঙ্খল ক'রে
নিজের আওতায় এনে—
সত্তাকে পরিবর্দ্ধিত করবার লোলুপতারই
একটা মাধ্যমিক অবস্থা হ'চ্ছে—
ঐ অলৌকিকতায় আগ্রহ;
যা'র যেমন অন্তর-সঙ্গতি
তা'তে ঐ আগ্রহপ্রসূত ধারণার বসতিও তেমন,—
তাই, অলৌকিকতায় আবিষ্ট না থেকে
লোকায়িত ক'রে তুলো তা'কে—
সম্বেগ, সন্ধিৎসা নিয়ে—কুশল দক্ষতায়,—
সামঞ্জস্যে—সুবিন্যাসে। ৫১৬।

সবৈশিষ্ট্য ব্যষ্টির উদ্ভব হ'তেই
সমষ্টির সৃষ্টি,
আবার, বিভিন্ন ব্যষ্টি-সম্পন্ন
ঐ সমষ্টির প্রতিক্রিয়া প্রতি-ব্যষ্টিতে
উৎক্রমণ সৃষ্টি করে—
তা'র ফলেই আসে বিবর্ত্তন;
আর, এই ব্যষ্টি-বৈশিষ্ট্যের

অন্তর্নিহিত অনুরাগ যত, যেমনতর—
উদ্ভবের দিকে,—
অধিগমনও তা'র তেমনি পরিণতিতে;
এমনি ক'রেই
ব্যষ্টি ও সমাজ জানায় দাঁড়িয়ে
তা'র অজানা চাহিদাকে সন্ধিৎসু চলনে
জানায় অধিগত ক'রে তোলে—
চেষ্টা, চলন ও কর্ম্মের ভিতর-দিয়ে—বাস্তবে;
তাই, ব্যষ্টির
প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যানুপাতিক পরিবেষণ
যেমন সুষ্ঠু পরিপোষক,—
যথাবিহিত সার্থক,—
সমাজ বা সমষ্টির অধিগমনও তেমন পুষ্ট। ৫১৭।

ইচ্ছা
আবেগে উৎসারিত হ'য়ে—
উপকরণে, সার্থক-অন্বয়ে
কেন্দ্রায়িত হয় যখন—বীজাকারে,—
বিবর্ত্তন সম্ভব হ'য়ে ওঠে তখনই—আরোতে,—
তা'র পরিপোষণী আবহাওয়ার ভিতর-দিয়ে;
অন্তর্নিহিত গঠন-বৈশিষ্ট্য যা'র যেমনতর—
উদ্ভবও তা'র তেমনতর,
আর, এটা কিন্তু সব রকমে,—সব ব্যাপারে,—
তা' অন্তর্জগতেই হোক বা বহির্জগতেই হোক। ৫১৮।

সদ্‌গুণ যেখানে,
তোমার সশ্রদ্ধ উৎসারণও যেন
সেখানে তেমনি হয়,—
সম্মানে—আদরে—সৌজন্যে—সক্রিয়তায়;

এতে তোমার ভিতরেও ঐ সদ্‌গুণগুলি
ক্রমান্বয়ী আবেগে অনুপ্রবিষ্ট হ'তে থাকবে,—
তুমি কোন-না-কোন রকমে
তা'র অধিকারী হ'য়ে উঠতে পারবে—
তোমার বৈশিষ্ট্য তা' যেমন ক'রে
গ্রহণ করতে পারে—তেমনি ক'রে;
নয়তো, তোমার যা' আছে—
তা'ও ক'মে যেতে পারে কিন্তু;
পূজা অন্যকে সম্বর্দ্ধিত ক'রেই
সম্বর্দ্ধনা নিয়ে আসে। ৫১৯।

বিরোধ সেখানেই তত ব্যাহত—
কূটপ্রজ্ঞা যেখানে সত্তাস্বার্থ-বিজড়নকে
যত মুখ্য ও অচ্ছেদ্য ক'রে তুলতে পারে—
বাস্তবে। ৫২০।

আলোচনায় পর্য্যবেক্ষণ বাড়ে,
আর, অভ্যাসে বাড়ে চরিত্র,
আলোচনায় ধী বাড়ে,
অভ্যাসে বাড়ে ধৃতি;
তাই, আলোচনা ও অভ্যাসে
চরিত্র বাড়ে—ধৃতি ও ধী নিয়ে;
করায় বাড়ে পারা,—
পারায় থাকে যোগ্যতা। ৫২১।

তুমি বর্ত্তমানকে তা'র খুঁটিনাটি যা'-কিছু—
সবটা নিয়ে পরিণতি-শুদ্ধ,
অতীতের সমন্বয়ী-সামঞ্জস্যে—
যতই দেখতে অভ্যস্ত হবে,

তা'র বিবর্ত্তনে ভবিষ্যৎ ততই ফুটে উঠবে
তোমার কাছে ও দুনিয়ার কাছে;
তোমার এমনতর অবধান
যত গভীরভাবে তা' দেখতে অভ্যস্ত হবে
ভবিষ্যৎকেও তুমি
তত নিখুঁতভাবেই দেখতে পাবে,
ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমানের
বেত্তা হ'য়ে উঠবে—
এমনি ক'রে সঙ্গতির সমবায়ী পরিপ্রেক্ষায়। ৫২২।

সিদ্ধ-সঙ্কল্প তা'রাই—
যা'রা সঙ্কল্পের বাস্তবায়নে
সক্রিয় ও সুদক্ষ,
কাল দ্বারা প্রতিহত নয়কো,
তা' মূর্ত্ত ক'রে তোলেই। ৫২৩।

যা'রা সংসারী মানুষ
তা'রা যা' রোজ উপায় করে
তা' থেকে আগেই কিছু রেখে নিয়ে
অবশিষ্ট যা' তা' দিয়েই
সংসারের ব্যয় নির্ব্বাহ করবে;
ঐটেই হ'ল লক্ষ্মীর কৌটা,
তবে এই করতে যেন
মজুতে আবদ্ধ হ'য়ে না পড়ে;
সঞ্চয়টা এইজন্য—যা'তে সংসারের পেছটান
অগ্রগতিকে আট্‌কে না দেয়—
ওটা তা'দের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা
এমনি ক'রে বানপ্রস্থের জন্য প্রস্তুত হওয়া,
আবার, সন্ন্যাসীদের কিন্তু
কিছু মজুত করতে নেই,

মজুত করলেই তা'রা তপোবিমুখ
ও লোকচর্য্যায় বিরত হ'য়ে ওঠে ক্রমশঃ;
অভাবের ভিতরও যদি
একনিষ্ঠ অনুরাগ বসবাস করে,—
তবে প্রচেষ্টা ব'লে জিনিষটা জীবন্ত থাকে। ৫২৪।

প্রত্যহ ঈশ্বর বা ইষ্টভৃতি যথাসম্ভব নিবেদন,
সেবাপ্রবণ, সৌজন্যপূর্ণ, সুন্দর ব্যবহার—
ভিতরে-বাহিরে,
প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধান
ও প্রত্যহ যথাযথ হিসাবপত্র পরিরক্ষণ ও পর্য্যবেক্ষণ
উন্নতিমুখর লাভজনক পরিচালনা,
দ্বন্দ্বীবৃত্তি-নিরসন,
লাভের অন্ততঃ চতুর্থাংশ মূলধনে নিয়মিত রাখা—
এই হ'চ্ছে ব্যবসার আদিম তুক্,
প্রতিপদক্ষেপে এ পরিপালন করতে পারলে
ব্যবসায়ে কমই ঠকবে। ৫২৫।

যে-সমস্ত ব্যত্যয়
বৈশিষ্ট্যকে ব্যাহত ক'রে
সত্তায় সংঘাত সৃষ্টি করে—
সেগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করা সুকঠিন—
যদি কেউ প্রীতিপ্রসন্ন, দরদী,
সংঘাত-শোষী স্বতঃনিয়ন্ত্রক না থাকে—
যে তা'র কৌশলী ক্রিয়ার বিহিত ব্যবহারে
তা'কে স্বস্থ ক'রে না তুলে
সোয়াস্তিই পায় না—
কারণকে সংশোধন ক'রে। ৫২৬।

যে-ধৃতি পরভৃত হ'য়েও অটুট থাকে—
তা' প্রত্যয়েরই সহধর্ম্মী। ৫২৭।

যে ধারণা অন্য সংসর্গেও অটুট থাকে—
তা' প্রত্যয়েরই সহধর্ম্মী। ৫২৮।

কর্ত্তব্য-পালন যেখানে যেমন সুচারু—
অনুরাগেরও উদ্ভব সেখানে তেমনি;
আবার, অনুরতিও যেখানে যেমন—
কর্ত্তব্যও সেখানে তেমন সহজ ও সুন্দর। ৫২৯।

শ্রেয় যিনি—
তোমার সম্বন্ধ তাঁর সাথে যেমনতর—
বাস্তবে—ব্যবহারে,
তাঁ'তে অনুরাগী যা'রা—
তা'রাও তোমাতে অনুরক্ত তদনুপাতিক। ৫৩০।

পূর্ব্বপূর্য্যমাণ, ইষ্টপ্রতিষ্ঠ, প্রাজ্ঞ গণসেবী,
ইষ্টানুগ লোককল্যাণবুদ্ধি-সম্পন্ন,
নিরহঙ্কার, বৃত্তিনির্লিপ্ত যিনি—
তিনি যদি সত্তা ও সম্বর্দ্ধনার প্রতিষ্ঠায়
পরিশুদ্ধি-প্রয়াসপর হ'য়েও
বিশেষ স্থলে, লোকরক্ষার্থে—
নিজের সর্ব্বনাশ ক'রেও গণঘাতী যা'রা
এমনতর লোকদের হন্তা হন,—
তা-ও তিনি হন্তা নন,—শুভেরই স্রষ্টা—
পুণ্য তিনি,—পবিত্র তিনি;
শাস্ত্রনীতি যদিও এমনতর,—
তথাপি সংশোধনই সর্ব্বোত্তম—
সংহার না এনে। ৫৩১।

যা'র যে ভাষা,
তা'তে তা'কে কৃষ্টিতপা হ'তে দাও;
ভাষা হ'চ্ছে কৃষ্টির অনুস্বর,
অভ্যস্ত ভাষায় চিন্তা ফুটন্ত হ'য়ে ওঠে,
ঐ ফুটন্ত চিন্তাই
মানুষকে কর্ম্মে নিয়োজিত করে;
তা'তে যে বোধ বা জ্ঞান অধিগত হয়—
তা' আবার ভাষাতে অভিব্যক্ত হ'য়ে
পারিপার্শ্বিকে তা' সঞ্চারিত হ'য়ে চলে,
ভাষাও হ'য়ে ওঠে সম্পদশালিনী তা'তে;
আর, অমনি ক'রেই জনগণ
কৃষ্টিতে আরোতর হ'য়ে ওঠে,
আর, কৃষ্টি হ'তেই বাস্তব জীবনের উদ্বোধন;
তাই, মানুষকে যদি কৃষ্টি-অনুগ ক'রে তুলতে চাও—
অভ্যস্ত ভাষায় তা'কে মুক্ত ক'রে তোল,
অবাধ ক'রে তোল,—
শুভপ্রসূ হবে তা' তোমার—
আর জনগণেরও;
নয়তো, কৃষ্টি মন্থর হ'য়েই চলবে বহুকাল। ৫৩২।

মাণিক থাকে খনিতে—
মাটীচুটী, কয়লা-পাথরে
আত্মনিমজ্জন ক'রে—তাই নিয়ে;
মাণিক হ'য়েও সে নিজেকে
মাণিক ব'লে জানে না—চরিত্রে যদিও তাই;
তাজ্জব ব্যাপার!—
তাই, তা'কে চিনতে, জানতে চাই জহুরী—
চোখওয়ালা মানুষ;
আর, ফয়দা তা'রই। ৫৩৩।

চরিত্রে—তুমি যেমন—বাস্তবে—
সক্রিয়তায়,—
লোকও জুটবে তোমার তেমনি অনুরাগী—
পরিধিতে—
বেশীর ভাগ—প্রায়শঃ ;—
কিন্তু ফাঁক যতটুকু যেখানে—
আবর্জ্জনাও জুটবে তেমনতর। ৫৩৪।

তোমার চরিত্র বাস্তবে যেমন—
অভ্যস্ত আচারে, ব্যবহারে, চলায়,
বলায়, প্রণিধানে, প্রসিদ্ধিতে,—
তা'তে যা'রা অনুরাগী—
লোকও জুটবে তেমনতর—পরিধিতে;
তাই, তোমার দ্যুতিও দক্ষ হ'য়ে চলবে যেমন,—
অন্ততঃ অকপট যা'রা—
তা'রা সক্রিয়তায়
উন্নতও হ'য়ে উঠবে তেমনতর—প্রায়শঃ। ৫৩৫।

তোমার বাস্তব সক্রিয় চরিত্র যেমনতর,
পরিধিতে লোকও প্রায়শঃ পাবে তেমনতরই;
তাই ব'লে, নিশ্চিন্ত হ'য়ে থেকো না—
সজ্জন পোষাকে
কপট ও স্বার্থপর ইত্যাদি
যে জুটবে না—তা' নয়কো;
তাদের নিশানাই হ'চ্ছে—
তুমি তাদের কাছে যথাবিহিত,
সক্রিয় সাড়া পাবে না,
সহানুভূতি ও সমর্থন পাবে অঢেল—
যা' মৌখিক—বাস্তবে নয়কো,

দেবে না,—কিন্তু সৌজন্যে
প্রলুব্ধ উপচয়হীন নেওয়ার বহর
অজচ্ছল দেখতে পাবে;—
কর্ম্মায়োজনে যদি কৃতী হ'তে চাও—
বেশ ক'রে বুঝে চ'লো। ৫৩৬।

জগন্নাথের ঠুঁটো হাত—
তার মানে—ভগবানের হাত নেই,—
চরণ আছে—চলন আছে—
যদিও তিনি আত্মারাম;
তেমনি যে-সংসারে যিনি নাথ
তাঁরও হাত নেই,—
কিন্তু চলন আছে;
আর, যদি তা' ইষ্টনিষ্ঠ হয়—
তাঁকে যে ধ'রে চলে,
চলতে পারে সে তাঁরই পথে,—
আর পেতেও পারে তেমনি বহুদর্শী সার্থকতা—
প্রজ্ঞার আসনে—
কৃতী-মুকুট পরিশোভনায়। ৫৩৭।

যে-ব্যাপারে, যে-অবস্থায়
যা'র যে শাস্ত্র-অনুজ্ঞার প্রয়োজন,—
বিবেচনা ক'রে তা'তে তেমনিভাবে
অনুশাসিত হ'লেই—
শাস্ত্র সার্থকতা নিয়ে আসতে পারে;
আর, শাস্ত্র-প্রয়োগের তাৎপর্য্যও তাই। ৫৩৮।

উদ্দেশ্য উপায়কে ততক্ষণই সমর্থন করে,
যতক্ষণ উপায়

তা'র সহযোগী হ'য়ে চলতে থাকে,—
তাৎপর্য্যে,—
আর, সেখানে এটা তেমনি সৎ বা সুষ্ঠু। ৫৩৯।

একই পোষণ
সবার সমান তোষক নয়,—
যা'র যেমন প্রয়োজন—
তেমন পূরণেই তা'র পুষ্টি;
কিন্তু সব পুষ্টিরই উপলক্ষ্য প্রাণ—
যা' সবারই সমান। ৫৪০।

শ্রেয়, ঈপ্সিত যিনি তোমার—
তাঁর সেবায়, পালনে, পোষণে, পূরণে—
স্বার্থের যা'-কিছু তাঁর,—
প্রত্যাশা না রেখে
তাতেই যদি কেবল হ'তে পার,—
রঞ্জনা তোমাকে অঢেল ক'রে তুলবে;
সম্পদ তোমার সেবায় সার্থক হ'য়ে উঠবে,
প্রাপ্তি অর্চ্চনা করবে তোমায়;
নয়তো, খাঁক্‌তি যত, ব্যাহতিও তত। ৫৪১।

আদর্শ, সত্তা ও স্বার্থ
পারস্পরিক সঙ্গতিতে এনে—
যেখানে যত দৃঢ়-সত্তা-সম্বদ্ধ—
আদর্শপুষ্টির সহিত,—
বিরোধও সেখানে তত অবান্তর—
আপ্তিভাবও প্রখর তত। ৫৪২।

শয়তান যখন তা'র রোল রাজত্ব
বিস্তার ক'রে শাসন চালাতে থাকে—
মরণকে সার্থক করতে,
নিঃশ্বাসকে নিঃশেষ করতে,
জীবনের সামহোতা যা'রা—
স্তিমিত চলনেই চ'লে থাকেন,
মানুষের অন্তরকে অভিষিক্ত ক'রে চলেন—
গা' ঢাকা দিয়ে আড়ালে তখনও;
হঠাৎ মনে হয় কোত্থেকে
জীবনের আগুন জ্ব'লে উঠলো—
নিষ্ঠার সমিধে,
হোতার ইষ্ট-মন্ত্রে,
ঐক্য ও সংহতির হবিঃ-প্রক্ষেপে;
অন্তর আবার স্বর্গ হ'য়ে ফুটে উঠলো—
পাপ পুড়তে থাকলো সেই আগুনে—
জীবন চললো উচ্চেতনায়—
সৎমান্ত্রিক অভিষ্যন্দে। ৫৪৩।

শ্লোকসূচী

বিষয়		শ্লোক সংখ্যা

অ

বিষয়		শ্লোক সংখ্যা

বিষয়		শ্লোক সংখ্যা

ই

বিষয়		শ্লোক সংখ্যা

ঈ

উ

এ

বিষয় শ্লোক সংখ্যা

ঔ

ক

বিষয়		শ্লোক সংখ্যা

বিষয়		শ্লোক সংখ্যা

বিষয়		শ্লোক সংখ্যা

ছ

জ

বিষয় শ্লোক সংখ্যা

ত

থ

দ

বিষয়		শ্লোক সংখ্যা

প

বিষয়		শ্লোক সংখ্যা

বিষয় — শ্লোক সংখ্যা

বিষয়		শ্লোক সংখ্যা

ব

বিষয় **শ্লোক সংখ্যা**

বিষয় | শ্লোক সংখ্যা

ভ

ম

বিষয়		শ্লোক সংখ্যা

য

বিষয়		শ্লোক সংখ্যা

বিষয়		শ্লোক সংখ্যা

বিষয় | শ্লোক সংখ্যা

স

বিষয় | শ্লোক সংখ্যা

বিষয়		শ্লোক সংখ্যা

বিষয়		শ্লোক সংখ্যা

বিষয়		শ্লোক সংখ্যা

হ